যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা-৯

জুলাই

১৯৫৯

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
হইতে প্রকাশিত। শ্রীতুলসীচরণ বক্সী, ন্যাশন্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৩ ডি মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬ কর্তৃক মুদ্রিত।

উপহার

ব্রহ্মের জঙ্গলে

প্রথম পরিচ্ছেদ

অভিশপ্ত পরিবার

ঘরের ম্লান আলোকেও রতীশের চোখের জল ধরা পড়িয়া গেল। বিস্মিত হইয়া নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কাঁদছিস্?"

"না" বলিয়া রতীশ অন্যদিকে তাহার মুখ ফিরাইল। কিন্তু তাহার চোখের জল গোপন করিবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল; সকলেই বুঝিল, তাহার বুকের পর্দ্দার কোন্‌খান্‌টায় বিষম আঘাত লাগিয়াছে।

সহানুভূতির স্বরে নীরু দা' কহিল, "পাগ্‌লা ছেলে আর কি! বাপ মা কি কারু চিরকাল বেঁচে থাকে রে? তাই ব'লে অত কাঁদ্‌লে চল্‌বে কেন রতীশ!"

ধরা পড়িয়া রতীশের চোখের জল বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিল; সংযম হারাইয়া কহিল, "সব বুঝি, সব বুঝি নীরু দা'!

আমি তো আর ছেলেমানুষটি নই যে, আমাকে এম· ক'রে বুঝাতে হ'বে! কিন্তু—নীরু দা'! এমন ধরনে, এম শোচনীয়ভাবে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান, পৃথিবীতে কয়টা হয়ে থাকে ভাই? কি কুক্ষণে বাবা বাংলা দেশ থেকে ব্রহ্মের জঙ্গলে বদ্‌ হয়ে গেলেন! তারপর একটা বছর পেরুলো না,—বাবা গেলে মা গেলেন,—এই সেদিন দাদাও যে বেরিয়ে গেছেন, সে আজ প্রায় পাঁচ মাস, তাঁরও কোনো খোঁজ-খবর নেই এতদিনেও যিনি ফিরে এলেন না, তিনি কি আর ফিরে আস্‌বেন. নীরু দা'? কথ্‌খনো নয়। বাবা ও মা যেখানে গেছেন, দাদাও সেখানেই গেছেন নিশ্চয়,—তিনিও আর ফিরে আস্‌ছেন না. তিনিও আর বেঁচে নেই।"

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রতীশের তুই চক্ষু হইতে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইল।

"ছিঃ রতীশ! একটু শক্ত হয়ে দাঁড়া ভাই!" বলিয়া নগেন বাঁ হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

তারপর সে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আবার কহিল, "তুই যা' আশঙ্কা করছিস্ রতীশ, হয়ত তা' সম্পূর্ণ ভুল। তাঁরা যে বেঁচে নেই, তেমন কোনো প্রমাণ ত আজও পাওয়া যায় নি' রতীশ!"

"প্রমাণ! প্রমাণের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ নগেন? প্রায় একটা বছর পেরিয়ে গেল,—কোনো জীবিত লোক এতদিন কি

এমনভাবে আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারে ভাই ?"—অতি বিস্ময়ের সহিত রতীশদাও ইহা জিজ্ঞাসা করিল। তারপর আবার কহিল, "বিশেষতঃ আত্মগোপন করবার দরকার যেখানে একেবারেই নেই। তুমি কি মনে কর নগেন, বাবা, মা ও দাদা—সবাই মিলে পরামর্শ ক'রে এমনভাবে বাড়ী ছেড়ে লুকিয়ে আছেন ? অসম্ভব। এ যুক্তি তোমাদের খাটে না, খাটতে পারে না। তারা কেউ বেঁচে নেই—এই হচ্ছে ধ্রুব সত্য।"

ভৃত্য আসিয়া টেবিলের উপরে একটি আলো রাখিয়া গেল। টেবিলের মিট্‌মিটে আলোতে ঘরখানি ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নীরু দা' তাহার ডান হাতে সেই টেবিল-ল্যাম্পের পল্‌তেটি একটু বাড়াইতে বাড়াইতে, আলোর দিকেই মুখ রাখিয়া, সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তাই যদি হয়, তাতেই বা কি এমন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, রতীশ ?"

"কি এমন সাংঘাতিক ব্যাপার ?"—অতি বিস্ময়ে রতীশ তাহার পুনরুক্তি করিল মাত্র।

"হ্যাঁ, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি রতীশ !" বলিয়া নীরু দা' তাহার মুখ তুলিল এবং চেয়ারখানি একটু ঘুরাইয়া রতীশের ঠিক্ মুখোমুখী হইয়া বসিল, তারপর তীক্ষ্ণভাবে কহিল, "জানিস্ রতীশ, আমার বাবা মারা গেছেন, সে আজ

কতদিনের কথা! আমি তখন দু'বছরের শিশুটি, তেমনি সময়ে বাবা আমার নৌকাডুবিতে চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু কই? সেজন্য আমি তো আমার মাকেও কোনদিন তোর মত এমন আত্মহারা হ'তে দেখিনি'! বল্‌তে পারিস্ যে, আমার মা তো বেঁচে আছেন, তোর হয়তো তা'ও নেই। কিন্তু রতীশ, পৃথিবীর সুখ-দুঃখ কখনো তুলনা করা চলে না—তুলনা করা উচিতও নয়। তা'তে ঈশ্বরের বিধানকে কতকটা পরীক্ষার চোখে, সন্দেহের চোখে দেখ্‌তে হয়,—কাজেই ঈশ্বরের অমর্য্যাদা করা হয়।

"তর্কের খাতিরে আমি ধ'রে নিচ্ছি, তাঁরা কেউ আর জীবিত নেই। কিন্তু তাই ব'লে কি অমন অসংযত হবি? কর্ত্তব্য তোর কত! তোর বৌদি' রয়েছেন; তাঁর কথা একবার ভাব্ দেখি, ভাই! ভাব্ দেখি একবার তাঁর ছেলে দুটোর কথা!

"ফুট্‌কুটে চাঁদের মত এক রত্তি ছেলে দুটো। বাপ্ তাদের বেরিয়ে গেছেন ব্রহ্মের জঙ্গলে, ঠাকুরদ্দার খোঁজ কর্‌তে কিন্তু আজ পাঁচ মাসের ভিতর তাঁরও আর কোনো খোঁজখবর নেই। কে জানে কোথায় তিনি? তা' তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, আমি খুব মন্দটাই ধ'রে নিচ্ছি। আমি স্থির ক'রে নিচ্ছি, দাদা তোর বেঁচে নেই। কিন্তু এখন বৌদিকে, তাঁর

ছেলে দুটোকে দেখাশুনা করতে হবে তো? তারপর যদি সুযোগ হয়, তা'হলে একবার তোর দাদার খোঁজ করতে দোষ কি আছে, ভাই?"

"দাদার খোঁজ!" চমকিত হইয়া রতীশ এই পুনরুক্তি করিল—তাহার চক্ষু দু'টি বিস্ফারিত হইল—উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে রতীশের মনে হইল, সে যেন কোন্ এক হারানো সূত্রের সন্ধান পাইয়াছে! সে দ্বিগুণ উৎসাহে আবার কহিল, "দাদার খোঁজ! সে কেমন ক'রে হবে নীরু দা'? সুবিস্তৃত ব্রহ্মদেশ,—বিশাল, সীমাহীন তার বন-জঙ্গল। এই বন-জঙ্গলের কোথায় কোন্ অংশে তাঁর খোঁজ করব নীরু দা'? সে কি অসম্ভব নয়?"

"তা' জানিনে" বলিয়া নীরু দা' আবার কহিল, "হয়ত অসম্ভব। কিন্তু তা'র কোনো চেষ্টাই তো আমরা করিনি' রতীশ! আমাদের মত জোয়ান ছোক্‌রার দল যদি অসম্ভব মনে ক'রে পিছিয়ে থাকে, তরে তা'র চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হ'তে পারে ভাই? দুনিয়াতে তা'হলে আমাদের কোন জায়গাই হ'বে না, সব কাজে আমাদের পিছিয়েই থাকতে হ'বে। কাজে নাম্‌বার আগে—সব পথ-ঘাট দেখে শুনে—সমস্ত বিষয় আগাগোড়া ভেবে—তারপর আমরা ঠিক করবো যে, দাদার খোঁজ করা আমাদের সাধ্য কি অসাধ্য। তা' না ক'রে—কেবল ভাসা-ভাসা চিন্তায় যদি স্থির ক'রে ফেলি যে, একাজ

আমাদের দ্বারা হ'বে না, তবে তার চেয়ে আমাদের মৃত্যু ভালো নয় কি ?"

"নিশ্চয় !"—বলিয়া নগেন উৎসাহের সহিত কহিল, "দেখ রতীশ ! আমার মনে হয় নীরু দা' ঠিক্ কথাই বল্‌ছে। জোয়ান ছোক্‌রা আমরা—আমাদের ক্ষমতা কম হ'তে পারে, বুদ্ধি কম হ'তে পারে ; কিন্তু সাহস আমাদের কম হ'বে কেন ? বিপদ্ আসে, আসুক্,—যদি মর্‌তে হয়, মর্‌ব। কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী, সাহসে বুক বেঁধে আমি এগিয়ে যেতে চাই। একটা মনের মত সাহসিক কাজ অনেকদিন থেকেই খোঁজ কচ্ছিলুম্। ধন্যবাদ নীরু দা', তুমি আজ তা' দেখিয়ে দিলে। আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছ ! বসো তবে নীরু দা' ! কেমন ক'রে কবে কোথায় আমাদের কাজ আরম্ভ কর্‌তে হ'বে, তার একটা খস্‌ড়া তৈরী ক'রে ফেলো। তোমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রখর চিন্তাশক্তি,—এর তুলনা মেলা কঠিন। কাজেই খস্‌ড়া তৈরী কর্‌বার ভারটা তোমাকেই গ্রহণ করতে হ'বে।"

মৃদু হাসিয়া নীরু দা' কহিল, "তুমি যে একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌লে নগেন ! আমি এ সম্বন্ধে একেবারেই কিছু ভাবিনি। যা' কিছু বল্লুম, সবই কেবল তর্কের খাতিরে বলেছি, একটা কথার কথা বলেছি। আমি যে কোন খস্‌ড়া, কোন একটা পরিষ্কার ধারণা তোমাদের কিছু দিতে পার্‌ব, তেমন কোনো বিশ্বাস

আমার নিজেরই নেই। কিন্তু নগেন, আমি কেবল এইটুকু বিশ্বাস করি যে, যদি দৃঢ়ভাবে ও মনেপ্রাণে এ বিষয়ে আমরা ভাব্‌তে আরম্ভ করি, তাহ'লে হয়ত কোনো রাস্তা আমরা পেলেও পেতে পারি। রতীশকে আমি কেবল এইটুকু বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, আদৌ যে বিষয়ে কোনো চিন্তা করাই হয়নি, সে বিষয়টা 'অসম্ভব' বা 'অসাধ্য' ভাবা কোন বুদ্ধিমানেরই কর্ত্তব্য নয়।"

উৎসাহের সহিত রতীশ কহিল, "সে তুমি ঠিক্‌ই বলেছ নীরু দা'। কিন্তু আমি যে তোমাদের বিশেষ কিছু সাহায্যই কর্‌তে পার্‌ব না। বাবা কোথায় থাক্‌তেন, কোন্‌ জায়গা থেকে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান, তারপর দাদা কোন্‌ জায়গার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন, সে সব সম্বন্ধে আমি তোমাদের একটা আভাষ মাত্র দিতে পার্‌ব, মনে হচ্ছে। তা' থেকে তোমরা যদি কোন পন্থা খুঁজে বার কর্‌তে পার, ভালো; তা' নৈলে হয়তো এতে আমাদের হাত দেওয়াই উচিত হ'বে না।"

নীরু দা' কহিল, "তাহ'লে তুই অবসর মত তোর যা' বল্‌বার আছে, সেগুলি বেশ্‌ ক'রে একটা কাগজে লিখে রাখিস্‌। সবগুলি জিনিষ লিখে ফেলাই খুব ভাল পদ্ধতি —তাতে কোনো বিষয় ছুট্‌ছাট্‌ গরমিল হ'তে পারে না— কাজেরও খুব—"

কথাটা অসমাপ্তই রহিল। কিসের একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় জানালার একটি সার্সি সশব্দে ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা ঝন্‌ঝন শব্দে মাটিতে পড়িয়া শতচূর্ণ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কি একটা জিনিষের আঘাতে টেবিলের ল্যাম্পটি উল্‌টিয়া পড়িয়া গেল —জিনিষটি ল্যাম্প উল্‌টাইয়া টেবিলে ঠোক্কর্ খাইয়া মেঝেতে যাইয়া পড়িল।

"কি এ!" প্রায় সমস্বরে সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিল এবং সন্ত্রস্ত হইয়া সকলেই চেয়ার ছাড়িয়া পেছনে হটিয়া গেল কিন্তু ব্যাপার কি, কেহই কিছু বুঝিল না।

ল্যাম্প উল্‌টিয়া গিয়াছে,—ঘর অন্ধকার। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য নগেন মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘরের বাহিরে ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তাহার পাশেই ছিল নীরু দা'। তৎক্ষণাৎ নগেনের মতলব বুঝিতে পারিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "স্থির হও, নগেন? আগে আলো জ্বাল্ রতীশ!"

রতীশের চীৎকারে বাড়ীর ভিতর হইতে আলো লইয়া চাকর ছুটিয়া আসিল। হারিকেনের আলোতে ঘর আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই আলোতে সকলেই দেখিল, কাপড়ে জড়ানো একটা গোল বল্ মেঝের উপরে পড়িয়া রহিয়াছে।

নীরু দা' গভীর কৌতূহলের সহিত তাহা হাতে তুলিয়া লইল; তার পর পকেট হইতে ছুরি খুলিয়া বল্‌টির উপরে

যে কাপড় জড়ানো ছিল, তাহা কাটিয়া ফেলিল। বিস্ময়ের সহিত সকলেই দেখিল, ভিতরে একটি পিতলের কৌটা। নীরু দা' কৌটাটিকে মেঝেতে ঠুকিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল। দেখা গেল, ভিতরে লাল রঙের একটি কাগজ। কাগজটি কয়েকটি ছোট ছোট ভাঁজে ভাঁজ করা। নীরুদা' তাহাও খুলিয়া ফেলিল।

রতীশ ও নগেন এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরুদা'র কাণ্ড দেখিতেছিল। এক্ষণে চিঠি বাহির হইতেই সকলে মহা কৌতূহলের সহিত তাহা দেখিবার জন্য নীরুদা'র দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

কাগজটি প্রকাণ্ড একখানি চিঠি—হাতে লেখা চিঠি। চিঠিতে লেখা ছিল—

স্নেহের রতীশ!

বাবার খোঁজে বাহির হইয়াছিলাম—সে আজ পাঁচ মাস আগেকার কথা। তোমরা বোধ হয় তাহা ভুলিয়াও গিয়াছ। অতি দুঃখের সহিত তোমাকে জানাইতেছি, বাবা আর জীবিত নাই—মা-ও আর জীবিত নাই। শত্রুর ভীষণ অত্যাচারে তাঁহারা প্রাণ হারাইয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহারা কেবল "রতীশ!" "রতীশ!" বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা মারা গিয়াছেন বলিয়া

বহু পূর্ব্বেই আমাদের যে ধারণা ছিল তাহা ভুল। তাঁহারা মারা গিয়াছেন খুবই সম্প্রতি—এই চিঠি লিখবার মাত্র বিশ পঁচিশ দিন আগে। আমি আসিয়াছিলাম ঠিক্ সময়েই, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারি নাই; কেবল হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অন্য ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহাদের মৃত্যু-যন্ত্রণা উপলব্ধি করিয়াছি।

রতীশ! কোনোরূপে শত্রুর কবল হইতে পলাইয়া আমি তোমাকে এই চিঠি লিখিতেছি। এই পত্রবাহক আমার বিশ্বস্ত লোক। কিন্তু তবু সে আত্মগোপন করিয়াই থাকিবে, তোমাদের সঙ্গে দেখা করিবে না। ব্রহ্মের বিশাল বনে আমি আজ বন্যপ্রাণীর মত গোপনে বাস করিতেছি। কিন্তু ইহাতে আমার শান্তি কোথায়? আমি একেবারেই নিরাপদ্ নহি।

আমাকে বাঁচাইতে হইলে তোমার এখানে আসা দরকার। বনে পলাইযা লোক কয়দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে? অর্থাভাবে অনাহারে দিন কাটাইতেছি। আসিবার সময় যতটা পার টাকা সঙ্গে লইয়া আসিও। ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত সহর ভামোর উত্তর-পূব দিকে মোমেন সহর। মোমেনের পূবদিকে ইয়াং-চাফু। ইয়াং-চাংফুর উত্তরে ও সালাইন নদীর তীরে—পেংফু গ্রাম।

যেদিন তুমি চিঠি পাইবে, তাহার ঠিক্ এক মাস পরে,—আগামী ২৩শে শ্রাবণ—পেংফু গ্রামে তোমার জন্য একটি গাড়ী

প্রস্তুত থাকিবে। সেখানে গাড়ী থাকে অনেক। তুমি কালো ঘোড়ার গাড়ীখানিতে চাপিয়া বসিও এবং গাড়োয়ানকে বলিও 'নারায়ণ দেবল্'। গাড়োয়ান তোমাকে নারায়ণ দেবল্ নামক লোকটির কাছে লইয়া যাইবে। তাঁহাকে আমার এই চিঠিখানি দেখাইলে তিনি তোমাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। প্রাণের ভয়ে আমি লুকাইয়া আছি; সুতরাং আমার বর্ত্তমান ঠিকানা সম্বন্ধে আমাকে এত সাবধান হইতে হইয়াছে।

আসিবার সময় বাবার লেখা ডায়েরী ইত্যাদি গোপনীয় কাগজপত্র যা-কিছু পাও, সব লইয়া আসিও। বাবা বহু হীরা-জহরৎ ও হাতীর দাঁত সংগ্রহ করেছিলেন, আমি শত্রুদের নিকট হইতে কেবল এইটুকু আভাস পাইয়াছি। দরকার বোধ করিলে বাবার লোহার সিন্ধুক ও বড় ট্রাঙ্কটি ভাঙ্গিয়া ফেলিও। দামী জিনিষপত্র তাহাতে না থাকিলেও হয়ত সে সম্বন্ধে কোন কাগজপত্র আছে। সমস্ত কাগজপত্র লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসা চাই-ই। তুমি আসিলে আমরা দুই ভাই মিলিয়া সে ধনরত্ন উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব।

রতীশ! আমি ঘোর বিপন্ন। তুমি না আসিলে, তোমার সাহায্য না পাইলে, আর কখনো দেশে ফিরিবার সুযোগ হইবে না,—হয়ত শীঘ্রই বাবা ও মা'র অনুগমন করিব—আর দেখা

হইবে না। বিপদ্ যত কঠিনই হউক্, আমার চিঠির বিষয় অপর কাহাকেও জানাইবে না, এবং পুলিশের কোন সাহায্য গ্রহণ করিবে না। দৈবাৎ যদি কেহ জানিয়াই ফেলে, তবে তাহাকেও সঙ্গে লইয়া আসাই ভালো, নতুবা দেশে থাকিয়া সে হয়ত এ বিষয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করিবে; তাহাতে আমার বিপদের আশঙ্কাই বেশী।

ভাই! মনে রাখিও, আমাদের পরিবারটি একটি অভিশপ্ত পরিবার। বাবা ও মা মৃত্যুর দেশে চলিয়া গিয়াছেন, আমিও প্রায় মৃত্যুমুখে। প্রকাণ্ড একটা ষড়যন্ত্র আমার বিরুদ্ধে। এ সময় তোমারও বুকের জোর, মনের সাহস চাই। নতুবা কার সাধ্য এই পরিবারকে রক্ষা করে? এ যে অভিশপ্ত পরিবার! ইতি—

তোমার দাদা

যতীশ রায়

পুঃ। এত বড় চিঠি নিজে লিখবার শক্তি নাই। সুতরাং অন্যের দ্বারা লিখাইয়া কেবল দস্তখৎ নিজে করিলাম।

নীরু দা' সমস্ত চিঠিখানি অতি গম্ভীরভাবে পড়িয়া ফেলিল, নগেন ও রতীশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাহা শুনিয়া গেল।

কিন্তু চিঠি পড়া শেষ হওয়া মাত্র রতীশ আর সংযত থাকিতে পারিল না, সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "দাদা!—দাদা!—"

নগেন তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ছিঃ ছিঃ! রতীশ!"

নীরুদা' তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, "থাক্, থাক্ নগেন! একটু কাঁদ্‌তে দাও, বুকটা হাল্‌কা হ'বে।"

কিন্তু তখনই রতীশের দিকে ফিরিয়া একটু মৃদু স্বরে কহিল, "আস্তে—আস্তে, রতীশ! জোরে কাঁদিস্‌নে—জোরে চেঁচাস্‌নে, তোর বৌদি যেন জান্‌তে না পারেন, পাড়ার কেউ যেন জান্‌তে না পারে। তোর সমগ্র পরিবার, একটা অভিশপ্ত পরিবার। জোরে কাঁদ্‌বারও তোর অধিকার নেই। আমরা—এই তিন জন ছাড়া—এই চিঠির সংবাদ যেন আর কেউ জান্‌তে না পারে, সেজন্য সাবধান হ'তে হবে। কাজেই, আস্তে—আস্তে ভাই, রতীশ! তোর পরিবার—অভিশপ্ত পরিবার। হাঁ, অভিশপ্ত পরিবারই বটে!" কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নীরু দা'র মুখের কোণে যেন একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। নগেন ও রতীশ একটু বিস্মিত হইল। ভাবিল, 'একি!' কিন্তু আবার তখনই তাহাদের মনে হইল, 'হয়ত ভুল দেখিয়াছি,—ও কিছু নয়।'

যাহোক্, নীরুদা'র উপদেশে রতীশ তাহার কান্নার স্বর চাপিয়া গেল। সে যথার্থই অনুভব করিল, অভিশপ্ত পরিবারের কেহ জোরে কাঁদিবারও অধিকারী নহে।

রতীশের ক্রন্দনধ্বনি আর মুখ হইতে ফুটিতে পারিল না—তাহা অতি চাপা স্বরে বুক ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কে ?

ভোর যে কখন হইল, নগেন বা রতীশ কেহই তাহা জানিতে পারে নাই। সারারাত তাহারা এত তন্ময়, এত ব্যস্ত।

নীরু দা'র পরামর্শে নগেন রাত্রিটা রতীশের বাড়ীতেই কাটাইয়াছে এবং রতীশের বাবার ট্রাঙ্ক ও লোহার সিন্দুকের তালা ভাঙ্গিয়া সমস্ত রাত্রি কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছে। প্রভাতে নীরু দা' যখন আসিল, তখনও তাহারা তেমনই তন্ময়!

ঘরে ঢুকিয়াই নীরু দা' কহিল, "বাঃ রে! তোরা এত ভোরেই কাজে লেগে গেছিস্?

নগেন কহিল, "এত ভোরে! আমরা যে একেবারেই ঘুমুই নি'। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকেই তো আমরা এসব নিয়ে ব্যস্ত।"

"বটে!"—বিস্ময়ে দুই চক্ষু আকাশে তুলিয়া নীরু দা' কহিল, "বটে! তা হ'লে তোরা সারারাত কাজ করেছিস্ বল্!

আচ্ছা, কাজ তো সারারাত হ'লো,—কিন্তু কাগজপত্র কিছু পাওয়া গেলো নগেন ?”

“হ্যাঁ, গেছে বৈকি !” বলিয়া নগেন একতাড়া কাগজ দেখাইয়া কহিল, “এই দেখো নীরু দা' ! এসব কাগজ অনেকটা দরকারী বলে আমার মনে হচ্ছে।

“রতীশের বাবা খুব বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। বাংলা দেশে থাক্‌তেই তিনি হাতীর দাঁত ও নানারকম পাথরের ব্যবসা কচ্ছিলেন। কাগজপত্র দেখে মনে হচ্ছে, সে সব জিনিষ তিনি রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর ও আফ্রিকার কোন কোন মহাজনের কাছ থেকে চালান পেতেন, তার কোন কোন জিনিষ বিক্রীর রসিদও পাওয়া গেছে। সেগুলি দেখে মনে হয়, অধিকাংশ জিনিষই বিক্রী হতো বড় বড় রাজা মহারাজের কাছে।

“কিন্তু সে সব টাকা কোথায়, কার কাছে আছে, তা' কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। মোট কথা, এটা ঠিক্ যে, —রতীশের বাবা খুব বড় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তুমি দেখ না একবার কাগজগুলি।”

“হাঁ দেখ্‌ছি—সবই দেখ্‌ব। কিন্তু এত ব্যস্ততার কি আছে ? এখনও সময় আছে এক মাস। আমি যখন দেখ্‌ব, একলাটি দেখ্‌ব, তোমাদের কাউকে আমার সঙ্গে রাখ্‌ব না।”—বলিয়া নীরু দা' একটু মৃদু হাসিল।

অতি আগ্রহের সহিত রতীশ কহিল, "তা'তে আর আমাদের আপত্তির কি আছে, নীরু দা' ? কিন্তু এখনো ঢের কাগজ বাকী রয়েছে, সেগুলি একেবারেই দেখা হয়নি ।"

নীরু দা' কহিল, "তা' থাক্ রতীশ ! তোরা এখন কাজ বন্ধ কর্ । যা, স্নান ক'রে, খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেল্ ; ততক্ষণ আমি একবার কাগজগুলি ঘেঁটে দেখি ।

যা, উঠে যা তোরা । যা, যা—"

"যাচ্ছি" বলিয়া রতীশ উঠিল, নগেনও কাজ বন্ধ করিল। রতীশ ও নগেন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে নীরু দা' দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং একমনে কাগজ-পত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। সমস্ত কাগজগুলিতে দুইবার চক্ষু বুলাইয়া সে অবশেষে তাহাদের সম্পূর্ণ একটি তালিকা প্রস্তুত করিল। কাগজগুলি পরীক্ষা করিতে তাহার বহুক্ষণ কাটিয়া গেল।

ইত্যবসরে রতীশ ও নগেন উভয়ে স্নানাহার করিয়া আসিল ; তাহারা বাহির হইতে ঘরের দরজায় করাঘাত করিতেই নীরু দা' দরজা খুলিয়া দিল।

নগেন ঘরে ঢুকিয়াই হাসিমুখে কহিল, "কি নীরু দা' ! কাগজগুলি সব দেখ্লে ?"

"হাঁ নগেন, দেখেছি সব", বলিয়াই নীরু দা' আবার কহিল, "কিন্তু এখনো শেষ করতে পারিনি ; এসব কাগজ-পত্তর নিয়ে

আবার বস্‌তে হ'বে। এখনকার মত বন্ধ রইল, অবসর মত কাগজ-পত্তর নিয়ে ফের বসা যাবে।"

"কিন্তু আশার মত কিছু মনে হচ্ছে নীরু দা'?" অতি আগ্রহের সহিত রতীশ জিজ্ঞাসা করিল।

নীরু দা' কহিল, "হাঁ, সন্ধানের কিছু সূত্র পাওয়া যাবে ব'লেই তো মনে হচ্ছে। যেমন, মনে কর্—কাদের সঙ্গে তোর বাবার ব্যবসা চল্‌ছিল? কাদের কাছ থেকে তিনি জিনিষ কিন্‌তেন, বা কাদের কাছ থেকে তিনি জিনিষের চালান পেতেন? কাদের কাছেই বা তা' বিক্রী কর্‌তেন? তোর বাবাকে বা তোদের সবাইকে ধ্বংস কর্‌তে পার্‌লে কাদের লাভ হ'তে পারে।—এসব বিষয়ের অনেক মীমাংসা হয়তো কাগজ-পত্তর থেকে পাওয়া যাবে। তা' যাক্, এখন বাড়ী যাচ্ছি; রাত্তিরে আসা যাবে। কাগজ-পত্তর সব এই ভাবেই পড়ে থাক্, কিন্তু ঘরের দরজা সর্ব্বদাই খুব তালাচাবি এঁটে রাখ্‌বি।

নগেন! এবিষয়ে তুমিও খুব সাবধান হবে। আর একটা জিনিষ আমার খুব দরকার। রতীশ, তা' ঠিক্ ক'রে রাখ্‌বি।"

"কি জিনিষ চাও নীরু দা'?" আগ্রহের সহিত রতীশ জিজ্ঞাসা করিল। নীরু দা' কহিল, "জিনিষ আর কিছু নয়,—তোর দাদার কয়েকখানি চিঠি। তোর দাদা ত আরও দু'একবার বাড়ী ছেড়ে কোল্‌কাতা বা অন্য কোথাও গিছ্‌লেন?

সে সময় কি তোর কাছে কখনো কোনো চিঠি লেখেন নি ? যদি লিখে থাকেন সে রকম দু'চারখানা চিঠি চাই।"

"তা' তোমায় এখনি দিচ্ছি" বলিয়া রতীশ পাশের ঘরে ছুটিয়া গেল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে কয়েকখানি পোষ্টকার্ড ও এন্‌ভেলাপে লেখা চিঠি লইয়া উপস্থিত হইল।

রতীশ চিঠিগুলি তাহাকে দিয়া কহিল, "এই দেখ নীরু দা', আমার দাদার চিঠি।"

নীরু দা' প্রত্যেকখানি চিঠির উপরে একবার করিয়া চোখ বুলাইয়া গেল, তারপর মৃদু হাসিয়া কহিল, "নগেন, রতীশ! আমাকে এখন আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, এই পরিবারের পেছনে ভয়ানক একটা ষড়যন্ত্র রয়েছে ; আর এত বড় একটা ষড়যন্ত্রের ভিতর রয়েছে ব'লেই পরিবারটি আজ 'অভিশপ্ত পরিবার'। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমরা যদি সেই ষড়যন্ত্রটি সমূলে বিনষ্ট করতে পারি, তবেই জেনো, যাদুমন্ত্রে সমস্ত অভিশাপ এক মুহূর্ত্তে খসে পড়বে—'অভিশপ্ত পরিবার' আবার সোনার সংসারে পরিণত হ'বে।"

"হ্যাঁচ্চো!"

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড হাঁচির শব্দ ঘরের পেছনে লাউবাগানে প্রতিধ্বনিত হইল।

"কে ? কে ?" বলিয়া নীরুদা' তৎক্ষণাৎ সেদিকে ছুটিয়া গেল। নগেন ও রতীশ তাহার অনুগমন করিতে উদ্যত হইল ;

কিন্তু নীরু দা' তাহাদিগকে ধমক্ দিয়া কহিল, "সাবধান! যাবিনে এখান থেকে এক পা'। ঘর খোলা রেখে কোথায় যাবি?"

তাহারা অপ্রস্তুত হইয়া হতভম্বের মত সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল—নীরু দা' বেগে ঘরের পেছনে ছুটিয়া গেল।

ছু' মিনিট পরে নীরু দা' যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে—যেন রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে।

তাহাকে ঐরূপ দেখিয়া নগেন ও রতীশ চমকিত হইল। ভীত হইয়া রতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "ওকি নীরু দা'! তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন? কোনো ভয় পেয়েছ?"

"ভয়?—না,—হাঁ, কতকটা তাই বৈ কি!"—নীরু দা'র গলার আওয়াজেই তাহার মনের অবস্থা কতকটা ধরা পড়িয়া গেল। যা' হোক্, নিজেকে কতকটা সংযত করিয়া সে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক স্বরে কহিল, "দেখ, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ব'লে মনে হচ্ছে। জোরে হাঁচির শব্দ তোমরাও শুনেছ, আমিও শুনেছি। কেউ যে ঘরের পেছনে ছিল, তা'তে কোনো সন্দেহই নেই; কারণ, সেখানে তা'র পায়ের দাগ এখনো পরিষ্কার রয়ে গেছে!

"লোকটা এসেছিল খালি পায়ে—চুপি চুপি কথা শুনতে সুবিধা হ'বে, তাই বোধ হয় সে খালি পায়ে এসেছিল। কিন্তু লোকটার বাঁ পায়ে একটা আঙ্গুল কম। আর, ডান হাতে তার হলুদ মাখা, বা হলদে রং। দেওয়ালের যে জায়গাটা ভর

ক'রে সে আমাদের কথা শুন্‌ছিল, সে জায়গায় কতকটা হল্‌দে ছোপ্‌ লেগে রয়েছে। বোধ হয় সে অনেকক্ষণ যাবৎ আমাদের কথা শুন্‌ছিল; তার হাত ঘেমে যাওয়ায় হাতের হল্‌দে রং দেয়ালে কিছু লেগে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য!—হাঁচির শব্দ শুন্‌বার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেছি, অথচ কাউকেই দেখ্‌তে পেলুম না! কেবল দেখ্‌লুম, লাউবাগানের পেছন দিয়ে যে গলি-পথটা বেরিয়ে গেছে, সেই পথটা দিয়ে দুটো ফেরিওয়ালা চলে গেল। ওরা দুটো লোক—কাজেই সন্দেহটা ঠিক্‌ পাকাপাকি কর্‌তে পার্‌লুম্‌ না। একটা লোক হ'লে সন্দেহটা একটু দৃঢ় হ'ত,—হয়ত' তা'কে চেপে ধর্‌তুম। কিন্তু দু'দুটো লোক কি আর আমাদের গোপন কথা শুন্‌তে এসেছে?

মস্ত একটা খট্‌কা রয়ে গেলো নগেন। আমাদের কথা শুন্‌বার জন্য কাদের এত আগ্রহ! কী তাদের স্বার্থ?—

চল, দেখ্‌বে চল। তা'র পায়ের ছাপ এখনো পরিষ্কার ফুটে রয়েছে। কিন্তু তার আগে দোর বন্ধ ক'র—তালা দাও। দ্বিগুণ সাবধানে আমাদের কাজ কর্‌তে হ'বে।" তৎক্ষণাৎ ঘরে তালাবন্ধ করা হইল। তারপর রতীশ ও নগেন সেই লোকটার পায়ের ছাপ দেখিবার জন্য নীরু দা'র সঙ্গে লাউবাগানের দিকে গেল। কিন্তু সমস্ত সময় সকলেই কেবল ভাবিতেছিল,—কে সেই লোক? কা'র এই হাঁচি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নৈশ-সভা

রতীশের বদ্ধ ঘরে সেদিন সন্ধ্যা হইতে পরামর্শ হইতেছিল —তাহাতে কত কথা-কাটাকাটি, কত তর্ক-বিতর্ক, কত জল্পনা-কল্পনা! কিন্তু কিছুতেই তাহার বিরাম ছিল না। নীরু দা' নিতান্ত একগুঁয়ের মত বসিয়াছিল, সে আজ তার্কিকের চূড়ামণি!

নীরু দা' কহিল, "দেখ্‌ রতীশ! তোর নামে এই চিঠিখানি দেখামাত্রই আমার কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল! সে সন্দেহ আমার ক্রমশঃই দৃঢ় হচ্ছে,—এবং এখন তা' এমন বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, আমার গভীর আশঙ্কা হচ্ছে, তোরা ব্রহ্মের জঙ্গলে গেলেই সাঙ্ঘাতিক কোন বিপদে পড়্‌বি, হয়তো আর ফিরে আসাও অসম্ভব হবে!"

নগেন কহিল, "নীরু দা'! তোমার এই সন্দেহের কারণ কি তা' জানি না—তুমি তা' খুলেও বল্‌ছ না। তোমার বুদ্ধির অপ্রশংসা করি না নীরু দা'! কিন্তু তবু তুমি খুলে বল্‌ছ না ' ন? সব কথা তুমি যদি খুলে বল্‌তে, তা' হ'লে হয়তো একটা তার

আলোচনা করা যেতো,—তা'তে হয়তো, তোমার যা' যুক্তি, তা' সবই উড়ে চ'লে যেতো। তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি বা যুক্তি-তর্কের ক্ষমতা বেশী, সে কথা বল্‌বার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু নীরু দা', মানুষ যত বুদ্ধিমান্‌ই হোক্ না কেন, সে কি কখনো কেবল অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে ভুল পথ বেছে নেয় না?"

"হাঁ, নেয়। তোমার কথা ঠিক্ নগেন! কিন্তু তবু—আমার মন বল্‌ছে, তোমরা এই উদ্যম ছেড়ে দাও।"—কতকটা যেন অন্যমনস্ক ভাবে নীরু দা' এই কথাগুলি বলিল।

"তা' হ'লে নীরু দা'! আমার একটা কথার জবাব দাও"—অতি কাতরভাবে রতীশ কহিল।

"বল্ রতীশ!" সংক্ষেপে ইহা বলিয়া নীরু দা' রতীশের প্রশ্নের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রতীশ কহিল, "নীরু দা'! তুমিই বল্‌ছ, আমার দাদা, মা ও বাবা হয়তো আজও বেঁচে আছেন। তোমার অনুমানই যদি সত্যি হয়, যদি তাঁরা যথার্থই আজও বেঁচে থাকেন, অথচ কোন ষড়যন্ত্র বা দৈব-দুর্ঘটনার জন্য তাঁরা তাঁদের বাড়ীতে আস্‌তে অসমর্থ হয়ে থাকেন, তবে তাঁদের ফিরিয়ে আন্‌বার উপায় কি নীরু দা'? আমরা আমাদের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হ'তে পারি; কিন্তু তবু, আমাদের জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই একটা আশা নিয়ে আমরা বেঁচে থাক্‌বো যে, হয়তো

কোনো-না কোন দিন আমরা তাঁদের উদ্ধার করতে পারব। কিন্তু আজ যদি আমরা নিশ্চেষ্ট থাকি, তাহ'লে কি সারাজীবন আমাদের মনে এই ব'লে একটা দুঃখু হবে না যে, আমার জীবিত মা-বাপ ও দাদাকে উদ্ধার করবার কিছুমাত্র চেষ্টা করলুম না, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে তাঁদের আরো ঠেলে দিলুম? বল নীরু দা'! কোন্ পথে আমাদের চলা উচিত, কোন্ পথে আমরা চলবো? আমি তো নিশ্চেষ্টই ছিলুম। তুমিই তো আমাকে তোমার উৎসাহ-বাণীতে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছ! তুমিই তো আমার বুকে একটা ক্ষীণ আশার আলো জ্বেলে দিয়েছ যে, আমার বাপ-মা ও দাদা হয়তো আজও বেঁচে রয়েছেন! তোমারই উৎসাহে—তোমারই আদর্শে আজ আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছি। তা' থেকে পিছিয়ে দিও না, দমিয়ে দিও না। ওঁরা বেঁচে আছেন, ওঁদের উদ্ধার করব—এই আমাদের সঙ্কল্প। সে সঙ্কল্প ভেঙ্গে দিও না, নীরু দা'! তা' হলে যে বেঁচেও শান্তি পাব না। বরং এর বিরুদ্ধে তোমার যদি কোনো যুক্তি থাকে, তা' আমাদের খুলে বল নীরু দা' এই আমাদের অনুরোধ।"

রতীশের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার প্রাণের গভীর কাতরতা ফুটিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু দু'টি অশ্রুভারে আপ্লুত হইয়া উঠিল।

নীরু দা' সামান্য কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল, তার পর কহিল,

"রতীশ! নগেন! প্রথমে আমিই তোমাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছি সে কথা ঠিক্; আবার আমিই তোমাদের দমিয়ে দেবার চেষ্টা কচ্ছি, তা'ও ঠিক্। আমার ব্যবহারে এই অসামঞ্জস্য কেন? তোমরা হয়তো একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছ। রতীশ আমাকে যে প্রশ্ন করেছে, অর্থাৎ তার বাপ্-মা ও দাদা আজও যদি বেঁচে থাকেন, তবে তাঁদের উদ্ধার-চেষ্টা কি করা হ'বে না?—সে প্রশ্নের জবাব দিতে আমি অক্ষম। কারণ, সকল চেষ্টাই যদি আমাদের বন্ধ থাকে, তবে আর উদ্ধার-চেষ্টা কেমন করে হ'বে? সেটা যে ভীরুতা ও কাপুরুষের লক্ষণ, তা'তে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু তা'রও কতকগুলি যুক্তি আছে।

এতক্ষণ বল্‌তে চাইনি এই জন্য যে, আমার বিরুদ্ধ-যুক্তি সত্বেও যদি এই কাজে হাত দেওয়া হয়, তবে আমার এই যুক্তিগুলির তো কোন মূল্যই নেই; বরং সেই বিরুদ্ধ-যুক্তিগুলি প্রতি কাজে তোমাদের মনের ভিতর কাঁটার মত খচ্ খচ্ কর্‌বে—মনের শান্তি কতকটা নষ্ট কর্‌বে। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে নগেন, আমি আমার বিপরীত ব্যবহারের একটা কৈফিয়ৎ দিব; তোমাদের কাছে আমার বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি বলা সঙ্গত ব'লেই এখন আমার মনে হচ্ছে।

প্রথম কথা এই নগেন, যতীশ দা'র চিঠি বলে যে চিঠিখানি আমরা পেয়েছি, এ চিঠি আদৌ যতীশ দা'র চিঠি নয়।

"অ্যাঁ! সে কি!"—রতীশ ও নগেন উভয়ের কণ্ঠ হইতে এই বিস্ময়-সূচক শব্দ বাহির হইল।

"হাঁ, এ চিঠি কখ্‌খনো যতীশ দা'র চিঠি নয়। শোনো তবে আমার যুক্তি"—দৃঢ়স্বরে এই কথা বলিয়া নীরু দা' আবার বলিতে লাগিল—"তুই-ই বলেছিস্ রতীশ! যতীশ দা' তোকে সর্ব্বদাই 'রতু' বলে ডাক্‌তেন, তোর বাপ্‌-মাও তাই ব'লে তোকে ডাকতেন—কখনো 'রতীশ' বল্‌তেন না। যতীশ দা' তোকে এর আগে যখন যা' চিঠি লিখেছেন তাতেও দেখছি লেখা আছে 'রতু!' তবে এই চিঠিতে 'স্নেহের রতীশ' লেখা রয়েছে কেন?—তার কারণ হচ্ছে এই যে, চিঠির লেখা বা ভাষা একেবারেই যতীশ দা'র নিজের নয়। চিঠির লেখা যে যতীশ দা'র নয়, সে কথা তো চিঠির নীচে 'পুনশ্চ' দিয়েই লেখা রয়েছে। দস্তখৎ তাঁর নিজের বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু রতীশ, জেনে রাখ—এই দস্তখৎও তাঁর নয়।"

"সে কি! দস্তখৎ তো তাঁরই মনে হচ্ছে নীরু দা'!"—রতীশের কণ্ঠস্বর অতি স্বাভাবিক ও সরল।

নীরু দা' কহিল, "না রতীশ! আমি জোর করেই বল্‌ছি, এ দস্তখৎ তাঁর নয়। আমি চিঠিখানি উল্টে দিয়ে আলোর দিকে পেছন রেখে বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, দস্তখৎটি ঠিক একটানে লেখা নয়, তার উপর কয়েকবার হাত বুলানো

হয়েছে। অথচ, সেই নকল দস্তখৎই যতীশ দা'র নিজের লেখা ব'লে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

যাক্ এই গেলো চিঠির লেখা সম্বন্ধে। লেখায় যখন এত সন্দেহ, ভাষায়ও সেখানে সন্দেহের কারণ প্রচুর থাকা স্বাভাবিক, এবং তা' আছেও যথেষ্ট। লেখা আছে,—রতীশ, তোর মা ও বাপ 'রতীশ!' 'রতীশ!' ব'লে চীৎকার ক'রে প্রাণত্যাগ করেছেন।—অসম্ভব! মিথ্যা কথা!—তাঁরা কখনো রতীশ বলতেন না, তাঁরা হ'লে বলতেন 'রতু'!

তারপর, তার একটা কথা। মা মারা গেছেন, বাবা মারা গেছেন,—এই কথাটা সহজ সত্য হ'লেও ঠিক্ এমন ভাবে তাঁর বড় ছেলে ছোট ছেলেকে লিখ্‌তে পারতেন না। ভাষাটা হ'তো অন্যরকম। 'শত্রুর অত্যাচারে মরেছেন, শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত রতীশ ব'লে চীৎকার করেছেন,' এ সব কথার উদ্দেশ্য কেবল রতীশকে দুর্ব্বল করা, তার প্রাণে শেলের আঘাত করা। বড় কখনো ছোট ভাইকে এভাবে চিঠি লেখে না।

তারপর, আর একটা বিষয় চিন্তা করতে হ'বে। চিঠিতে আছে, যতীশ দা' হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছিলেন,—তিনি কোন রকমে তা' থেকে পালিয়ে গিয়ে ব্রহ্মের বিশাল বনে লুকিয়ে আছেন—টাকা-পয়সার অভাবে না খেয়ে আছেন—ভাইকে যতটা সম্ভব টাকা নিয়ে যেতে লিখেছেন, ইত্যাদি। কিন্তু, নগেন, এই যাঁর অবস্থা,—যিনি নিজেই আছেন প্রাণের ভয়ে

লুকিয়ে,—নিরন্ন, অর্থশূন্য,—তিনিই আবার রতীশকে সেখানে নিয়ে যেতে ব্যগ্র! উদ্দেশ্য কি?—না, উদ্দেশ্য হচ্ছে, কতকগুলি টাকা-পয়সা ও রতীশের বাবার ডায়েরী ইত্যাদি; কতকগুলি গোপনীয় কাগজ-পত্র হাত করা! রতীশকে আনাবার জন্য তিনি এত ব্যগ্র যে, লিখেছেন, 'আমাকে বাঁচাতে হ'লে তোমার এখানে আসা দরকার'! শুধু তাই নয়, কোন্ দিন কোথায় গেলে সে তাঁর আড্ডায় যেয়ে পড়্বে, সে সব নির্দ্দিষ্ট ক'রে তিনি পথঘাটের বিবরণ দিয়েছেন।

নগেন! একটা কথা বেশ্ ক'রে চিন্তা কর। যিনি নিজেই আছেন না খেয়ে, শত্রুর ভয়ে যাঁকে বনে লুকিয়ে থাক্তে হচ্ছে,—অর্থাৎ যিনি কোন্ দিন কোথায় থাক্বেন তারই স্থিরতা নেই তেমন অবস্থার লোক কি কখনো দিন-তারিখ ঠিক ক'রে—কালো ঘোড়ার গাড়ী ও 'দেবল' বাবুর বন্দোবস্ত ক'রে ভাইকে চিঠি লিখ্তে পারেন? তা' হ'লে ত তিনিও পালিয়ে আস্তে পারেন। বিশেষতঃ, বাপ্ নেই, মা নেই—এই যখন অবস্থা, তখন আর সেখানে থাক্বার মোহই বা কি থাক্তে পারে? আসল কথা তা' নয় নগেন, আসল কথা হচ্ছে, একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রে রতীশের বাপ্-মা, রতীশের দাদা আটক রয়েছেন। এখন রতীশকেও চাই। আর সেই সঙ্গে চাই—যথাসম্ভব টাকা ও তার বাবার দরকারী কাগজ-পত্র।

তারপর আরও কিছু ভাব্‌বার আছে। যতীশ দা' লোক পাঠালেন, তাঁর বিশ্বস্ত লোক। অথচ সে নিজে এসে চিঠিখানা দিল না—চিঠিখানা ছুঁড়ে দিয়ে গেল এম্‌নি ভাবে, যে ভাবে ছুঁড়ে দেওয়া কেবল শত্রুর পক্ষেই স্বাভাবিক, বন্ধুর পক্ষে কখ্‌খনো নয়। তারপর আমাদের গোপন কথা শুন্‌বার জন্য কেউ না কেউ ওঁৎ পেতে বসে থাকে,—এসব ব্যাপার ভাব্‌লে কি একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র ব'লে মনে হয় না?"

রতীশ ও নগেন এতক্ষণ তন্ময় হইয়া নীরু দা'র কথা শুনিতেছিল। নীরু দা' কথা বন্ধ করিলে রতীশ একবার নগেনের মুখের দিকে তাকাইল, আর একবার নীরু দা'র দিকে তাকাইল। কিন্তু নীরু দা'র যুক্তিপূর্ণ কথার সে যে কি প্রতিবাদ করিবে তাহা খুঁজিয়াই পাইল না।

নগেন আরও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে কহিল, 'তোমার কথাগুলি সবই অর্থপূর্ণ নীরু দা'! কজেই এগুলির সোজা প্রতিবাদ করা চলে না, বড়জোর দু'-একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে, এই মাত্র। বেশ্‌,—চিঠিখানা হয়তো নকল চিঠি, এ কথা কতকটা আমি এখন মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তবু, এর ভিতর একটা ভাব্‌বার কথা আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, চিঠিখানা প'ড়ে এ কথাটা মনে হয় কি না যে, যতীশ দা' ও তাঁর বাপ্‌-মা এখনো বেঁচে আছেন?"

নীরু দা' কহিল, "বাপ্‌-মা বেঁচে আছেন কি না ঠিক্‌ বুঝতে

পারা যায় না , কিন্তু যতীশ দা' এখনো বেঁচে আছেন এ কথাটা খুব সত্যি ব'লেই মনে হচ্ছে।"

"বেশ্ !" বলিয়া নগেন আবার কহিতে লাগিল, "বেশ ! তা' হ'লে একটা সত্যি খবর অন্ততঃ পাচ্ছি যে, যতীশ দা' এখনো বেঁচে আছেন। আর সেই সঙ্গে আরো একটা আভাস পাচ্ছি যে, খবরের কাগজে যতীশের মা ও বাবার মৃত্যু-সংবাদ যে ভাবে রাষ্ট্র হয়েছিল, তা' সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কাগজে বেরিয়েছিল যে, তাঁরা সম্ভবতঃ বাঘ বা ভালুকের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। দেহ তাঁদের পাওয়া যায় নি', কেবল তাঁবুর সর্ব্বত্র ছিল, রক্তমাখা। তাই থেকে অনুমান হয়েছিল যে তাঁরা সম্ভবতঃ হিংস্র জন্তুর আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু এখন এই চিঠিতে সে বিষয়ে একটা সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তাঁরা হয়তো এখনও বেঁচে আছেন, আর বেঁচে না থাক্‌লেও শত্রুর হাতেই প্রাণ হারিয়েছেন, হিংস্র জন্তুর হাতে নয়।—"

বাধা দিয়া নীরু দা' কহিল, "কেবল তাই নয়, নগেন ! আরো কিছু ভাব্‌বার আছে। তাঁরা হিংস্র জন্তুর হাতে প্রাণ হারান্‌নি' এ কথা যেমনি সত্যি, তেমনি আর একটা কথা সত্যি যে, তাঁদের মৃত্যু-সংবাদ যে সব খবরের কাগজে বেরিয়েছে, সে সব খবরের কাগজ পড়্‌বার মত বিদ্যাবুদ্ধি বা প্রবৃত্তি তাঁদের শত্রুদের নেই। তা' যদি থাক্‌তো', তা' হলে তারাও

খুনের অপরাধটা ঐ বন্য হিংস্র জন্তুর কাঁধেই চাপিয়ে দিয়ে আরো বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারত। কিন্তু শত্রুরা তা' করেনি'; বরং রতীশের বাবার নাম দিয়ে একখানা চিঠি লিখিয়ে রতীশের দাদাকে অনুরোধ করেছিল, 'তুমি শীগ্‌গির এসো। আমি এখনো জীবিত, কিন্তু বড়ই বিপন্ন।' সে চিঠি কোত্থেকে এসেছিল, কোথায় যাবার জন্য তা'তে উপদেশ ছিল, সে সব আমরা ত কিছুই জানি না; রতীশ, কখনও তা' জান্‌তিস্ কি?"

রতীশ সংক্ষেপে উত্তর করিল, "না"; তারপর আবার কহিল, "বাবার খোঁজে দাদা কোথায় যাচ্ছেন, আমরা কেবল এইটুকুই জানতুম্—আর কিছুই জানতুম্ না। দাদাও তা' কাউকে ব'লে যাননি'—এমন কি, বৌদি'কেও নয়।"

নীরু দা' কহিল, "হয়তো সে চিঠিতেও এই রকমই একটা কিছু তারিখ ও ঠিকানা ছিল। সেই অনুসারে গিয়ে যতীশ দা' ফাঁদে পড়েছেন, এখন রতীশকে ফাঁদে ফেল্‌বার মতলব!"

নগেন কহিল, "কোন দোষ নিও না নীরু দা'! কিন্তু তুমি কেবল খারাপ দিক্‌টাই বেশী ভাব্‌ছ। এই চিঠিখানি আমাদের পক্ষে যত অমঙ্গলজনকই হোক্ না কেন, এর একটা ভালো দিক্ আছে, তাও লক্ষ্য কর্‌বার বিষয়।"

"সে কি রকম, তা' খুলে বল না নগেন!"—নীরু দা' একটু হাসিয়া কহিলেন।

নগেন বলিল, "এই চিঠিতে অনেকটা সঠিক্ খবর পাচ্ছি—যতীশ দা' বেঁচে আছেন; আর একটা আভাস পাচ্ছি—যতীশের মা ও বাবা হয়তো এখনও বেঁচে আছেন। তারপর, আর একটা বিশেষ দরকারী বিষয় জান্‌তে পাচ্ছি—সেটা হচ্ছে যতীশ দা' প্রভৃতির ঠিকানা।—চিঠিতে যে রকম পথঘাট ঠিকানার কথা লেখা আছে, বল ত নীরু দা' সেগুলি কা'র ঠিকানা?

—তুমি হয়তো বল্‌বে, সেগুলি শত্রুপক্ষের ঠিকানা। তা' ঠিক্। কিন্তু শত্রুরা কোথায় আছে, কোথায় থাকে, তা'দের পরিচয় কি, এ সব যদি আমরা বেশ ক'রে জান্‌তে পারি, তা'হলে যতীশ দা' প্রভৃতি যাঁরা ঐ শত্রুদের হাতে বন্দী, তাঁদের ঠিকানা জানাটা কি একেবারে অসম্ভব?"

"না, তা' নয়।" নীরু দা' আবার কহিল, "না, তা' অসম্ভব নয় আমি স্বীকার কচ্ছি। কিন্তু তুমিও নিশ্চয়ই স্বীকার কর্‌বে যে, তা'তে বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট। হয়তো তোমরা তা'র শেষ পর্যন্ত পোঁছুতেই পার্‌বে না। যতীশ দা' প্রভৃতির কাছে পোঁছুবার আগেই হয়তো তোমাদের সব শেষ হয়ে যাবে,—এও ত হ'তে পারে নগেন?"

নগেন কহিল, "খুব হ'তে পারে নীরু দা'! সে কথা আমি একশ' বার মান্‌বো। কিন্তু তবু একটা চেষ্টা তো চল্‌তে পারে! কোনো খবরই যদি আমরা আজ না পেতুম, তা' হ'লে

বলত নীরু দা', কোন্ সূত্র ধ'রে আজ আমাদের কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর হ'ত ?

বিশাল ব্রহ্মদেশে অনন্ত জঙ্গল। তা'র উত্তর, দক্ষিণ— কোন্ দিকে আমাদের অনুসন্ধান আরম্ভ করতুম্? কিছুই তা'র ঠিক্ ছিল না।—কিন্তু এখন এই চিঠি পাওয়ায় অন্ততঃ বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, সেই নির্দ্দিষ্ট তারিখে, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে শত্রুপক্ষীয় কেউ না কেউ আমাদের অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাক্‌বে। সেজন্য অবশ্য আমাদের খুব সাবধানে থাক্‌তে হবে। কিন্তু বিপদে পড়ি, বা নাই পড়ি, অন্ততঃ কাজ আরম্ভ কর্‌বার মত একটা সূত্র পাব ত?"

নীরু দা' কহিল, "সে তুমি ঠিকই বল্‌ছ নগেন! তোমার সাহস ও বুদ্ধির আমি শতমুখে প্রশংসা কচ্ছি। কেবল তাই নয়, তোমার সাহসের কাছে আমি পরাজয় স্বীকার কচ্ছি নগেন! আর এখন মনে হচ্ছে, এবিষয়ে কোনো বাধা দেওয়া উচিত নয়। এত যখন তোমাদের উৎসাহ, এত যখন তোমাদের সাহস, তখন আর বাধা দেওয়া উচিত হ'বে না।"

নগেন কহিল, "বেশ, নীরু দা'! তবে এখন আমাদের কার্য্য পদ্ধতি ঠিক্ ক'রে ফেলো। কিন্তু তা'র আগে দেখ্‌তে হবে, আমাদের এসব কথাবার্ত্তা কেউ শুনে না যায়। আমরা এতক্ষণ যেভাবে তর্ক কচ্ছিলুম, তা' সম্ভবতঃ খুবই অন্যায়

হয়েছে। কারণ, কে যে কি শুনে ফেলেছে, তা'র তো কিছুই স্থিরতা নেই।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাকো নগেন!" ঈষৎ হাসিয়া নীরু দা' কহিল, "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। দু' দুটো পাহারা—আমারই দু'জন বন্ধু এই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।"

"বটে!"—নগেনের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

হাসিয়া নীরু দা' আবার কহিল, "হাঁ। আমি কি আর অসাবধান হয়ে চলি?" এই বলিয়া সে তাহার পকেট হইতে একটি ছোট্ট বাঁশী বাহির করিয়া উহাতে আওয়াজ করিল; তৎক্ষণাৎ একটি লোক ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "কি খবর?"

নীরু দা' কহিল, "তোমাদের খবর কি, পালিত?"

পালিত কহিল, "বিশেষ কিছুই নয়, একটা পাগল এসেছিল দু'তিন বার। প্রথমবার এসে বল্লে, সে দিয়াশলাই খোঁজ কর্‌তে এসেছে। শেষবার সে খুব সাবধানে টিপি টিপি অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আস্‌ছিল। সেবার তা'কে ধরেই ফেল্‌তুম ঠিক্, কিন্তু হঠাৎ একটা বুড়ো লোক এসে বল্লে, 'ওকে কেন তাড়াচ্ছ? ও যে পাগল, বদ্ধ পাগল।' তাই শুনে ওকে ছেড়ে দিলুম। আর কোন খবর নেই—খবরের মধ্যে কেবল মশার কামড়।"

নীরু দা' কহিল, "ঐ লোক দুটোকে ছেড়ে দিয়েই তুমি সব খবরের আশা নষ্ট ক'রেছ। তুমি লোক চিন্‌তে পারনি'

পালিত! ঐ লোক দু'টোই আমাদের শত্রু। আজ ধরা পড়েও পালিয়ে গেলো!"

পালিত আর কথা কহিতে পারিল না, সে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

নীরু দা' কহিল, "আচ্ছা পরীক্ষা কর্‌বে? এসো তবে আমার সাথে।"

নীরু দা' ঘরের দরজা সাবধানে বন্ধ করিল, তার পর একটা হারিকেন লণ্ঠন হাতে লইয়া আগে আগে ঘরের পেছনদিকে চলিল, অন্য সকলে তাহার অনুগমন করিল।

পাগল ও সেই বুড়ো লোকটা যেখানে আসিয়াছিল, নীরু দা' সেই জায়গাটা বেশ করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল। হঠাৎ আনন্দে সে চীৎকার করিয়া কহিল, "এই যে, এই দেখ সেই 'চার-আঙ্গুলে' মানুষ। এই তার বাঁ পায়ের ছাপ্---দেখ, এতে চারটি মাত্র আঙ্গুল।"

সকলেই এক দৃষ্টিতে তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিল এবং দেখিল, গাছের গোড়ায় ভিজা মাটিতে প্রকৃতই বাঁ পায়ের ছাপ ফুটিয়া রহিয়াছে—তাহাতে চারিটি মাত্র আঙ্গুল।

দেখিবামাত্র পালিত কহিল, "এই সেই পাগলের পায়ের ছাপ। হতভাগা ঠিক্ এইখানেই শেষবার এসে দাঁড়িয়েছিল।"

"বটে!" বলিয়া নীরু দা' ইহার পরে অনেকক্ষণ সেই বুড়ো লোকটার পায়ের ছাপ খোঁজ করিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়,

এক পায়ে একটি রবারের জুতোর ছাপ মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার অপর পায়ের ছাপ একেবারেই নাই।

নীরু দা' কহিল, "ওরে পালিত! লোকটা কি খোঁড়া নাকি রে? ডান পায়ের ছাপ যে একেবারেই দেখ্‌ছি নে!"

"কি জানি ভাই!—তা' হ'লে দেখ্‌ছি, যত কাণা-খোঁড়া, আজ তোদের সঙ্গে শত্রুতা কর্‌তে বেরিয়েছে!"—পালিত এই বলিয়া তাহার বিস্ময় প্রকাশ করিল।

'হোঃ হোঃ' শব্দে চারিদিকে একটা হাসির ফোয়ারা ছুটিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সূচনা

ইহার পরে আরও কয়েকদিন চলিয়া গিয়াছে। নীরু দা' ও নগেন প্রত্যহ রতীশের বাড়ীতে মিলিত হয় এবং নানারকম পরামর্শ করে।

সেদিন সারাদিনের মধ্যেও নীরু দা' একটিবার সেখানে আসিল না। সন্ধ্যা হইল—তবু তাহার দেখা নাই। দুইবার লোক পাঠানো হইয়াছিল, কিন্তু তাহার দেখা পাওয়া গেল না।

নগেন ও রতীশ বড়ই চিন্তিত হইল। নগেন কহিল, "নীরু দা'র তো কখনো এমন হয় না. আজ সারাদিনে একবারও এলো না, ব্যাপার কি?"

রতীশও চিন্তিত ভাবেই কহিল, "কি জানি! কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। আজ সব-কিছু ঠিক্‌-ঠাক্‌ করবার কথা। আর ক'দিনই বা আছে? এখান থেকে ব্রহ্মদেশে যেতেও ত সময় দরকার। আর আট-দশ দিনের ভিতর আমাদের রওয়ানা হ'তে হবে যে। নীরু দা' যে আজ ভাবিয়ে তুল্লে দেখ্‌ছি!"

"তাই নাকি !" বলিয়া দরজা ঠেলিয়া নীরু দা' ঘরে প্রবেশ করিল।

"এই যে নীরু দা', এসেছ ?"—প্রায় সমস্বরে উভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

রতীশ প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, "যাই বল নীরু দা', এ তোমার ভারী অন্যায়। আমরা তোমার জন্য সারাটা দিন পথের দিকে চেয়ে আছি, আর তোমার কিনা দেখাই নেই ! অথচ, জানতো কাজ এখনও কত বাকি !"

"সব জানি ভাই !" একটু হাসিমুখে নীরু দা' ইহা কহিল। তারপর একটু নীরব থাকিয়া আবার কহিল, "সব জানি, কিন্তু কি করব ভাই, কাজের চাপে এত দেরী হয়ে গেল। একটা দুঃসংবাদ আছে রতীশ ! জানিস্ তো দেরাদুনে আমার এক মাসীমা থাক্‌তেন। টেলিগ্রাম পেয়েছি, কাল তিনি মারা গেছেন। এই ত্যাখ্ টেলিগ্রাম।"

নীরু দা' টেলিগ্রামখানি বাহির করিয়া রতীশের হাতে দিল। রতীশ ও নগেন উভয়েই তাহা পড়িল। পড়িয়া নগেন কহিল, "টেলিগ্রামে যে তোমাকে যেতেও লিখেছে হে !"

"হাঁ,—যেতে লিখেছে ; আর আমাকেও যেতেও হচ্ছে সেখানে।"—নীরু দা'র কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

স্তম্ভিত হইয়া নগেন কহিল, "সে কি ! তুমি দেরাদুন যাচ্ছ ! কিন্তু তোমাকে যে আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে যেতে হবে নীরু দা' !"

নীরু দা' তেমনই গম্ভীরভাবে কহিল, "তাই'ত সঙ্কল্প করেছিলুম নগেন! স্থির করেছিলুম আমরা তিন জনে মিলে সেখানে যাব; দুঃখ-কষ্ট যা' কিছু আসে, তা' তিন জনেই বরণ ক'রে নেবো; আর যতীশ দা' ও তাঁর বাপ-মাকে উদ্ধার করবার গৌরব নিজেও ভাগ ক'রে নেবো। কিন্তু, তা' আর পারি কৈ নগেন! এমনি সময়ে হঠাৎ মাসীমার মৃত্যু আমাদের পরিবারে একটা ওলটপালট এনে দিলে। তাঁর বিপুল সম্পত্তি,—সোণারূপা, হীরা-জহরতেরও অভাব নেই। কিন্তু দেখ্‌বার মত কেউ নেই। একটা দুগ্ধপোষ্য শিশু, দশ বারো বছরের ছেলে। আমি না গেলে, তাঁর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করে, এমন লোক পর্য্যন্ত কেউ নেই। শুধু তাই নয়, সেই সব টাকা-পয়সার লোভে হয় তো সেই কচি ছেলেটার প্রাণ পর্য্যন্ত যেতে পারে। কাজেই আমার না গেলেই নয় নগেন, আমাকে যেতেই হ'বে।"

উৎকণ্ঠিত ভাবে রতীশ কহিল, "তা' হ'লে এদিকে কি কর্‌বো নীরু দা'?"

নীরু দা' কহিল "কেন? নগেন রয়েছে। সে সাহসী ও বুদ্ধিমান্ ছেলে। আমি সাথে থাক্‌লে একটু দল ভারী হতো সন্দেহ নেই—যাওয়া যেতোও একটু আনন্দে। কিন্তু নগেন যা' কর্‌বে, বা করতে পার্‌বে, তার চেয়ে যে বেশী-কিছু আমি করতে পার্‌বো তা' আমার একেবারেই মনে হয় না।

"কাজেই হতাশ হ'য়ো না রতীশ! কি করবো, আমার অদৃষ্টে নেই—তোমাদের গৌরবের ভাগী হ'তে পারলুম না। আমাকে যে কালই যেতে হ'বে রতীশ! আমি কাল দুপুরেই বেরিয়ে যাব।"

নগেন কহিল, "তা' হ'লেও আমরা কবে রওনা হ'ব, কি রকম ভাবে কোন্ পথে যাব, কি কি জিনিষ সঙ্গে নিয়ে যাব—সে সকল বিষয়ে তোমার পরামর্শ চাই নীরু দা'।"

নীরু দা' কহিল, "সে আমি সংক্ষেপে এখনই বলছি নগেন! আসছে সপ্তাহে শুক্রবার, কোল্‌কাতা থেকে রেঙ্গুন-মেলে তোমরা ব্রহ্মদেশে রওনা হ'বে। আমার মনে হয় এর চেয়ে আর দেরী করা উচিত হবে না। যেতে কয়েকদিন সময় লাগবে। যদি দু'তিন দিন আগে সেখানে উপস্থিত হ'তে পার, ক্ষতি কি? কেবল এইটুকু খেয়াল রেখো যে, পেংফু গ্রামে পৌঁছুবে ঠিক ২৮শে শ্রাবণ,—তার আগে নয়। আর জিনিষ-পত্তর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। চিঠিখানি তো সাথে যাবেই। কাগজ-পত্তরগুলি ছোট্ট একটি সুট্‌কেসে বোঝাই ক'রে নিও, টাকাকড়ি তিন-চারশ' সাথে নিয়ে যাবে। কিন্তু যাবার আগে রতীশের বাড়ীঘর দেখবার জন্য, এদিকে সব খোঁজ-খবর নেবার জন্য পালিতকে অনুরোধ ক'রো। আমিও তাকে ব'লে যাচ্ছি। পালিত যদি এসব দেখাশুনার ভার নেয়, তা' হলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া যাবে।"

রতীশ আবার কাঁদ-কাঁদ ভাবে কহিল, "তা' হ'লে সত্যিই তুমি যাচ্ছ না নীরু দা' ?"

বড়ই বিমর্ষভাবে নীরু দা' কহিল, "কেমন ক'রে যাব রতীশ, আমার অবস্থাটা একটু ভেবে ছ্যাখ্। তারপর, ঠিক ক'রে বল্তো এখন আমার কোন্ কাজটা আগে করা উচিত ?"

রতীশ হতাশভাবে কহিল, "আমি তোমায় পরামর্শ দিতে পার্ব না নীরু দা'! তুমি যখন যেতে পার না বল্ছ, তখনই বুঝ্তে পাচ্ছি যে, কঠোর কোন কর্ত্তব্যের অনুরোধেই তুমি অন্যত্র যেতে বাধা হচ্ছ। আমি যা' বল্ছি সে কেবল আমার স্বার্থের জন্যই বল্ছি নীরু দা'! আর কিছুই আমি ভেবে বলিনি।"

নীরু দা' কহিল, "সে আমি বুঝেছি রতীশ। আমি না যাওয়ায় তোদের মনে খুব কষ্ট হ'বে, তা বুঝ্তে পাচ্ছি। কিন্তু কোনো উপায় নেই, আমাকে যেতেই হবে রতীশ! আর একজন লোক সাথে গেলে কিছু সুবিধা হবে এম্নি যদি তোদের মনে হয়, তা' হ'লে সে রকম লোক আমি দিতে পারি। কিন্তু তা'তে, আমার মনে হয়, সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী। তা'কেও আবার সমস্ত ব্যাপার খুলে বল্তে হবে তো! কিন্তু চিঠিতে নিষেধ আছে, যাতে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না হয়। যতীশ দা' যদি যথার্থই কোনো বিপদে পড়ে থাকেন, এ চিঠি যদি যথার্থই যতীশদা'র মত নিয়ে লেখা হয়ে থাকে, তাহ'লে আমার

মনে হয়, আর ঘাঁটাঘাঁটি না হওয়াই ভালো। কেমন নগেন, এবিষয়ে তোমার মত কি ?

নগেন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তুমি ঠিকই বলেছ নীরু দা'; আর কোনো লোক আমি চাইনে।"

"বেশ, তবে এখন আসি ভাই!" বলিয়া নীরুদা' উঠিল। তারপর রতীশের হাত দু'টি ধরিয়া অতি কাতরভাবে কহিল, "রতীশ! পাগ্‌লা ভাই আমার! আমায় ভুল বুঝিস্‌নে তুই। আমার বড় দুঃখ হচ্ছে যে, তোদের সঙ্গে যেতে পাচ্ছি নে। আমি সাথে থাকি বা না থাকি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন সর্ব্বদাই তোদের মঙ্গল বিধান করেন।

নগেন! তুমিই আজ রতীশের চালক। ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো—চতুর্দ্দিকে নজর রেখো—দেখামাত্র সবাইকে বিশ্বাস করো না। খাওয়া-দাওয়া, হাঁটা-বসা—সব কাজে ভেবে নিও কোথাও কোনো আশঙ্কা আছে কি না; কোনো বিপদ্ ঘট্‌তে পারে কি না; খুব হুঁসিয়ার! টাকাকড়ি—কাগজপত্র খুব সাবধানে রেখো! দু'চারটে ছোটখাটো জিনিষ—যেমন টর্চ্চ, ছুরি কাঁচি ইত্যাদি সাথে নিও, নগেন! নিজের ওপর বিশ্বাস রেখো। হতভাগা রতীশকে আজ তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি—তাকে নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে আবার আমায় ফিরিয়ে দিও ভাই!"—

নীরু দা'র দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। নগেন ও রতীশও আত্মসংবরণ করিতে পারিল না।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নগেন কহিল, "নীরু দা'! তোমায় ফেলে যাচ্ছি—তোমার সহস্র যুক্তি-তর্ক উপেক্ষা ক'রে যাচ্ছি কেবল একটা প্রাণের আবেগে! কিন্তু গোড়াতেই যদি বুঝতে পারতুম যে, তোমার যাওয়া হবে না, তা' হ'লে এ দায়িত্ব মাথায় নিতে সাহস করতুম কি না সন্দেহ। কিন্তু এখন যে পিছিয়ে গেলেও শান্তি পাব না নীরু দা'! তুমি সাথে না গেলেও তোমার আশীর্ব্বাদ চাই। ভগবান্‌কে মানি—তাঁকে বিশ্বাস করি, সে কথা ঠিক্। কিন্তু নীরু দা'! সব চেয়ে যে তোমায় বেশী বিশ্বাস করি—তোমার বেশী আশা করি নীরু দা'! কাজেই সকলের আগে আশীর্ব্বাদ চাই তোমার। তোমার দৃঢ় আশীর্ব্বাদ যেন অক্ষয় বর্ম্মের মত আমাদিগকে রক্ষা করে। নীরু দা'! তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আশীর্ব্বাদ কর নীরু দা!"

নগেন দুই হাতে নীরু দা'কে জড়াইয়া ধরিল—কিন্তু আর কথা বলিতে পারিল না।

নীরু দা'ও তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, তারপর তেমনই বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "নগেন! রতীশ! ঈশ্বর তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন, ঈশ্বর তোমাদের জয়যুক্ত করুন। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি তোমাদের মঙ্গল-চিন্তায়ই নিয়োজিত থাক্‌বে একথা তুমি ঠিক্ জেনো নগেন! আচ্ছা, রাত হ'লো অনেক। তবে এখন আসি ভাই! মনে

রেখো আজ এক মঙ্গলবার, আস্‌ছে সপ্তাহে মঙ্গল কি বুধবার দিন তোমরা কোল্‌কাতা রওনা হ'বে, আর শুক্রবার তোমরা রেঙ্গুন-মেলে ব্রহ্মদেশে রওনা হবে। ভামো সেখানে বিখ্যাত সহর। ভামো থেকে কি ভাবে পেংফু গ্রামে পৌঁছুবে সে তোমরা সেখানে গিয়ে ব্যবস্থা ক'রে নিও।

কালকে আমি ব্যস্ত থাক্‌বো, কাল হয়তো আমার সঙ্গে আর দেখা হ'বে না। তা' হ'লে এখনকার মত এই আমাদের শেষ দেখা রতীশ!"

রতীশ তাহাকে প্রণাম করিল—নীরু দা' তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

নীরু দা' কপাট খুলিয়া বাহির হইল। নগেন হারিকেন-লণ্ঠন লইয়া তাহার অনুগমন করিল, রতীশও দরজার নিকটেই দাঁড়াইল। লণ্ঠনের এক ঝলক্ আলো যাইয়া বাহিরে পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে করবী গাছের ঝোপটা একবার কাঁপিয়া উঠিল—অন্ধকারে পাতাগুলি যেন শন্‌শন্ করিয়া নড়িয়া উঠিল।

"ওকি!"

চমকিত হইয়া রতীশ কহিল, "ওকি নীরু দা'! একটা ছায়া ওদিকে সরে গেলো না?"

নীরু দা' একবার সেদিকে তাকাইল, তারপর অতি সহজ ভাবে কহিল, "না, ও কিছু নয়। কোনো পাখী-টাখী উড়ে

গেছে, তাই গাছটা নড়ে উঠেছে—এই যা। ওসব ছায়া-টায়া—তোর চোখের ভুল। কে আস্‌বে এত রাত্তিরে? আচ্ছা যাক্,—তা হ'লে আসি এখন" বলিয়া নীরু দা' অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইল, রতীশ ও নগেন আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফাঁদে আবদ্ধ

নগেন ও রতীশ যেদিন রেঙ্গুন, মান্দালয়, ভামো ও মোমেন হইয়া অবশেষে পেংফু গ্রামে পৌঁছিল, সেদিন ঠিক সেই নির্দ্দিষ্ট দিন—২৩শে শ্রাবণ।

অতি প্রত্যুষে তাহারা সেখানে পৌঁছিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিল, কিন্তু কোথায় সেই কালো ঘোড়ার গাড়ী? সাদা, লাল, ধূসর—কত রঙের ঘোড়া কত গাড়ী লইয়া আসিল, তারপর 'সালুইন' নদীর তীর হইতে কত যাত্রী লইয়া কোথায় চলিয়া গেল! কিন্তু কালো ঘোড়ার গাড়ীর কোন দেখাই পাওয়া গেল না!

বিরক্ত হইয়া রতীশ কহিল, "একি নগেন! গাড়ীর যে দেখাই নেই! এ সব গাড়োয়ান্‌দের কাউকে জিজ্ঞেস্ করো নারায়ণ দেবলকে চেনে কি না?"

নগেন কহিল, "না, সে হ'বে না রতীশ! নারায়ণ দেবল কেমন লোক, কোথায় থাকে, তা' কিছুই জানি না। মনে কর, সে যদি একটা ডাকাতের সর্দ্দার হয়, তবে যা'কে তা'কে

দেবলের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা, আর নিজেদের বিপদ্ ডেকে আনা, এক কথা নয় কি ?"

একটু ভাবিয়া রতীশ কহিল, "হাঁ, তা' বটে। কিন্তু আর কতক্ষণ এভাবে থাকা যাবে ?"

"থাক্ না আরো কিছুক্ষণ", এই বলিয়া নগেন, আবার কহিল, "এখনো ২৩শে শ্রাবণ শেষ হয়নি'। আমাদের ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে কেন ?"

রতীশ কহিল, "সেই কোন্ দুপুরে একটা লোক এসে আমরা কোথায় যাব জিজ্ঞেস্ ক'রে গেল, মনে আছে ? আমার মনে হয়, তা'কে ব'লে তার সঙ্গে নারায়ণ দেবলের খোঁজে যাওয়া মন্দ ছিল না।"

নগেন কহিল, "অত ব্যস্ত হ'স্‌নে রতীশ ! কেবল একটা কথা মনে রাখ্‌বি—সেটা নারু দা'রই উপদেশ। তা' হচ্ছে— যা'কে তা'কে বিশ্বাস কর্‌বি নে। সম্ভবতঃ খুব সহজ কোনো কাজে আমরা হাত দিই নি'। কাজেই সহ্য কর্‌তে হ'বে অনেক কিছু।"

দূরে ধূলা উড়িতে দেখা গেল। নগেন আবার কহিল, "দেখ্, এখন যদি কোনো গাড়ী আসে !"

বাস্তবিকই ধীরে ধীরে একখানি গাড়ী আসিতে দেখা গেল—এবং কাছে আসিলে দেখা গেল উহা যথার্থই কালো ঘোড়ার গাড়ী।

নগেন চুপি চুপি কহিল, "এই যে আমাদের গাড়ী, আমাদেরই খোঁজে এসেছে। গাড়ীখানা বেশ্ বড় লোকের ব'লেই মনে হচ্ছে। ঘোড়াগুলি বেশ্ তাজা, গাড়ীখানি সুন্দর রং করা, গাড়োয়ানও ঝক্‌ঝকে পোষাক পরা দেখ্‌ছি। রতীশ: এইবার আমাদের কাজ আরম্ভ হলো। ঈশ্বরের নাম নে, নীরু দা'র নাম নে।"

গাড়ীখানি নিকটে আসিয়া থামিল। গাড়োয়ান নামিয়া একবার ইতস্ততঃ চারিদিকে তাকাইল।

নগেন তাহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথেকে আস্‌ছ?"

গাড়োয়ান সেলাম ঠুকিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কোথায় যাবেন?"

নগেন কহিল, "নারায়ণ দেবল।"

"আসুন আমার সঙ্গে" বলিয়া গাড়োয়ান তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দিল।

নগেন তাহাদের জিনিষপত্র—দু'টি সুট্‌কেস্ ও একটি বিছানা—দেখাইয়া দিল। গাড়োয়ান সেইগুলিও গাড়ীর ভিতরে পুরিয়া দিয়া কহিল, "যান, আপনারা ভিতরে যেয়ে বসুন। অনেকটা রাস্তা, যেতে রাত হয়ে যাবে।"

নগেন প্রথমে রতীশকে গাড়ীতে উঠাইল, তারপর নিজে গাড়ীখানিতে উঠিয়া বসিল। কি জানি কেন, রতীশের বুকটা

থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—তাহার মুখখানি ভয়ে ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

গাড়ী চলিল, প্রথমে আস্তে আস্তে,—তার পর ক্রমশঃই গাড়ীর গতি দ্রুত হইতে লাগিল!

কতক্ষণ চলিল ঠিক্ বলা যায় না, মনে হইল অনেকক্ষণ চলিল। তারপর গাড়ীর গতি হঠাৎ এক জায়গায় কমিয়া আসিল—অবশেষে গাড়ী একেবারে থামিয়া গেল। কিন্তু তখনও রাস্তা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। পেংকু হইতে যতটা আসিয়াছে, তাহার সারাপথই নিবিড়-জঙ্গলে আচ্ছন্ন তখনও চারিদিকে তেমনই অন্ধকার পূর্ণ বন-জঙ্গল।

তবে, গাড়ী থামিল কেন?

সন্দেহে আকুল হইয়া নগেন উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়োয়ান! গাড়ী থামালে কেন?"

"একটা লোক উঠ্ছে বাবু—আমাদেরই নিজের লোক"—গাড়োয়ানের এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই একটা লোক গাড়ীর চাকায় পা দিয়ে কোচ্‌বাক্সে উঠিল।

গাড়ীর আলোতে লোকটার পায়ের অংশ বেশ পরিষ্কার দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গেই রতীশ অতি ভীত হইয়া নগেনের গা টিপিয়া তাহার কানে কানে কহিল, "নগেন! এই সেই লোক!"

"কোন্ লোক্ রে রতীশ?"—নগেনও তেমনই চাপাস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

রতীশ অতি চুপি চুপি কহিল, "সেই চার-আঙ্গুলে লোক। এ লোকটারও বাঁ পায়ে চারটি মাত্র আঙ্গুল। একটা আঙ্গুল নেই। এই সেই লোক, যে আমাদের পরামর্শ শুন্‌বার জন্য আমরা বাড়ী থাক্‌তেই আমাদের পেছনে লেগেছে।"

নগেন কহিল, "তুই ঠিক্ দেখেছিস্ এর চারিটি আঙ্গুল?"

"ঠিক্ দেখেছি"—দৃঢ়স্বরে রতীশ কহিল।

"হুঁ" বলিয়া নগেন একটু অন্যমনস্ক হইল।

রতীশ আবার কহিল, "নগেন! আমরা তা' হ'লে এখনই শত্রুর হাতে পড়েছি। হায় হায়! উপায় কি হ'বে নগেন?"

একটু বিরক্তির সহিত নগেন কহিল, "অত কাঁদলে কি হ'বে রে খোকা? এ কাজে বিপদ অনেক, সে তো আমরা জেনেশুনেই নেমেছি। দেখা যাক্ না শেষ পর্যান্ত কি হয়। আচ্ছা, ছুরি ও টর্চ্চটি কোথায়?"

রতীশ কহিল, "সে আমার পকেটে। এই যে,—দরকার আছে?"

"হাঁ" বলিয়া নগেন ছুরি ও টর্চ্চটি তাহার হাত হইতে লইয়া নিজের পকেটে পুরিল।

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বল্‌তো, পেংফু নদীর ধার হ'তে আমাদের গাড়ী ঠিক্ সোজা চলে আস্‌ছে না, কোথাও মোড় ফিরে আঁকা-বাঁকা আস্‌ছে?"

রতীশ কহিল, "না, ঠিক্ সোজা যাচ্ছে – কোথাও আঁকাবাঁকা যায়নি' তো।"

"হাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে—আচ্ছা, এক কাজ কর্ না কেন?" এই বলিয়া সে তাহার পকেট হইতে একটি খবরের কাগজ টানিয়া বাহির করিল; তারপর তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া রতীশের হাতে দিয়া কহিল, "তুই এগুলি পেছনের জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে ছুঁড়ে ফেল্—সারাপথেই যেন একটা কিছু চিহ্ন থাকে।"

রতীশ ঠিক তাহাই করিতে লাগিল।

এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পরে গাড়ী একটু আঁকা-বাঁকা পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্ভবতঃ রাস্তার মাঝখানে কোথাও একটু বেশী ভাঙ্গা ছিল, সেখান দিয়া যাইবার সময় গাড়ী অসম্ভব রকম দুলিয়া উঠিল এবং রতীশ ও নগেন বিষম ঝাঁকুনী অনুভব করিল।

দু'-একটি ঝাঁকুনীর পরক্ষণেই রতীশ কহিল, "একি নগেন! আমি যে ক্রমেই নীচের দিকে চলে যাচ্ছি। বস্‌বার গদিটা কি এম্‌নি ভাবে তৈরী? এই দেখ—আমি যে ক্রমশঃই ভিতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছি নগেন!—বাঃ! তুমিও যে—"

ঠিক্ তখনই সম্ভবতঃ আবার একটা ভাঙ্গা জায়গায় গাড়ীখানি ভীষণভাবে দুলিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে রতীশ ও নগেনের দেহ অনেকখানি বসিবার গদির সঙ্গে ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

রতীশ আর কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু নগেনই বা কি করিবে?—সেও বুঝিতে পারিল যে, সে নিজেও হঠাৎ যেন বসিবার গদিতে কোন অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইতেছে।

সে কেবল সংক্ষেপে কহিল, "আমরা শত্রুর ফাঁদে,—রতীশ! আমারও একই অবস্থা—"

নগেনও আর কথা বলিতে পারিল না—তাহার কোমরের অনেকটা ততক্ষণে গদি-আঁটা আসনের ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে। সে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

হঠাৎ একটা 'টুং' শব্দে দু'জনেরই গদির মাঝখানটা সম্পূর্ণ ফাঁক হইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গলা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর সোজা নীচের দিকে বসিয়া গেল—কিন্তু তাহাদের পা দু'টি ও হাত দু'টি ঠিক্ উপর দিকে খাড়া হইয়া রহিল।'

রতীশ চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবা! বাবারে—!" সঙ্গে সঙ্গে নগেনও চীৎকার করিয়া উঠিল, "নীরু দা'!—"

সেই মুহূর্ত্তে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া গাড়োয়ানের অপর সঙ্গী—চার-আঙ্গুলে' লোকটি গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল এবং তাহাদিগকে প্রচণ্ড ধমক দিয়া কহিল, "সাবধান! একটু চেঁচাবি তো একদম্ খুন করে ফেল্‌বো।" বলিয়াই সে তাহার কোমর হইতে প্রকাণ্ড একখানি ছোরা বাহির করিয়া দাঁড়াইল এবং গাড়োয়ানকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "জোরে চালাও সুলতান!"

সুলতান বায়ুবেগে গাড়ী হাঁকাইল। গাড়ীর প্রত্যেকটি ঝাকুনীতে রতীশ ও নগেনের পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু তাহারা তখন আর চেঁচাইতেও পারিল না—যন্ত্রণায় আধমরা হইয়া—উর্দ্ধে চক্ষু তুলিয়া—শত্রুর ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃই নিস্তেজ ও শক্তিশূন্য হইতে লাগিল।

তাহাদের এই দুরবস্থা দেখিয়া চার-আঙ্গুলে' লোকটি তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। সে তীব্র ব্যঙ্গের সহিত কহিল, "ইস্! দু'জনে কত বড় শিকারী! যতীশকে উদ্ধার করবি, তার বাপ-মাকে উদ্ধার করবি! কেমন?—

তোদের সেই পালের গোদা—সেই নীরু দা' বদমায়েসটা কোথায়? সেটা এলে একটু অসুবিধায় ফেলতো—গাড়ীখানাতে তিনজনের বস্‌বার মত বন্দোবস্ত করতে হ'ত। আর লোকটাও ছিল একটু চালাক বেশী—কেমন, তা' নয় কি? যাক্—ভালোই হয়েছে; সে গেছে দেরাদুন, আর তোরা এখনতো এলি চীন মুলুকে—তারপর ব্রহ্মের জঙ্গলে তোদের সব ক'টার শেষ বিছানা বিছিয়ে দেবো।

একটু অবাক্ হচ্ছিস্—না? কেমন ক'রে আমি তোদের নীরু দা'র দেরাদুনের খবর পেলুম?

তোদের সেই শেষ মিলনের দিনের কথা মনে আছে?

ওরে বাবা! সেটা যেন জ্যান্ত যমদূত! ভাগ্যিস্ তার কোন সন্দেহ হয়নি।' হতভাগার যদি একটুখানি সন্দেহ হোত, তা'হলে সে ধরেই ফেল্‌তো আমাকে। কত বড় ধড়ীবাজ! একদিন সে ঘরের ভিতর পরামর্শ করলে, বাইরে রাখ্‌লে দু'টো পাহারা! সেদিন—বিপদে প'ড়ে—পাগল সেজে জান্ বাঁচাতে হ'ল! সেটা না আসায় ভালোই হয়েছে। আর যদিই বা কোনোদিন আসে, তা' হ'লে এই বন্ধুদের কোনো খোঁজ পেতে হবে না।

চীন মুল্লুকের পেংফু গ্রামে এসে আর কোন্ বাহাদুরীটাই বা তিনি করবেন? তোরা তখন থাকবি তিন শ' মাইল দূরে ব্রহ্মের জঙ্গলে। যাক্—এখন তোদের মধ্যে পালের গোদা কে?—তুই বুঝি?" বলিয়া সে তাহার পা দিয়া নগেনের মাথায় একটা ঠোক্কর মারিল।

ঘৃণা ও ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, তাহার চক্ষু দু'টি হিংস্র জন্তুর মত জ্বলিয়া উঠিল! কিন্তু,—অসহায়! সে তখন বড় অসহায়!

এই সময় গাড়োয়ান সুলতান কহিল, "কেল্‌কার সাহেব!"

চার-আঙ্গুলে' লোকটি উত্তর করিল, "কেন ডাকছ সুলতান?"

সুলতান কহিল, "গাড়ী কোথায় রাখ্‌বো? কর্ত্তার ঘরের সামনে? না, একদম্ বাড়ীর ভিতর গুদাম ঘরের কাছে?"

কেল্‌কার কহিল, "কর্ত্তার ঘরের কাছেই নিয়ে যাবি, কিন্তু শালবাগানের ভিতর দিয়ে।"

"অতটা ঘুর-পথে কেন?" সুলতান জিজ্ঞাসা করিল।

কেল্‌কার বিরক্তির সহিত কহিল, "আঃ! তুমি অত জিজ্ঞাসা করো না, সুলতান! যা' বল্‌ছি, তা' করে যাও। আমি কি সোজাপথে এদের নিয়ে যাবো, যা-তে পথঘাট এরা ঠিক্ রাখ্‌তে পারে সেইজন্য? 'সাবধানের মার্ নেই।'—এরা যদি পথই ঠিক্ রাখ্‌তে পার্‌বে, তবে আর কেলকার এ'কাজের ভার নিয়েছে কেন?"

রতীশ ও নগেন তাহাদের সমস্ত কথাই শুনিল; কিন্তু কাহারও তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল না, কথা বলিবার চেষ্টা করাও বিপজ্জনক। কারণ, সাক্ষাৎ যমদূত কেলকার তখনও উন্মুক্ত ছোরা লইয়া তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ছিল!

সারি সারি সুদীর্ঘ শালগাছের মধ্য দিয়া গাড়ী যাইতে লাগিল। দূরে ও অদূরে পর্ব্বতশ্রেণী জটাজুট-সমন্বিত ক্রুদ্ধ ভীষণ কাপালিক শ্রেণীর মত দেখাইতেছিল।

গাড়ী ফটকের কাছে আসিতেই কে একজন হুকুম দিল, "পাগ্‌লাঘণ্টী বাজিয়ে বাবুকে জাগিয়ে দে।"

বিশৃঙ্খল সুর-তালে পাগ্‌লাঘণ্টী বাজিয়া উঠিল।

গাড়ী থামিল।—গাড়ী থামিতেই গাড়ীর পেছনটা একবার হঠাৎ যেন কাঁপিয়া উঠিল!

সুলতান কহিল, “কেল্‌কার! গাড়ীর পেছন থেকে নাব্‌লো কে?”

কেলকার কহিল, “কে নাব্‌বে? পেছনে আবার কে ছিল? কেউ তো ছিল না!”

“হাঁ, নিশ্চয়ই ছিল, গাড়ীটা হাল্‌কা হয়ে গেলো, একটা ছায়া যেন শালবনের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল!”—সুলতান এই বলিয়া একটা আলো হাতে কোচ্‌বাক্স হইতে নামিয়া আসিল এবং তখনই গাড়ীর পিছনদিক্ ভালোরূপে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “এই দেখো কেলকার সাহেব! কা'র পায়ের ধূলো এখনো লেগে রয়েছে!”

কেল্‌কার সাহেবও গাড়ীর পেছনের অংশটি বেশ করিয়া লক্ষ্য করিল। তার পর একটু চিন্তিত ভাবে কহিল, “তাইতো সুলতান! এ যে বড় আশ্চর্য্য! পায়ের ধূলো ব'লেই তো মনে হচ্ছে! আচ্ছা দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।—”

এই বলিয়া কেল্‌কার ফটকের একপাশ হইতে শিকলে-বাঁধা একটি কুকুর লইয়া আসিল। তার পর কুকুরটিকে গাড়ীর পেছনদিকে আনিয়া তাহার শিকল খুলিয়া দিল।

কুকুর ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে শালবনের ভিতর কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! সেই গভীর নিশীথে শালবনের ভীষণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মাঝে মাঝে প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিতেছিল,—“ঘেউ! ঘেউ!”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভয়ঙ্কর !

ছোট্ট একখানি ঘর, তাহাতে একটিমাত্র জানালা। সূর্য্যের আলো সেই জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘরখানি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে।

নগেনের হাত-পা বাঁধা, উঠিবার শক্তি নাই। গদার অপরূপ ফাঁদে অনেকক্ষণ আবদ্ধ থাকায় তাহার সমস্ত শরীরে দারুণ বেদনা। সে কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; মুখে কাপড় গুঁজিয়া তাহার কথা বলিবার শক্তি দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তাহাকে কখন্ কি ভাবে যে গাড়ী হইতে তুলিয়া এই ছোট ঘরখানিতে আবদ্ধ করা হইয়াছে, নগেন তাহা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই তাহার মনে হইল না।

সারারাত অসংখ্য মশা তাহাকে দংশন করিয়াছে—কোন বাধা সে দিতে পারে নাই। মশার কামড়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া গিয়াছে,—সে সারা দেহে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল।

নগেনের মনে একে একে সমস্ত ঘটনা উদয় হইল। তাহার মনে হইল সেই চিঠির কথা—নীরু দা'র কথা—সেই পরামর্শ—তার পর পেংফু গ্রাম হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে নারায়ণ দেবলের বাড়ী আসা—ইত্যাদি সব কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু কেমন করিয়া সে যে এই ঘরে আবদ্ধ হইয়াছে, কে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া গেল—তাহা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। ঘাড় ফিরাইতে সে অক্ষম। সুতরাং ঘরের মধ্যে আর কে আছে, বা কি কি জিনিষ আছে, তাহা সে কিছুই ঠিক্ করিতে পারিল না।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটি খালি তক্তপোষের উপর শুইয়া থাকিয়া, সে একদৃষ্টিতে কেবল ঊর্দ্ধে তাকাইয়া ছিল। কিন্তু সেই ঘরের ছাদ দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল, ঘরটি অতি ক্ষুদ্র। সে বুঝিল, এই তাহার কয়েদ ঘর। কিন্তু রতীশ কোথায়?

রতীশের কথা মনে হইতে তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'হায়, হায়, কচি ছেলে রতীশ! সে যে তার নগেন বা নীরু দা' ছাড়া কাউকেই জানে না! সে এখন কোথায়, কিভাবে আছে?— —কে তাহা বলিয়া দিবে?'

হঠাৎ ঘরের দরজায় চাবি ঘুরাইবার টুং-টাং শব্দ হইল। নগেন বুঝিল, কেহ দরজা খুলিয়া ভিতরে আসিতেছে। সে তাহার চক্ষু বন্ধ করিয়া, অসাড়ে নিদ্রার ভাণ করিয়া তেমনই পড়িয়া রহিল।

'কড়াং' করিয়া সশব্দে দরজা খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট চিৎকার নগেনের কানে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে একটু সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

ঘরে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই কে বিকট চীৎকার করিয়া কহিল, "কি রে শয়তানের দল! কেমন আছিস? ঘুমুচ্ছিস? ---বেশ, ঘুমো।"

পায়ের শব্দে নগেনের বোধ হইল অন্ততঃ দুইজন লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সেই বাজখাঁই গলায় লোকটি আবার কাহাকে কহিল, "উজ্জ্বল সিং! ছোঁড়া দুটোকে কাল্‌কে কোন ওষুধ দেওয়া হয়নি?"

উজ্জ্বল সিং কহিল, "না দেবলজী! একটা রাত শুধু মশার হালুয়া তৈরী কল্লুম। ওষুধ দেবার সময় তো যথেষ্টই আছে। কিন্তু রাঘব বাবুর সাম্‌নে ছাড়া আমি কোন কাজে হাত দিতে চাইনে। কারণ, হাজার হোক্‌ ছোট ছোঁড়াটা রাঘব বাবুরই ভাইপো ত'?

"আরে রেখে দাও তোমার ভাইপো!" বলিয়া দেবলজী তেমনই বিদ্রূপের সহিত আবার কহিল, "ভাইপো সম্পর্কটাই যদি বড় হ'ত তা' হ'লে কি আর এরকম কাজে হাত দেয়?

সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং! তুমি এই বাঙালী বাবুদের একেবারেই চেনো না। স্বার্থের জন্য এরা না পারে এমন কোন কাজই

নেই। আমরা যাতে পিছ্‌পা হই, বাঙ্গালী বাবুরা তাতেও ঝাঁপিয়া পড়ে। তা' যাক্, ওসব কিছু ভেবো না সর্দ্দার! যখন যেটাকে খুসি—একে একে সব ক'টাকেই পালিশ করতে থাকো। বিশেষতঃ, আমরা তো কেউ আর রাঘব বাবুর গোলাম নই যে, তার অত মন জুগিয়ে চল্‌তে হবে! আমাদের নিজেদের স্বার্থও এতে জড়িত, সুতরাং যা ভাল বুঝ্‌বো তা' কর্‌বার অধিকার আমাদের আছে।"

কথা বলিতে বলিতে দেবল্‌জী ধীরে ধীরে নগেনের নিকটবর্ত্তী হইল এবং তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, "দেখ্‌ছো সর্দ্দার! এটা ওর ঘুম নয়, ছোঁড়াটার নকল ঘুম চল্‌ছে!—বটে!" বলিয়া ঠাস্ করিয়া নগেনের গালে এক চড় কষিয়া দিল।

নগেন তৎক্ষণাৎ চক্ষু খুলিয়া তাকাইল—শত যন্ত্রণা বোধ হইলেও সে চুলমাত্র নড়িতে পারিল না,—টুঁ শব্দটি করিতে পারিল না। তাহার দু' হাত, দু' পা তক্তপোষের পায়ার সহিত শক্ত করিয়া বাঁধা, এবং মুখে তাহার কাপড় গোঁজা।

উজ্জ্বলসিংহও নিকটে আসিল। সে তাহার পকেট হইতে একটি ছোট ছুরি বাহির করিল, তারপর তাহা খুলিয়া ঠিক্ চক্ষুর উপরে, অতি কাছে, সোজা ধরিয়া রাখিয়া কহিল, "ওরে শয়তান, এদিকে তাকা,—শোন্! বাড়ী থেকে বেরুবার বেলা যত বুদ্ধির বাহাদুরী নিয়েই বেরুস্ না কেন, এখন এই মগের মুল্লুকে সে

সব তোকে কিছুতেই বাঁচাতে পার্‌বে না। মনে রাখিস্—দরকার হলে, যে কোন মুহূর্ত্তে এই ছুরি দিয়ে তোর চোখ্ দুটো একদম্ তুলে ফেল্‌বো। সাবধান! কোন চালাকী কর্‌বিনি, কোন বাহাদুরী কর্‌বিনি—তাহলেই সর্ব্বনাশ!"

নগেন তাহার গোঁফদারী-জমকালো হিংস্র মুখের দিকে বেশীক্ষণ তাকাইতে পারিল না, ভয়ে তাহার চক্ষু বন্ধ হইয়া আসিল।

নগেনের চক্ষু বন্ধ হইতেই উজ্জ্বলসিং তাহার সুদৃঢ় হস্তে নগেনের মাথায় এক প্রচণ্ড ঘুষি বসাইয়া দিল। সেই আঘাতে তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল, তাহার সমস্ত শরীর থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

আবার তাহার চক্ষু খুলিয়া গেল এবং তাহা হইতে ঝর্‌ঝর্ করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল। সে প্রাণপণে চীৎকার করিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু তাহার সমস্তই বৃথা হইল,—তাহার কণ্ঠ হইতে কোন শব্দ বাহির হইল না।

দেবলজী কহিল, "দাও না সর্দ্দার, ছোঁড়া দুটোর মুখের কাপড় খুলে দাও—একবার প্রাণ খুলে চেঁচিয়ে নিক্।"

দেবল্‌জীর উপদেশে উজ্জ্বলসিং তাহাদের মুখের গোঁজা খুলিয়া দিল—নগেন যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

নগেন বুঝিল, এই দেবল্‌জী আর কেউ নহে এই সেই নারায়ণ দেবল। কিন্তু সর্দ্দার উজ্জ্বলসিং কে? তাহা সে

বুঝিতে পারিল না। সে অনুমান করিল, উজ্জ্বলসিং—দেবলজীরই কোন অনুচর হইবে।

এত দুঃখেও নগেন একটু স্বস্তি বোধ করিল; সে বুঝিল, রতীশও নিশ্চয় এই ঘরেই আবদ্ধ আছে। দেবল্‌জীর 'ছোঁড়া দুটো' কথায় তাহাই সে বুঝিতে পারিল।

পেংকু হইতে আসিবার কালে গাড়ীতে বাক্সবন্দী হওয়ার যন্ত্রণায় ও সারারাত মশার কামড়ে, অনিদ্রায় ও অবসাদে রতীশ অতি প্রত্যূষে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে নিজেই স্থির করিতে পারে নাই। ঘরের তালা খুলিবার শব্দ, কিংবা দেবলজী ও উজ্জ্বলসিং-এর বিকট চাৎকার, কিছুই রতীশের ঘুম ভাঙ্গাইতে পারে নাই। সে তখনও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। রতীশ স্বপ্ন দেখিতেছিল—প্রকাণ্ড কয়েকটি বুনো মহিষ তাহাকে ও নগেনকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে; তাহারা আঁকিয়া বাঁকিয়া কতদিকে ছুটিতেছে, কিন্তু উন্মত্ত মহিষ তথাপি তাহাদের পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছে।

রতীশ অনুভব করিল, ক্রমশঃই তাহারা যেন পিছাইয়া পড়িতেছে—মহিষের দল তাহাদের শিং উঁচাইয়া ক্রমশঃই কাছে আসিতেছে—তাহাদের চক্ষু হইতে যেন আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে, আর তাহাদের নাসিকা হইতে বুঝি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির তরলধাতু নিঃসৃত হইতেছে!

রতীশ বুঝিল—তাহাদের আর নিস্তার নাই, তাহাদের রক্ষার কোন উপায় নাই। হঠাৎ দূরে, বহুদূরে সে দেখিতে পাইল, তাহাদের নীরু দা' তাহাদেরই রক্ষার জন্য তীব্রবেগে পাহাড় বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে—হাতে তাহার প্রকাণ্ড বর্শা। ভয়ে উৎকণ্ঠিত রতীশ আনন্দে আত্মহারা হইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "বাঁচাও—বাঁচাও নীরু দা'!—"

সর্দ্দার উজ্জ্বলসিং ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিয়াছিল। স্বপ্নের সেই কাতর চীৎকার তৎক্ষণাৎ তাহার কণ্ঠ হইতে উচ্চস্বরে বহির্গত হইল—ক্ষুদ্র কক্ষতলে প্রচণ্ডরব প্রতিধ্বনিত হইল—"বাঁচাও, বাঁচাও নীরু দা'—"

সর্দ্দার উজ্জ্বলসিং রতীশের মুখের কাপড় খুলিবার জন্য তাহার মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ রতীশের এই বিপুল চীৎকারে সে বিস্মিত ও চমকিত হইয়া এক পা' পেছনে হটিয়া গেল; তারপর কতকটা অপ্রস্তুত ভাবে কহিল, "একি! একি দেবল্‌জী!"

একটু হাসিয়া দেবল্‌জী কহিল, "ও আর কিছু নয়—বোধ হয় স্বপ্ন দেখ্‌ছে ছোঁড়াটা। মুখের গোঁজাটা খুল্‌বার অপেক্ষায় বোধ হয় দম্‌টা এতক্ষণ আঁকু-পাকু কচ্ছিল!

নে—নেরে হতভাগা, ঘুমিয়ে নে, বেশ ক'রে স্বপ্ন দেখে নে। কিন্তু—কাকে ডাকছিলি রে হতভাগা? নীরু দা'! কে তোর নীরু দা'?"

"সে আমি জানি—আমি বল্‌তে পারি দেবল্‌জী, আমি তাকে বেশ করে চিনে এসেছি,"—বলিয়া ঘরের মধ্যে অপর একটি লোক্ প্রবেশ করিল।

কণ্ঠস্বরেই নগেন তাহাকে ছিনিল,—সে আর কেহ নয়, সেই 'চার-আঙ্গুলে' কেল্‌কার।

বিস্মিত হইয়া দেবল্‌জী কহিল, "এই যে কেল্‌কার! তুমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাইরে ছিলে? সেই কোন্ দুপুর রাতে বেরিয়ে গেছ;—শুন্‌লুম্, বিশেষ কাজে বেরিয়ে গেছ। কিন্তু এতক্ষণ? কি এমন কাজ কেল্‌কার?"

"সে কথাই বল্‌তে এসেছি, দেবল্‌জী!" বলিয়া কেল্‌কার একটু নীরব থাকিয়া আবার কহিল, "একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে গেছে! কাল রাত দুপুরে এই ছোঁড়া দুটোকে পেংফু থেকে নিয়ে এসে গাড়ী থামা মাত্র গাড়োয়ান সুলতান বল্লে, কে যেন আমাদের গাড়ীর পেছন থেকে নেবে গেলো!

আলো দিয়ে আমিও গাড়ীর পেছনটা পরীক্ষা কল্লুম। দেখে মনে হ'ল, তার অনুমান বোধ হয় একেবারে মিথ্যে নয়। দেখ্‌লুম, গাড়ীর পেছনে কা'র পায়ের ধূলো একরাশ! ভাব্‌লুম সন্দেহটা দূর করা ভালো। কুকুরটাকে ছেড়ে দিলুম। কুকুরের পেছনে গেল সুলতান।

কুকুরটা ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে, একটা জলা জায়গা পেরিয়ে অনেকটা দূরে একটা উঁচ শালগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালো।

সুলতান বুঝ্‌লে সেই গাছের ওপরে কেউ আছে। সে গাছের ওপর তার টর্চের আলো ফেলে বল্লে, 'যেই থাকো নীচে নেমে এসো এখনি, তা' নইলে ভালো হ'বে না বলছি।'

গাছের ওপর থেকে কে একটা লোক শড়্‌ শড়্‌ ক'রে অনেকটা নেমে এসে হঠাৎ থেমে একটা ডালের উপর ব'সে বল্লে, 'দূর ছাই! আমি ভাব্‌লুম, বুঝি কচি ছেলেটাকে নিয়ে এসেছিস্‌, তার হাড়-মাস খাওয়া যাবে! নিয়ে এলি একটা কুকুর! যা—যা—পালা শীগ্‌গির!'

তার পর হঠাৎ, 'ওরে না খেয়ে মরে গেলুম রে!' এই ব'লে চীৎকার ক'রে সে নিজের বুক চাপ্‌ড়ে, চুল ছিঁড়ে একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুল্‌ল, পরে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে কেঁদে বল্লে, 'দোহাই তোর গুরুর! কচি ছেলেটাকে নিয়ে আস্‌বি—মাথার চুলগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে আস্‌বি—ঐ যে সেই ছেলেটা, দিব্যি কচি ছেলে! বাঃ!—'

সুলতান বল্লে, সেটার চেহারা অদ্ভুত—মাথায় প্রকাণ্ড জটা অনেকগুলি।

পাগল মনে ক'রে সুলতান চলে এলো! কিন্তু আমার তবু একটু সন্দেহ হওয়ায় আমি অলস থাক্‌তে পার্‌লুম না—নিজেই গেলুম খোঁজ করতে। কিন্তু পাগলটা ততক্ষণে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে! আমি গিয়ে আর দেখ্‌তে পাইনি'। কাজেই—ব্যাপারটা যে কি, তা' ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

হ'তে পারে লোকটা প্রকৃতই পাগল; কিন্তু তা' যদি না হয়, তা' হ'লে যথেষ্টই আশঙ্কার কারণ আছে।"

"কি আশঙ্কা?" সর্দার উজ্জ্বলসিং তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি আশঙ্কা? তুমি কি মনে কচ্ছ যে, এই ছোঁড়া তুটোর সাথে আর কেউ এসেছে? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। কোল্‌কাতা থেকে যে কটা লোক সেদিন রেঙ্গুন হয়ে আমাদের এদিকে এসেছে, তাদের সব কটাকে আমাদের লোক বরাবর চোখে চোখে রেখেছে।

ওসব কিছু নয়, কেল্‌কার! লোকটা যথার্থই কোন পাগল। কিন্তু পাগল হ'লেও বেশ্‌ টন্‌টনে জ্ঞান আছে। গাড়ীর পেছনে চেপে এতদূর আস্‌বার পয়সা ও পরিশ্রম তুই-ই সে বাঁচিয়ে নিলে।

অথবা,—লোকটা কাপালিক জাতীয় কোন পাগল হ'তেও পারে। হয়ত, প্রকৃতই ওর আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই ছোট ছোঁড়াটাকে হাড়-মাস শুদ্ধ চিবিয়ে খায়। তা' যাক্‌ সে নিয়ে অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তবু—'সাবধানের মার নেই,' কাজেই দেবলজী, একটু সাবধান হওয়া ভালো। যত শীগ্‌গির পারা যায় এই আড্ডা ভেঙ্গে, এদের নিয়ে আমাদের নিজ আড্ডায় ফিরে যাওয়া উচিত। সেখানে গেলে যমও ঘেঁস্‌তে সাহস করবে না।"

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া দেবলজী কহিল, "সে বেশ ভালো কথা। কিন্তু তাতে আর দেরী করবার দরকার কি?

ইচ্ছা কর্‌লে আমরা কি এখনই সেখানে রওনা হ'তে পারি না ? কি বল সর্দ্দার ?"

"নিশ্চয়ই।—বড় জোর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা যাত্রা করতে পারি।—কেল্‌কার, এর ভিতর তুমি তোমার জিনিসপত্র নিয়ে তৈরী হ'তে পার্‌বে তো ?"—সর্দ্দার উজ্জলসিং প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে কেল্‌কারের দিকে তাকাইল।

কেল্‌কার অতি ধীরভাবে কহিল, "হাঁ, তা' নিশ্চয় পারা যায়। জিনিসপত্রের মধ্যে তো প্রধান হচ্ছে এই ছোঁড়া দু'টো। সেজন্য কোন অসুবিধা হ'বে না। কিন্তু আমার মনে হয়, এখন দিনদুপুরে রওয়ানা না হ'য়ে রাতের অন্ধকারে স'রে পড়াই ভালো—যদিই বা কোন শত্রু থাকে, সে আমাদের পিছু লাগ্‌তে পার্‌বে না।"

"হাঁ, বেশ্—বেশ্" বলিয়া সর্দ্দার ও দেবলজী উভয়েই তাহার কথার অনুমোদন করিল !

দেবলজীর হঠাৎ যেন কি একটা চমক ভাঙ্গিল। সে চকিত ভাবে কেল্‌কারকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ, কেল্‌কার ! ভালো কথা—তুমি না বল্‌ছিলে যে নীরু দা' লোকটাকে তুমি চেন ? কে সেই লোক ? তুমি তাকে কেমন ক'রে জান্‌লে ?"

হাসিয়া কেল্‌কার কহিল, "লোকটা এই ছোঁড়া দুটোরই প্রতিবেশী—এদের বিশেষ বন্ধু। আমাদের চিঠির ব্যাপার সে সব-কিছু জানে।

ছোঁড়াটা খুব চালাক। আমাকে কয়েকবার প্রায় ধরে-ধরে। সেটারও আস্‌বার কথা ছিল। তা' হ'লে হয়তো একটু অসুবিধাই হ'ত। তাকে যে এত শীগ্‌গির ধরা যেতো, সে কথা আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ছোঁড়াটার কি একটা তার এলো—সে হতভাগা এরা রওয়ানা হ'বার আগেই দেবাজুন চলে গেছে।"

"যাক—আপদ গেছে!" বলিয়া সর্দ্দার উস্ত্রপসিং আবার কহিল, "তা' নইলে বোধ হয় তোমার একটু বেগ পেতে হত, কেমন?"—বলিয়া সর্দ্দার একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিল। দেবলজীও তাহাতে যোগদান করিল। উভয়ের বিদ্রূপে কেল্‌কার একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইল, সে আর কথা কহিল না।

এক সময়ে রতীশ কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জল—জল!"

"জল? জল খাবি?" বলিয়া ব্যঙ্গের সহিত সর্দ্দার তাহার ছুরির বাঁটখানি রতীশের মুখে পুরিয়া দিল। রতীশ—তাহার [illegible] হওয়ায় একবার 'ওয়াক্' করিয়া উঠিল।

দেখিতে না পাইলেও নগেন সমস্তই বুঝিল। ঘৃণায় ও ক্রোধে তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া কহিল, "শয়তান, কুক্কুর! তোর যে নরকেও স্থান হবে না পিশাচ!"

সর্দ্দারের হিংস্র গর্জ্জনে তৎক্ষণাৎ সমস্ত কক্ষতল মুখরিত হইয়া উঠিল। সে বাঘের মত হুঙ্কার দিয়া কহিল, "বটে! এত দম্ভ, এত সাহস!—কেল্‌কার! চাবুক—চাবুক লে আও। মূর্খ বাঙ্গালী!

তুই কি ভাবছিস্ যে, তোর নরকের ভয়ে আমাদের বুক থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে থাক্‌বে ? দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি মজা !"

দেবলজী ! দরকার হচ্চে আমাদের রতীশ ছোঁড়াটাকে নিয়ে। এটাকে বাঁচিয়ে রেখে তো আমাদের কিছুমাত্র লাভ নেই। দাও তবে এটাকে আজই—এখনই নিকাশ ক'রে !"

পৈশাচিক ক্রোধে উজ্জ্বলসিং-এর চক্ষু দু'টি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, সে আবার চীৎকার করিয়া কহিল, "চাবুক—চাবুক নিয়ে আয় !—বটে ! এত বড় সাহস !—সিংহের গুহায় পা দিয়ে ছোঁড়া আজ আমাকে শাসাতে এসেছে ! চাবুক, চাবুক লে আও, জল্‌দি !"

সর্দ্দারের প্রথম চীৎকারেই কেল্‌কার চাবুকের জন্য ছুটিয়া গিয়াছিল। সে এই সময় সর্দ্দারের নিকট চাবুক হাজির করিয়া কহিল, "এই যে—চাবুক !"

সর্দ্দার তাহার হাত হইতে চাবুক কাড়িয়া লইয়া উন্মত্তের মত—হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া নগেনের দেহে সপাং সপাং করিয়া চাবুক মারিতে লাগিল।

প্রথম আঘাতেই নগেনের সারাদেহ কাঁপিয়া উঠিল—দ্বিতীয় আঘাতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বাবা রে !"

সঙ্গে সঙ্গে রতীশ চীৎকার করিয়া উঠিল, "এ তুমি কি কর্‌লে নগেন ? হায় হায় !"

ক্রমাগত চাবুকের আঘাত উপেক্ষা করিয়াও নগেন মত্ত হস্তীর মত গর্জ্জন করিয়া কহিল, "চুপ্—চুপ্ থাক্ রতীশ !

আমায় দুর্ব্বল করিস্‌নে—আমার সমস্ত তেজ-বীর্য্য পুঞ্জীভূত ক'রে আমাকে আজ স্বর্গে যেতে দে রতীশ !"

ঠিক সেই সময়ে সকলেই দেখিল, রক্তবস্ত্রে সুসজ্জিতা এক দীর্ঘাকৃতি ভৈরবী—কপালে উজ্জ্বল লাল তিলক—রোষ-রক্ত দৃষ্টিতে তাহাদেরই দিকে তাকাইয়া আছেন।

ভৈরবীর ডানহাতে রক্তমাখা ত্রিশূল, আর বামহাতে—সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ এক বিশালকায় গরিলা। গরিলার দুই হাত ও মুখের দুই পাশ দিয়া তখনও কোন্ হতভাগ্যের তপ্তরক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে।

সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যে সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং, কেল্‌কার ও দেবলজী সকলেরই বুক কাঁপিয়া উঠিল, সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

ভীষণাকৃতি গরিলা তাহার রক্তমাখা হাত দুটি প্রসারিত করিয়া থপ থপ শব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল কিন্তু হঠাৎ ভৈরবীর ইঙ্গিতে সে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার লোমশ হাত দুইটি উভয় কপাটের উপরে স্থাপন করিয়া যেন ভৈরবীর আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ভৈরবী তাহার শাণিত ত্রিশূল দেবলজীর বক্ষ লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন, এবং ঠিক তেমনই ভাবে সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং-এর কাছে যাইয়া বামপদে তাহাকে ভীষণ পদাঘাত করিলেন।

সর্দ্দার, দেবলজী ও কেল্‌কার—তৎক্ষণাৎ ভয়ার্ত্তকণ্ঠে যুগপৎ

চীৎকার করিয়া উঠিল—কিন্তু সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং তাহার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই সেই চামুণ্ডা ভৈরবী তাঁহার গরিলাকে লইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন !

ভৈরবী আসিয়াছিলেন বিদ্যুতের মত, তাঁহার অন্তর্দ্ধানও সেইরূপ। ভৈরবীর অন্তর্দ্ধানে সকলেই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তবুও কেবলই তাহাদের মনে হইতেছিল, কি ভীষণ ! কি ভয়ঙ্কর !

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অগ্নিমুখে

"আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো কেল্‌কার! এর প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ চাই,"—দেবলজীর কণ্ঠস্বরে আজ অমানুষিক কঠোরতা ও তাহার চক্ষুর কোণে বীভৎস পৈশাচিকতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

সেই ছোট্ট গৃহ-প্রাঙ্গণে— সন্ধ্যার অন্ধকারে আজ আবার নরকের অভিনয় আরম্ভ হইল।

দলিত সর্পের মত তীব্র বিষের জ্বালা উদগীরণ করিবার জন্য ক্রোধোন্মত্ত দেবলজী আবার কহিল, "সর্দ্দার উজ্জ্বলসিং. বুদ্ধির বাহাদুরী তুমি যতই কর না কেন, সেটা যে কত নগণ্য, কত ক্ষুদ্র, আজ তার একটা বেশ পরীক্ষা হয়ে গেল! সুদূর বাংলা দেশের ছুটো বাঙ্গালী ছোক্‌রার জন্য ব্রহ্মোরও কত উদ্ধে—চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র গ্রামে—নিজেদের আড্ডায়—আজ আমরা যে রূপে অবমানিত হয়েছি, তা' আমাদের স্মরণ থাক্‌বে চিরকাল। মিথ্যা দর্প ও অন্ধ অভিমান নিয়ে আমরা এতদিন কত বাহাদুরীই না করেছি!—সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা ক'রে আমরা সকলেই পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছি। কিন্তু আজ বুঝ্‌তে পাচ্ছ সর্দ্দার, একটা তুচ্ছ ভৈরবীর কাছে—একটা বাঙ্গালী নারীর কাছে বুদ্ধিবলে

তুমি কত ক্ষুদ্র! ঘৃণায় ও লজ্জায় আজ আমাদের মাথা নুইয়ে পড়া উচিত। একটা সিঁদুর-মাখা ত্রিশূল এনে কোথাকার একটা নারী আজ ভেল্কীর মত সকলের মাথা হেঁট্ ক'রে দিয়ে গেছে! ছিঃ! ছিঃ!"

একটু সম্ভ্রম ও সঙ্কোচের সহিত কেল্‌কার কহিল, "তোমার ভুল হচ্ছে দেবলজী! আমাদেব মাথা হেঁট্ ক'রে দিয়ে গেছে ঐ ভৈরবী বা তার সিঁদুর-মাখা ত্রিশূল নয়,—মাথা হেঁট্ ক'রে দিয়ে গেছে ঐ রক্তাক্ত গরিলার বিকট মূর্ত্তি।"

"তা' ঠিক" বলিয়া সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং তাহার কথার অনুমোদন করিল।

দেবলজী কহিল, "সে একই কথা সর্দ্দার! মোট কথা, ওদের সঙ্গে যুঝ্‌বার মতো সাহস বা শক্তি তখন আমাদের একেবারেই ছিল না।"

কেলকার কহিল. "কিন্তু যুঝবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেই তার ফল হ'তো নিশ্চিত ধ্বংস! গরিলার সঙ্গে লড়াই ক'রে কে কবে জয়ী হ'তে পেরেছে? তবে—"

বাধা দিয়া দেবলজী কহিল, "ফল কি হতো আমি সে কথা জিজ্ঞেস্ কচ্ছি না। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তখন আমাদের তেমন কোনো সাহসই ছিল না। এই হচ্ছে আমাদের দুর্ব্বলতা। কেমন? তা' ঠিক্ নয় কি?"

দেবল্‌জীর কথা খণ্ডন করিবার মত কোন বিরুদ্ধ যুক্তির অবতারণা করিতে কেহই সাহস পাইল না। সকলেই বুঝিল,

যথার্থই একটা দুর্ব্বলতা, সাহসের দৈন্য ও ভীরুতা তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং আর তর্ক করিবে কোন্ সাহসে ?

দেবলজী তাহাদের নীরব মুখমণ্ডল হইতে সকলই বুঝিল এবং পরাজয়ের গ্লানি যেন তাহার বুকের ভিতরে শতগুণ তীব্র ভাবে অনুভব করিল।

আহত সর্পের মত সে আবার কহিল, "শোনো সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং। শোনো কেল্‌কার! এই অপমানের প্রতিশোধ চাই! প্রতিশোধের উৎকট আকাঙ্ক্ষায়—প্রতিহিংসার জ্বালায় আমার সমস্ত অন্তঃকরণ পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই প্রতিহিংসা গ্রহণ কর্‌বার পূর্ব্বে আবার আমাদের মনে রাখ্‌তে হ'বে, কার কাছে আজ আমাদের পরাজয়? কার জন্য আজ এত অপমান!—একটা বাঙ্গালী নারীর কাছে আজ আমাদের এমন শোচনীয় পরাজয়, একটা বাঙ্গালী ছোক্‌রার জন্য! সুতরাং আমাদের উৎকট প্রতিহিংসার প্রথম বলি হবে এই বাঙ্গালী যুবকদেরই একজন।

কে সে?—সে এই ছোক্‌রা—নগেন।

রাঘব বাবুর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কোন বড় কাজে হাত দেবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি তো এখন হাজার মাইল দূরে—কোন্ সুদূরে নিশ্চিন্ত মনে সুখের স্বপ্ন দেখ্‌ছেন, কে জানে? বিশেষতঃ, তাঁর কাছে পোঁছুতে আমাদের অনেকদিন লেগে যাবে। অতদিন পর্য্যন্ত এই হতভাগাকে বাঁচিয়ে রাখা,

আর একটা অমঙ্গলের জ্যান্ত মূর্ত্তিকে কাঁধে ক'রে ব'য়ে নিয়ে যাওয়া—একই কথা। তোমরা যে যাই বল সর্দ্দার, আমি তাতে অনিচ্ছুক—আমি তা' কখখনো হ'তে দেব না।"

ক্রোধের প্রবল উচ্ছ্বাসে দেবলজী হাঁপাইয়া পড়িল; কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া আর কথা বলা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল।

সর্দ্দার কহিল, "আমি তো সে কথা আগেই বলেছিলুম দেবলজী!—কেবল বলা নয়, সেই উদ্দেশ্যে এই হতভাগাকে আমি চাবকাতেও সুরু করেছিলুম। কিন্তু হঠাৎ—এই এক বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল।"

দেবলজী কহিল, "সে কথা ঠিক্ সর্দ্দার, কিন্তু তুমি যে ভাবে তাকে শেষ করতে গিছলে, এখন বুঝতে পাচ্ছি সেটা ভালো পন্থা নয়। কারণ, সহজেই অনুমান করা যায় যে, চাবুক খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচাতে আরম্ভ করবে। তার সেই কাতর চেঁচানী বনের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত জড় করে তুলবে, বনের যত দেবতা অপদেবতা—তারা পর্য্যন্ত ছুটে আসবে তা'কে বাঁচাবার জন্য। না, সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং, আমি সে রাস্তায় যাচ্ছি না। আমি কি করতে চাই তা' শোনো।

আমরা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব এই আধঘণ্টার ভিতর। যাবার ঠিক্ পূর্ব্বক্ষণে ঘরেরই কোন থামের সঙ্গে ওটাকে বেঁধে রাখ। তার পর গাড়ী-ঘোড়া সব তৈরী ক'রে, তাতে চেপে ব'সে—ঘরের চারিদিকে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দাও।

আগুন দেখে যদিই বা কেউ কাছে আসে, তারা লোকজন কাউকে না দেখ্‌লে স্বভাবতঃই একটু নিরস্ত হ'বে। পরিত্যক্ত গৃহের উদ্ধারের জন্য কারু কোন মাথাব্যথা হয় না। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে হতভাগা শত চেঁচালেও, তা' গৃহদাহের ভীষণ শব্দ ছাড়িয়ে উঠ্‌বে না। কাজেই, হতভাগা নীরবে নির্ব্বিঘ্নে ছাই হ'য়ে যাবে। আমারও প্রতিহিংসার প্রথম বলিদান সুন্দরভাবে সম্পন্ন হ'বে ; এ বিষয়ে তোমাদের মত কি সর্দ্দার ?"

একটু গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং কহিল, "বেশ বুদ্ধি, দেবলজী ! আমার এতে সম্পূর্ণ মত আছে।"

সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়িয়া কেল্‌কার কহিল, "হাঁ, আমিও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।"

"তবে, আর দেরী নয়। এখনই—এই মুহূর্ত্তেই আমাদের তৈরী হ'তে হ'বে।"

এই বলিয়া দেবলজী আবার কহিল, "রাত্রির অন্ধকারই আমাদের উৎকৃষ্ট সুযোগ। রাত হয়ে এসেছে, আর দেরী করো না কেল্‌কার ! যাও, এখনই তৈরী হও।"

"যাচ্ছি" বলিয়া কেল্‌কার উঠিল। সর্দ্দার উজ্জ্বল সিংও সেই ঘরে তালা লাগাইয়া দেবলজীর সঙ্গে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল।

* * * * *

ধীরে—অতি ধীরে চাপাগলায় রতীশ ডাকিল, "নগেন !"

"কি ভাই রতীশ !"—নগেন উত্তর করিল।

"সব শুন্‌ছ? কি ভীষণ ষড়যন্ত্র হয়ে গেল তা' শুনেছ নগেন?" রতীশের কণ্ঠস্বর তেমনই মৃদু ও কাতর।

নগেন কহিল, "সব শুনেছি ভাই সেজন্য দুঃখ করিস্‌নে। আমি তো সাধ ক'রেই বিপদ্ মাথায় নিয়ে এসেছি। আমি তো তোর অনুরোধে আসিনি'। কাজেই এ আমার হত্যা নয় রতীশ, এ আমার আত্মবলি।"

রতীশ কাতরকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু—এভাবে মিছামিছি আত্মবলি দিয়ে তো কোন লাভই নেই। কেন তুমি মেজাজ দেখাতে গেলে নগেন?"

"ছুরির বাঁট আমার মুখে পুরে দেওয়ায় আমার কষ্ট হয়েছিল খুব তা' সত্যি কিন্তু তাই বলে কি তোমার অমন গাল-মন্দ করা উচিত হয়েছে? হাত-পা বাঁধা বন্দীর কি কখনও অস্ত্র লড়াই করা চলে? কেন তোমার এমন দুর্ম্মতি হ'ল নগেন?"

নগেন কহিল, "সে জন্য দুঃখ করিস্‌নে রতীশ। দুঃখ শুধু এই রইল যে তোর দাদা ও বাবাকে উদ্ধার করতে পার্‌লুম না। আর, একটা কৌতূহল রইল যে, কে এই ভৈরবী? ওদের কথায় বুঝ্‌তে পার্‌লুম যে, হাতে তাঁর ত্রিশূল, আর সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর গরিলা।

এমন পিশাচের দলের মাঝে এসে যে নারী—যে ভৈরবী এমন ভাবে তাদের কাঁপিয়ে দিয়ে গেছেন, তাঁকে আমার শত প্রণাম জানাচ্ছি। আমি মরে গেলেও, তাঁর সঙ্গে যদি তোর কখন দেখা হয়, তবে তাঁকে আমার প্রণাম দিস্ রতীশ!

অদ্ভুত—অদ্ভুত এই ভৈরবী! কিন্তু কে তিনি? কেন এসেছিলেন? আমার বাঁচা-মরার সঙ্গে কি তাঁর স্বার্থ? হায়! মর্‌বার আগে এগুলি যদি জেনে যেতে পারতুম্‌, তা হ'লে আমার কোন দুঃখ হ'ত না রতীশ! আমি কেমন আনন্দে বিদায় নিতে পার্‌তুম।"

"বিদায়? অমন কথা বলো না নগেন!"—বলিয়া রতীশ কাঁদিয়া ফেলিল।

নগেন একটু হাসিয়া কহিল, "দূর বোকা! তুই বোধ হয় কাঁদ্‌ছিস্‌, না?"

রতীশ তখন তাহার উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগে আত্মহারা। সে কেমন করিয়া তাহার জবাব দিবে?

নগেন কহিল, "শোন্‌ রতীশ! এখন কাঁদ্‌বার সময় নেই—কথা বল্‌বার সময়ও অতি সামান্য। এখনই হয়তো ওরা এসে পড়্‌বে, আর আমাদের কথাবার্ত্তা জন্মের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। তার আগে তোকে গোটাকয়েক কথা ব'লে নিই—তোর জানা থাকা ভালো। আমি ঘুমের ভাণ ক'রে শুয়েছিলুম। তখন এই লোকগুলির কথাবার্ত্তা শুনে বুঝেছি যে, চিঠিখানা বাস্তবিকই এদের কারসাজি—সেটা যতীশ দা'র চিঠি নয়। আর একটা কথা আছে। এই দেবলজী বা নারায়ণ দেবল হচ্ছে এদের দলপতি। কিন্তু এর আরও একজন অংশীদার আছে মনে হয়। তার নাম রাঘব বাবু। সে লোকটা বাঙ্গালী, আর সে সম্পর্কে নাকি তোর কি রকম কাকা বা জ্যেঠা হয়।"

"আমার কাকা বা জ্যেঠা?" অতি বিস্ময়ের সহিত রতীশ জিজ্ঞাসা করিল।

নগেন কহিল, "হাঁ, তুই তার ভাইপো। তোকে যে এরা এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও অত্যাচার কচ্ছে না, তার কারণ হচ্ছে এই যে, রাঘব বাবুর পরামর্শ ছাড়া তা' কর্‌বে না। রাঘব বাবু এখন কোথায় হাজার মাইল দূরে আছে। তোকে সম্ভবতঃ সেখানে নিয়ে যাবে! আমার মনে হয়, তোর দাদা বা বাবা যদি জীবিত থাকেন, তা' হ'লে সেখানেই আছেন—সেই রাঘব বাবুর আড্ডায়। তোকেও সেখানে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি যেতে পার্‌লুম না রতীশ! আমি আজ এইখানেই জ্বলন্ত আগুনে আত্ম-বিসর্জ্জন করবো।"

"ওহোঃ! নগেন!"—অতি কাতরকণ্ঠে রতীশ কাঁদিয়া ফেলিল।

নগেন কহিল, "চুপ্‌—কাঁদিস্‌নে। সময় খুব কম! আচ্ছা বল্‌তে পারিস্, এই রাঘব বাবুটি কে? জানিস্ কিছু?"

একটু চিন্তা করিয়া রতীশ কহিল, "রাঘব?—এক রাঘবের কথা আমার একটু মনে হচ্ছে—তিনিও সম্পর্কে আমার কাকাই হন্‌—তিনি আমার বাবার বৈমাত্রেয় ভাই।

ছেলে বেলায় শুনেছি, উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র ব'লে আমার ঠাকুরদা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র ক'রে গেছেন। তিনি সিঙ্গাপুর বা পেনাং সহরে ডাক্তারী করতেন বলে শুনেছি।"

"তা হ'লে এই সেই রাঘব!"—বলিয়া নগেন প্রায় লাফাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু হাত-পা বাঁধা বন্দী

তাহা পারিবে কেন? সুতরাং চেষ্টা করিবামাত্র তাহার বাঁধনের দড়িগুলি আরও শক্তভাবে তাহাকে আঁটিয়া ধরিল—সে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিল।

রতীশ কহিল, "কিন্তু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না নগেন, কি তাঁর স্বার্থ? তিনি কেন আমাদের অনিষ্ট করবেন? আমরা তো কোন দিন তাঁর অনিষ্ট-চিন্তা করি নাই!"

নগেন কহিল, "সে আমি জানি না। কিন্তু আমার মন বল্‌ছে, এই সেই রাখব। কি করবো? তাঁর সঙ্গে আমার কোন পরিচয় হলো না—তা' যাক্‌ তোর মঙ্গল প্রার্থনা করি রতীশ! তোদের সব্বার মঙ্গল প্রার্থনা করি। নীরু দা'র সঙ্গে দেখা হ'লে—"

"খুব যে গল্প হচ্ছে!" বলিয়া তখনই সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

কেল্‌কার কহিল, "হোক্‌ না—এই তো শেষ গল্প। খুব গল্প করে নে।"

রতীশ ও নগেন কেহ আর টুঁ শব্দটি করিল না।

সর্দ্দার কহিল, "শীগ্‌গির—শীগ্‌গির কর কেল্‌কার। সুলতানকে ডাক—একটাকে বা'র ক'রে নিয়ে যাও।"

কেল্‌কার একবার একটু বাহিরে গেল, তার পর উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "সুলতান! সুলতান!"

"যাই" বলিয়া সুলতান ছুটিয়া আসিল।

সর্দ্দার উজ্জ্বল সিংএর আদেশে কেল্‌কার ও সুলতান

উভয়ে মিলিয়া রতীশের বাঁধন খুলিয়া তাহাকে বাইরে লইয়া আসিল। রতীশ অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে, নগেনকে শেষ-দেখা দেখিয়া ঘরের বাহিরে আসিল!

শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রতীশকে যখন ঘোড়ার পিঠে চাপানো হইল, তখন সে আর সংযত থাকিতে পারিল না—সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "নগেন! নগেন! ভাই আমার!—"

তার পর এক পৈশাচিক কাণ্ড আরম্ভ হইল। নগেনকে তেমনিই গৃহমধ্যে তক্তপোষে বাঁধিয়া রাখিয়া ঘরের দরজায় সুদৃঢ় তালা আঁটিয়া দেওয়া হইল। অবশেষে ঘরের চারিদিকে প্রচুর কেরোসিন ও খড়, পাট, কাঠ ইত্যাদি জড় করিয়া কেল্‌কার তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল—সেই প্রচণ্ড অগ্নির লেলিহান শিখা ঊর্দ্ধে বিস্তৃত হইল এবং নৈশ অন্ধকার দূর করিয়া সমগ্র বনস্থলী উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল।

নিষ্ঠুর পিশাচের দল নির্ম্মম হাসিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া জয়োল্লাসে আত্মহারা বিজয়ী বীরের ন্যায় বন্দী রতীশকে লইয়া চীন-সীমান্ত পরিত্যাগ করিল, এবং কোন্ সুদূরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল, কে জানে?

বন্দী রতীশ তাহার প্রাণের বন্ধু নগেনের এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া সারাপথ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

অগ্নিশিখা যখনই দ্বিগুণতেজে ঊর্দ্ধে লেলিহান হইয়া উঠিতেছিল, তখনই রতীশ নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, বিজন পাহাড়-পর্ব্বত ও বন-জঙ্গল মুখরিত করিয়া কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল, "নগেন! নগেন! ভাই রে নগেন!—"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিজয়িনী

"দেবি! দেবি! শীগ্‌গির উঠুন"—এক বলিষ্ঠ সাঁওতাল যুবক এই বলিয়া গুহার দুয়ারে আসিয়া ঘণ্টা স্পর্শ করিল।

ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল যুবক আবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "দেবি! বাইরে আসুন।"

"কি সংবাদ চন্দন?" বলিতে বলিতে ভৈরবী তাঁহার ত্রিশূল হস্তে লইয়া বাহিরে আসিলেন।

চন্দন কহিল, "এইমাত্র গুপ্তচর এসে খবর দিয়ে গেল যে, দেবলজীর কারখানায় আগুন লেগেছে। কিন্তু তারা কেউ কারখানায় নেই, তারা সব কোথায় চলে গেছে!"

"কোথায় চলে গেছে! ন্যাকামী পেয়েছে যত গুপ্তচর! এই কি একটা খবর দেবার রীতি?—কোথায় চলে গেছে!—বটে?

ডাক তাকে—আমি সাম্‌না-সাম্‌নি নিজের কানে কথা শুন্‌তে চাই। ডাক—ডাক তাকে।"—ভৈরবীর কণ্ঠস্বর বজ্রনির্ঘোষের ন্যায়, তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ।

চন্দন বায়ুবেগে ঝোপ-ঝাড় ঠেলিয়া বাহির হইল।

ভৈরবী, সম্মুখে—ঊর্দ্ধে—আকাশের দিকে তাকাইয়া গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিলেন, "হে মহেশ্বর! তোমার নামে

কলঙ্ক রেখ না প্রভু! দুঃসংবাদ যতই নিদারুণ হোক্, তাতে আমায় বিচলিত করো না, ভীত করো না। তোমার ঐ কঠিন পর্ব্বতের মত আমায় কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে অটল কর প্রভু! ঝঞ্ঝা বিপদ্, তোমার আশীর্ব্বাদে সমস্ত কেটে যাক্—আমার এই পবিত্র বেশের সম্মান রক্ষা কর মহেশ্বর!

আশ্চর্য্য!—আশ্চর্য্য এই মগের মুল্লুক! নিষ্ঠুরতা—পৈশাচিক বীভৎসতা যেন আমাদের দৈনন্দিন শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ, সরল ও চিরন্তন।

অদ্ভুত এদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি! 'কোথায় চলে গেছে' ব'লেই গুপ্তচর তার কর্ত্তব্য হাঁসিল ক'রে যেতে চায়! না,—সে হ'বে না। এদেশকে দেখিয়ে দিয়ে যাব কর্ত্তব্যপালন এভাবে করা চলে না। দায়িত্বহীন যে-কোন ব্যক্তির কৃতকর্ম্মের জন্য—আমার রক্ষিত, আমার বাঞ্ছিতজনের যদি বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়, তবে—ছেলেবুড়ো নির্ব্বিচারে—তাকে এর ক্ষতিপূরণ কর্‌তে হবে—বুকের রক্ত দিয়ে তাকে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

এই যে চন্দন! কোথায়—কোথায় সে গুপ্তচর?"

গুপ্তচর সম্মুখে আসিয়া নীরবে নতমস্তকে অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইল।

ভৈরবী আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "কি খবর চুংচা?"

গুপ্তচর চুংচা কহিল, "এই খানিকক্ষণ হ'ল দেবলঙ্কার কারখানায় আগুন লেগেছে। কেমন ক'রে লাগ্‌লো—ঠিক্ কখন্ লাগ্‌লো, তা' বল্‌তে পাচ্ছি না। কিন্তু সব চেয়ে

আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, তারা কেউ এখন কারখানায় নেই। গাড়ী-ঘোড়া জিনিস-পত্তর নিয়ে তারা সব কোথায় চলে গেছে!"

দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া হুঙ্কার দিয়া ভৈরবী কহিলেন, "কোথায় চলে গেছে? সে খবরটা বল্‌বে কে? কি কচ্ছিলে তুমি সারাদিন?"—

ক্রোধে ভৈরবীর ভীষণ মূর্ত্তি আরও ভীষণ আকার ধারণ করিল, তাঁহার জটাজুট যেন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল, হাতের শাণিত ত্রিশূল থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

সভয়ে বিনীতভাবে হুংচা কহিল, "আমি কারখানার বাইরের দিকে ছিলুম—একটু দূরে—পেছনে ছিলুম। কাজেই আমি সব-কিছু লক্ষ্য কর্‌তে পারি নাই।"

"আচ্ছা, কোন্ ঘরে আগুন লেগেছে বল্‌তে পার?"—ভৈরবীর কণ্ঠস্বর তীব্র।

হুংচা কহিল, "হাঁ পারি। বাড়ীর ভিতরের সেই ছোট্ট ঘরখানি—যেখানিতে আপনি বিশেষ ক'রে লক্ষ্য রাখ্‌তে বলেছিলেন সেই ঘরেই প্রথম আগুন লেগেছে।"

কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া ভৈরবী কহিলেন, "আর এই ভাবেই তুমি তোমার কর্ত্তব্য কচ্ছিলে হুংচা! আর সেই কর্ত্তব্যের জন্য তুমি মোটা পারিশ্রমিক আশা কর!

অসভ্য বেইমান!—একটা বাঙ্গালীর কাছে আজ তোমাকে পুরস্কার নিতে হবে। বাঙ্গালী অত মূর্খ নয় হুংচা! কর্ত্তব্য-

পালন একে বলে না।—আজ তোমার এই অবহেলায়, তোমার ত্রুটীতে, যদি বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়, তবে জেনে রেখো—"এই ত্রিশূলের এক আঘাতে তোমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে দেবো", বলিতে বলিতে ভৈরবী তাহার শাণিত ত্রিশূল লুংচার দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন।

লুংচা ভয়ে কয়েক পা' পেছনে হটিয়া গেল।

ভৈরবী তখনই চন্দনকে কহিলেন, "চন্দন! বাঁধ একে। এই হতভাগাকে গুহামধ্যে বেঁধে রেখে তুমি এখনই ছুটে এস সেই কারখানায়। একটা প্রাণিহত্যা হলেও, লুংচার রক্তে তার তর্পণ করবো। আমি যাচ্ছি সেখানে—তুমিও সেখানে ছুটে এস। কিন্তু তার আগে, বাঁধ—বাঁধ এই অপদার্থ গুপ্তচরকে।" কথা শেষ হইবামাত্র তিনি ত্রিশূলহস্তে অগ্নি লক্ষ্য করিয়া দেবলজীর কারখানায় ছুটিয়া চলিলেন।

অসুরের মত বলশালী সাঁওতাল যুবক তৎক্ষণাৎ লুংচার কাঁধে লাফাইয়া পড়িল এবং তাহার শত বাধা সত্ত্বেও তাহাকে অবলীলাক্রমে বাঁধিয়া ফেলিল। তার পর তাহাকে গুহামধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া তীরবেগে ভৈরবীর অনুসরণ করিল, এবং ভৈরবীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল।

ঘটনাস্থলে তখন লোকে লোকারণ্য। প্রবল বায়ুতে প্রচণ্ড অগ্নিশিখা উর্দ্ধ-আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। ভীষণ উত্তাপ হেতু কেহ আগুনের কাছে ঘেঁসিতে

পারিতেছিল না। সমস্ত লোক নির্জ্জীব দর্শকের মত দূরে দাঁড়াইয়া সহানুভূতি ও বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিল।

কেহ বলিতেছিল, "হায়! হায়! কেমন ক'রে আগুন লাগ্‌লো?" কেহ বলিল, "কারখানার লোকগুলিই বা গেল কোথায়?" আবার কেহ বা বলিল, "তালাবন্ধ ঘরে আগুন লাগ্‌লই বা কেমন ক'রে?"

ঠিক সেই সময়ে ভৈরবী সেখানে উপস্থিত হইলেন, আর মুহূর্ত্ত পরেই আসিল চন্দন।

ভৈরবী আসিয়াই তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, "দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছ তোমরা? ঘরের মধ্যে লোক রয়েছে। তাদের পুড়িয়ে মার্‌বার জন্য ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে রাক্ষসের দল কোথায় পালিয়ে গেছে, আর তোমরা এখনও নির্জ্জীবের মত চুপ্‌টি ক'রে দাঁড়িয়ে আছ! যাও—লাফিয়ে পড়—আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়! দোর ভেঙ্গে লোক বাঁচাও।"

হঠাৎ একটি ভৈরবীর আবির্ভাবে ও তাঁহার তীব্র ভৎসনায় দর্শকের দল হতভম্ব হইয়া গেল, কিন্তু সেই ভীষণ আগুনের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বার মত সাহস কাহারও হইল না।

"কাপুরুষ! কুক্কুরের দল!" বলিয়াই ভৈরবী একবার রক্তনেত্রে সমবেত লোকগুলির দিকে তাকাইলেন, তার পর— মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া নিজের রক্তবস্ত্র গুটাইয়া লইলেন ও "আয় চন্দন", বলিয়া ত্রিশূলহস্তে সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

চন্দন কারখানার এক কোণ হইতে প্রকাণ্ড একটি কুড়াল তুলিয়া লইয়া অগ্নিমধ্যে ভৈরবীর অনুসরণ করিল।

আগুন—শুধু আগুন, আর সেই সঙ্গে কুণ্ডলাকারে ধূম। সমস্ত ঘরখানি তখন আগুনের ক্রীড়া-পুত্তলী—আগুন ও ধূম তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল। অনবরত তখন কেবল বাঁশ ও থাম ফাটিবার ভীষণ ফটাফট্ শব্দ, কখনও বা ঘরের কোন অংশ ধ্বসিয়া পড়ার মড়্ মড়্ শব্দ।

ভৈরবী দরজার পাশে আসিয়া বজ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আছ ঘরে? দরজার কাছে আস্‌তে পার কি?"

কোন সাড়া নাই। প্রচণ্ড ফুট্ ফাট্ শব্দ ও আগুনের প্রলয় হুঙ্কার ভৈরবীকে উপহাস করিল মাত্র!

ভৈরবী আবার চীৎকার করিয়া সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু এবারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

আগুনের তেজ তখন তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। ভৈরবী আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না। তিনি বায়ুবেগে অগ্নিকুণ্ডলী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। চন্দনও ঠিক্ সেই সময়—মুহূর্ত্তের জন্য জ্বালা জুড়াইতে বাহিরে আসিয়াছিল।

সে ভৈরবীকে দেখিয়া কহিল, "দেবি! ঘরের মধ্যে এখনও একটা লোক রয়েছে, কাঠের তক্তপোষে তার হাত-পা বাঁধা,—এই দিকে, এই দিকে সেই লোক। আমি কুড়ুল দিয়ে টীনের বেড়ার আধখানা খুলে ফেলেছি। আপনিও যদি আমার সাথে থাকেন, তবে দু'জনে ধরাধরি ক'রে লোকটাকে

তক্তপোষ শুদ্ধ বা'র ক'রে নিয়ে আসতে পারি। বাঁধন খুলে আন্‌তে গেলে অনেক দেরী হয়ে যাবে—হয়তো তাকে বাঁচাতে পার্‌ব না।"

"বেশ ক'রেছ ভাই আমার! এই যে চৌবাচ্চা ভর্ত্তি জল রয়েছে; চল, আগে দু'জনেই এতে গা ভিজিয়ে নিই"। বলিয়াই ভৈরবী সেই চৌবাচ্চায় লাফাইয়া পড়িলেন, চন্দনও তাহাতে ডুব দিয়া গা ভিজাইয়া লইল। তার পর দু'জনে আবার সেই জ্বলন্ত কুণ্ডলীর মধ্যে উন্মত্তের মত প্রবেশ করিলেন। সমবেত দর্শকের দল বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে তাহাদের কার্য্য দেখিতে লাগিল।

তাঁহারা ঘরে ঢুকিতেই একখণ্ড জ্বলন্ত কড়িকাঠ মড়্ মড়্ শব্দে ভূপতিত হইয়া তাঁহাদের পথরোধ করিল। চন্দন তাহার কুড়ালের বাঁটে কোনরূপে তাহা একবার আট্‌কাইয়া লইল, তার পর—অমানুষিক শক্তিতে—বীর-বিক্রমে কাঠখানি প্রায় পাঁচহাত দূরে নিক্ষেপ করিল।

জমাট্ ধূমরাশিতে তাহাদের দম্ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

ভৈরবী কহিলেন, "চন্দন! কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কোথায় সেই তক্তপোষ? শীগ্‌গির—বা'র কর শীগ্‌গির।"

"এই যে পেয়েছি দেবি!" বলিয়া চন্দন ভৈরবীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে একটি তক্তপোষ ছোঁয়াইয়া দিল।

ভৈরবীর হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল—দেহে তাঁহার দ্বিগুণ শক্তি আসিল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি

কহিলেন, "চন্দন! ভাই আমার! ধরো—ধরো শীগ্‌গির।" বলিয়াই তিনি তক্তপোষের একধার উঁচু করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চন্দনও অপর দিক্ উঁচু করিল।

চন্দন তক্তপোষ উঁচু করিয়াই কহিল, "সাবধান দেবি! ভারী—বড্ড ভারী। পার্‌বেন তো?"

"সব পার্‌বো—সব পার্‌বো"—বলিয়া ভৈরবী তাঁহার বাম কাঁধে তক্তপোষ রাখিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডলী হইতে বাহিরে যাইবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন।

"আমায় আগে যেতে দিন" বলিয়া চন্দন তক্তপোষ ঘুরাইয়া লইয়া নিজে পথপ্রদর্শক হইল—ভৈরবী তাহার অনুগমন করিলেন।

বিশাল তক্তপোষে দৃঢ়-আবদ্ধ সেই অজ্ঞান বন্দীকে লইয়া তাঁহারা যখন আগুনের বাহিরে নিরাপদ্ স্থানে উপস্থিত হইলেন, সমবেত জনমণ্ডলী তখন মহোল্লাসে বিপুল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল "জয়, জয় মা ভৈরবী! জয় মহাদেবী!"

অতিরিক্ত পরিশ্রমে—ভীষণ উদ্বেগে, এবং প্রবল ধূম ও উত্তাপে ভৈরবীর হাত-পা শিথিল হইয়া আসিতেছিল—তিনি চোখে অন্ধকার দেখিতেছিলেন। তক্তপোষ মাটিতে রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন—সকলে "হায়", "হায়" করিয়া ছুটিয়া আসিল। চন্দন তৎক্ষণাৎ ভৈরবীর ত্রিশূল লইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দেবি! মর্‌বেন না, এখন মর্‌বারও ফুরসুৎ নাই। ঘরে আর কেউ আছে কি না তা' একবার দেখে আসি", বলিয়াই—ভৈরবীর মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই সে আবার সেই অগ্নিমধ্যে ছুটিয়া গেল।

প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত ভৈরবীর নিকট সুদীর্ঘ বৎসরকাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভৈরবী উদ্বিগ্ন হইলেন—ভাবিলেন, চন্দন এখনও ফেরে না কেন?

ভৈরবী দুই হস্তে দৃঢ়রূপে নিজের মাথা চাপিয়া ধরিয়া নিজকে প্রকৃতস্থ করিবার প্রয়াস পাইলেন। তার পর ত্রিশূলে ভর করিয়া উঠিয়া দর্শকগুলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোরা দেখিস্—এই বন্দীটার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা কর্—এর বাঁধন কেটে একে মুক্ত কর্—একে হাওয়া দে।"

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন মহাদেবি!"—দর্শকদিগের একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

তিনি কহিলেন, "আমার চন্দন—আমার চন্দন কই? সে তো ফির্‌ছে না এখনো!" বলিয়াই উন্মত্তের মত আবার তিনি আগুনের দিকে ছুটিয়া গেলেন। ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে একটা লোক আগুনের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল এবং ভৈরবীর কাছে আসিয়াই লুটাইয়া পড়িল।

"কে? কে তুই?—চন্দন?"

উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভৈরবী তাহার মুখের কাছে নত হইয়া পড়িলেন।

সেই রক্তাম্বরা ভৈরবী ঊর্দ্ধে হস্ত তুলিয়া কহিলেন, "জয় মহেশ্বর! জয় মা ভবানী!—আমি পেয়েছি, আমার চন্দনকে পেয়েছি—বন্দীকে পেয়েছি। কিন্তু—আর কেউ? আর কেউ যদি—?"

"না দেবি! আর কেউ নেই। আর একটা তক্তপোষ আছে—কিন্তু তা' খালি—আর কেউ নেই"—বলিয়া চন্দন চক্ষু খুলিল। তাহার কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ।

ভৈরবী কহিলেন, "তবে চল, চল একবার বন্দীর কাছে।"

দর্শকমণ্ডলী তখন বন্দী নগেনের হাত-পা খুলিয়া দিয়াছিল; তাহাদের যত্নে ও সেবায় তাহার তখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছিল—সে ধীরে, অতি ধীরে তাহার চক্ষু মেলিয়া চাহিল। দেখিল, ঊর্দ্ধে আকাশে অসংখ্য তারকা তখন ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে—তাহার চারিপাশে অনেক লোক—অদূরে বিশাল উজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ড!

"কি এ!"

—নগেন চক্ষু মুদিয়া সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে বিশেষ কিছুই তাহার মনে হইল না—কতকগুলি বিশৃঙ্খল চিত্র এলোমেলোভাবে তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার সব ভুলিয়া গেল!

আবার সে চক্ষু খুলিল। চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই সম্মুখে দেখিল সেই রক্তাম্বরা ভৈরবী! তৎক্ষণাৎ একসঙ্গে সমস্ত

ঘটনা তাহার মনে হইল। সেই ভৈরবী—গরিলা—বন্দী রতীশ ; তার পর রতীশকে লইয়া দেবলজী প্রভৃতির প্রস্থান,—জ্বলন্ত গৃহমধ্যে বন্দিভাবে তাহার একাকী অবস্থান—ইত্যাদি সব কথা তাহার মনে হইল।

মুহূর্তেই বুঝিতে পারিল, সে মুক্ত—বিপন্মুক্ত—জ্বলন্ত অগ্নি হইতে কেহ তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে।

'কে ? কে তিনি ?'

বুঝিল, এই দয়াবতী ভৈরবীর কৃপায়ই সে উদ্ধারলাভ করিয়াছে।

"কে ? কে তুমি দেবী এই ভৈরবী-বেশে বার বার আমায় রক্ষা কচ্ছ ?"—ক্ষীণকণ্ঠে নগেন এই কথা বলিয়া প্রবল উত্তেজনাবশে তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

ভৈরবী কহিলেন, "চন্দন ! এর সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই—একে সুস্থ করা দরকার। একে নিয়ে চল আমার গুহায়—পারবে তুমি ?"

"হাঁ দেবি, পারবো।"

ভৈরবী আদেশ করিলেন, "বেশ, চল তবে।"

চন্দন শক্ত করিয়া কাপড় আঁটিয়া পরিল। তার পর শিশুকে কোলে লইবার মত অবলীলাক্রমে দুই হাতে নগেনকে কোলে তুলিয়া লইল এবং ভৈরবীর পশ্চাতে গুহার উদ্দেশে রওয়ানা হইল। সমবেত লোকজন প্রশ্ন করিল, "একে

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?" আরও নানা প্রশ্নের সহিত তাহারা তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

ভৈরবী ত্রিশূল তুলিয়া হুঙ্কার দিয়া কহিলেন, "সাবধান ভীরুর দল! যাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা কর্‌তে সাহস হয়নি', তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি সে কৌতূহল দেখাবার দরকার নেই। যাও—চলে যাও পেছন থেকে।—এখনো যাচ্ছিস্ না? বটে?"—বলিয়া ভৈরবী তাঁহার বিশাল ত্রিশূলখানি বর্শার ন্যায় ধারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ "পালা", "পালা" বলিয়া সেই লোকগুলি অন্তর্হিত হইয়া গেল!

তখন—ঊর্দ্ধে সীমাহীন নীলাকাশ, চারিপাশে ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার, পদতলে বন্ধুর বনভূমি। বিজয়িনী ভৈরবী প্রকৃতির এই রহস্যময় আবরণের মধ্যে চন্দন ও নগেনকে লইয়া কোথায় অদৃশ্য হইলেন, কে জানে?

নবম পরিচ্ছেদ

সিঙ্গাপুরে

ছোট্ট দুইখানি ইজি চেয়ারে পাশাপাশি শুইয়া নগেন ও চন্দন সেদিন কত কথাই কহিতেছিল! সেই দোতলার বারান্দা হইতে অনন্ত নীল সমুদ্র পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল।

নগেন সেদিকে হাত বাড়াইয়া একটু হাসিয়া কহিল, "দেখ্‌ছ চন্দন! ঐ অসীম সমুদ্র দেখ্‌তে পাচ্ছ?"

"হাঁ, দেখ্‌ছি নগেন দা'! কিন্তু তা'তে দেখ্‌বার মতো কি এমন একটা আছে?" চন্দন অপ্রতিভ ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

নগেন কহিল, "সাগরের জল কেমন অনন্ত—অসীম! আমার মনে হচ্ছে চন্দন, তোমার এই দেবী—এই ভৈরবী দেবীর চরিত্রও অনন্ত রহস্যময়। কেবল তাই নয়, তাঁর উপযুক্ত শিষ্য হিসাবে তুমিও আমার কাছে কেমন একটা গভীর রহস্যে ঢাকা রয়েছ! আমি যতই তোমাদের কথা ভাবি, ততই যেন তা'র কোন কূলকিনারা খুঁজে পাই না—শুধু মুগ্ধ হয়ে তোমাদিগকে দেখ্‌তে থাকি।"

"এ তুমি কি বল্‌ছ নগেন দা'? পাগলের মত যা' তা' কতকগুলি কি বকছ?" চন্দন হাসিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

"হাঁ, এই-ই আমার ধারণা"—সংক্ষেপে নগেন উত্তর করিল।

চন্দন তেমনই ভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এই অদ্ভুত ধারণার কারণ কি নগেন দা' ?"

নগেন কহিল, "দেখ চন্দন! আজ সুদীর্ঘ তিন মাসেরও অধিককাল তোমাদের সঙ্গে রয়েছি; কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও আমি কিছুতেই জান্‌তে পাল্লুম না, কে এই ভৈরবী, আর তুমিই বা কে ?

সেই ভীষণ অগ্নি কাণ্ডের পর আমরা পেংফু হ'তে রেঙ্গুনে এলুম—সেখান হতে পেনাং, ও অবশেষে এই সিঙ্গাপুরে এসেছি। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও নৌকোয়, কখনও জাহাজে, কখনও বা গাড়ীতে;—কত ভাবে কত সময় আমরা একসঙ্গে দিন কাটিয়েছি! দেবীকে আমি তাঁর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেছি, তোমাকেও কত প্রশ্ন করেছি! কিন্তু কই? আমি তো আজও তোমাদের সঠিক পরিচয় জান্‌তে পারি নি'! তুমিও কেবল কথা এড়িয়ে গেছ—অন্য কথার উত্থাপন করেছ। কখনও ধরা দাওনি' চন্দন!

আর—তোমার দেবী ? তিনিও কেবল তীব্রস্বরে বলেছেন, 'তোমার অন্যায় কৌতূহল বন্ধ রাখো'।"

"তবে আর জিজ্ঞেস কচ্ছ কেন নগেন দা' ? এ তোমার অন্যায় নয় কি ?"

নগেন কহিল, "কিন্তু তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাও কি আমার অন্যায় ? কে তুমি চন্দন ? কত দিন যাবৎ তুমি দেবীর

সঙ্গে আছ ? কোথেকে তাঁর সঙ্গে জুটলে ? কোথায় তোমার বাড়ী ?—এসব সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাও কি আমার পক্ষে অন্যায় ?

ভীষণ আগুনের মুখ থেকে তোমরা আমায় বাঁচিয়েছ। ভৈরবী দেবী এর আগেও আমাকে একবার রক্ষা করেছিলেন। রাক্ষসের দল আমাকে চাবুকে খুন করবার মৎলব করেছিল; কিন্তু ভৈরবী দেবী ঠিক সময়ে এক গরিলা নিয়ে সেইখানেই উপস্থিত হয়ে, তাদের সমস্ত উদ্দেশ্য পণ্ড করে দিলেন! অথচ, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়—এই দীর্ঘকালের মধ্যেও সেই গরিলার আর দেখাই পেলুম না!

অমন পোষা গরিলা—শিকল দিয়ে বেঁধে যাকে সেদিন সাথে নিয়ে গিছ্‌লেন, সেই গরিলাই বা কোথায়,—আর তুমিই বা কবে কোথেকে জুটলে চন্দন? এ সব জানবার কি আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই?"

"সে জানিনে," সংক্ষেপে এই জবাব দিয়া চন্দন আবার কহিল, "রাগ করো না। আমার নিজের সম্বন্ধেও বিন্দুমাত্র পরিচয় দেওয়া নিষেধ আছে নগেন দা'!"

"নিষেধ! কার নিষেধ?"

"দেবীর নিষেধ। তিনি মানা করেছেন, 'কাজের কথা ছাড়া কখ্‌খনো কোন বাজে কথা নগেনের সঙ্গে কইবে না—তোমার নিজের পরিচয়ও নয়, আমার সম্বন্ধে যেটুকু জানো,

তাও নয়।' কাজেই এবিষয়ে আমায় আর কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করো না।"

তখন নগেন কহিল, "আমি জান্‌তুম না, কাজেই অত কথা জিজ্ঞেস্ করেছি। তা' যাক্, আমি আর কখনও এসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কর্‌ব না।—ঐ যে দেবী আস্‌ছেন—হাওয়ার মত ছুটে আসছেন। কোন্ ভোরে বেরিয়ে গেছেন, আর এখন প্রায় সন্ধ্যা।"

নগেনের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভৈরবী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সমস্ত সাজসজ্জা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, আর কপাল হইতে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিতেছে।

ঘরে ঢুকিয়াই দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদিকের খবর কি নগেন?"

হাসিয়া নগেন কহিল, "এদিকে আর কি খবর থাক্‌বে দেবি! খবর তো সব আপনার কাছে। সেই কোন্ ভোরে বেরিয়ে গেছেন! সারাটা দিন বোধ হয় পথে পথেই কেটে গেছে! আমরা তো আপনার কাছেই নতুন খবরের আশা কচ্চি।"

মৃদু হাসিয়া ভৈরবী কহিলেন, "বটে! তা' আজ খবরও আছে ঢের। শোন নগেন! রাঘব ডাক্তারের সম্বন্ধে আজ অনেক খবরই পাওয়া গেছে। লোকটা এখানে ডাক্তারী কচ্ছিল অনেক দিন। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ সে তা'র ডাক্তারী ব্যবসায়ের দিকে বেশী মন দিত না। অথচ,

লোকের বিশ্বাস, সে নাকি টাকাও করেছে ঢের। ডাক্তারী ক'রে সে অত টাকা কখ্খনো জমাতে পারে নি,' এই হচ্ছে লোকের ধারণা। কিন্তু তা'র আর কোন ব্যবসায় আছে কিনা তা'ও কেউ বল্‌তে পারে না। কিন্তু সে যে ভিতরে একটা কিছু কচ্ছিল, তা'তে কারু সন্দেহ নেই।

কেউ কেউ বল্লে, তার কাছে লোকও আস্‌ত অনেক রকম। মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, সিলোনী, মগ, চীনে, আফ্রিকার কাফ্রি ইত্যাদি বোধ হয় পৃথিবীর প্রায় সবদেশীয় লোকই তা'র কাছে আস্‌ত। সেজন্য তা'র বাইরের বস্‌বার ঘরখানা খুবই বড়, তা'র সঙ্গে দু' তিনটি রান্নাঘরও রয়েছে। আমি তা'র বাড়ী দেখে এসেছি, তা'র ছেলে দেখে এসেছি, তা'র ফটোগ্রাফও দেখে এসেছি।"

নগেন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তা' হ'লে তো আপনি সব খবরই জেনে এসেছেন দেবি!"

"হাঁ, অনেক কিছুই জেনে এসেছি" বলিয়া ভৈরবী আবার কহিলেন, "কিন্তু জান্‌তে পাল্লুম না তার বর্ত্তমান ঠিকানা। সে প্রায় বছর দুই যাবৎ বাইরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পরিচিত লোকেরা বল্লে, সে নাকি ওষুধের জন্য বনে বনে নানারকম লতাপাতা সংগ্রহ ক'রে বেড়ায়। কদাচিৎ দু'-একবার এখানে এসে শুধু খোঁজ-খবর নিয়ে যায়। তা'র ফটোগ্রাফ যে রকম দেখেছি, তা'তে মনে হয় তাকে দেখ্‌লেই চেনা যাবে। মুখে একটু বিশেষত্ব আছে। দাড়ি

কামানো—মোটা গোঁফ্, আর গালে ঝুলে পড়েছে বেশ্ লম্বা জুল্‌পি।"

"বেশ্' এই চেহারার কথা আমার বেশ্ মনে থাক্‌বে, কিন্তু তার বর্ত্তমান ঠিকানা তা' হ'লে কিছুই জানা গেল না?" —নগেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

ভৈরবী কহিলেন, "না।—কেবল এইটুকু শুন্‌লুম যে, সে রেঙ্গুনের উত্তরে, ব্রহ্মের কোন জঙ্গলে বাস কচ্ছে,—মাঝে মাঝে দু'-একবার রেঙ্গুনে এসে থাকে।"

"তা' হ'লে আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি হ'বে দেবি?"—নগেন জিজ্ঞাসা করিল।

ভৈরবী কহিলেন, "কালই আমরা রেঙ্গুনে যাচ্ছি। এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট করা হ'বে না। তোমারই কথায় বুঝ্‌তে পেরেছি নগেন, তোমার বন্ধু রতীশের সমগ্র পরিবার খুব বেশীরকম বিপন্ন। এমন অবস্থায়—এতদিনেও তাদের কোন কূল-কিনারা না পাওয়া খুব আশঙ্কার বিষয় নয় কি?"

"নিশ্চয়" বলিয়া নগেন একটু চিন্তিত হইল। নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে আবার কহিল, "আচ্ছা দেবি! তা' হ'লে আর সময় নষ্ট করা কেন? রেঙ্গুন যাবার আজই কি কোন উপায় হ'তে পারে না?"

"হাঁ, হয়তো পারে—কিন্তু তবু সে চেষ্টা করব না। আমার আরও কিছু অনুসন্ধান করতে হ'বে,—তা' আজই শেষ কর্‌ব" বলিয়া ভৈরবী একটু অন্যমনস্ক হইলেন।

পাশাপাশি আরও একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া ভৈরবী তেমনই অন্যমনস্কভাবে অনন্ত সমুদ্রের নীল জলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

নগেন ও চন্দন উভয়েই বুঝিল, দেবীর মন এখন আর তাঁহার আশে পাশে নাই,—কোন্ সুদূরে তাহার মন ভাসিয়া গিয়াছে! সুতরাং তাহারা কেহই তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে সাহস পাইল না।

ভৈরবী হঠাৎ তাঁহার মুখ ফিরাইলেন; তার পর নগেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ নগেন! দেশের যারা আশা-ভরসা, সেই সব কচি ছেলেরাও ঘটনাচক্রে কত যে কুটিল পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়, তার কোন ইয়ত্তাই নেই।"

ভৈরবীর কথায় নগেন যে কি উত্তর দিবে, তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না। সে কেবল নিজের মনে মনে প্রশ্ন করিল, 'এ কথার অবতারণা কেন?'

ভৈরবী তাহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "কিছুই বুঝতে পাল্লে না নগেন, না? আচ্ছা, তোমায় খুলে বল্ছি সব।

রাঘব ডাক্তারের একটা ছেলে আছে, বয়স পনেরো-ষোলো হ'বে—নাম তার শান্তি। সে ছেলেকে আমি দেখে এসেছি, তা'র সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি; কিন্তু কিছুতেই তা'র কাছ থেকে ডাক্তারের ঠিকানাটি বা'র করতে পাল্লুম না। অথচ, সে তার বাপের চিঠি পাচ্ছে রীতিমত—এক হপ্তা আগেও তা'র কাছ থেকে একটা ইনসিওর করা খাম পেয়েছে।

বাপ্ তা'র দু'বছর যাবৎ বাইরে আছে—সিঙ্গাপুরে নেই। অথচ, সে তা'র ঠিকানা জানে না! একি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা?

সে তা'র বাপের কাছে আমার একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিতে পারে কি না, একথা জিজ্ঞেস্ করায় সে অস্বীকার কর্‌লে। আশ্চর্য্য এই মনোবৃত্তি!

এর কারণ কি জান? কারণ হচ্ছে পারিপার্শিক অবস্থা সে বুঝ্‌তে, পাচ্ছে, বাপ্ তা'র এমন কোনো কাজের সঙ্গে জড়িত, যা' খুব গোপন রাখাই দরকার—নয়তো তাদের স্বার্থে আঘাত লাগ্‌বে, অথবা তা'র বাপের কোন বিপদ্ হ'বে। কাজেই সে এত সাবধান।

ভৈরবী আবার নীরব হইলেন—তাঁহার চিন্তাস্রোত আবার কোন্ সুদূরে ভাসিয়া গেল, কে জানে?

হঠাৎ ভৈরবী আবার তাঁহার মুখ ফিরাইলেন এবং চন্দনকে কহিলেন, "চন্দন! আমাদের স্যুট্‌কেশ্ খুলে ভালো একখানি চিঠির কাগজ ও দোয়াত-কলম দাও তো।"

অল্পসময়ের মধ্যেই চন্দন তাহা লইয়া উপস্থিত হইল।

ভৈরবী সেগুলি হাতে লইয়া নগেনকে কহিলেন, "নগেন! আমি বলে যাচ্ছি, তুমি একখানা চিঠি লিখে ফেলো।"

কাগজ ও দোয়াত-কলম লইয়া নগেন চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল—ভৈরবী বলিতে লাগিলেন। নগেন লিখিল—

শান্তি!

আমাদের কাজে বাধা দেওয়ার জন্য একটা ভৈরবী আমাদের পিছু নিয়েছিল অনেক দিন। স্ত্রীলোক হ'লেও তা'র শক্তি অসাধারণ—প্রায়ই একটা গরিলা তা'র সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আজ কয়েকদিন হ'ল, আমাদের মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় ভৈরবী সুযোগ পেয়ে তা'র গরিলাকে নিয়ে হঠাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করে। তোমার বাবা রাঘব বাবু বাধা দিতে গিয়েছিলেন সকলের আগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ভৈরবীর ইঙ্গিতে গরিলা তাঁকে সাংঘাতিকভাবে আহত করেছে। তাঁর একখানা হাত চিবিয়ে গুঁড়ো ক'রে ফেলেছে—হাতটি কেটে ফেল্‌তে হ'বে। তিনি এখন প্রলাপ বক্‌ছেন খুব। সর্ব্বদাই তোমার নাম কর্‌ছেন একটু সুস্থ দেখলেই তাঁকে পাঠিয়ে দেব, অথবা তোমার মাকেও এখানে আনাবার ব্যবস্থা কর্‌ব। কিন্তু এখন সব কথা গোপন রেখে—তুমি নিজে পত্রপাঠ চলে আস্‌বে।

সাবধান! কেহ যেন তোমাকে অনুসরণ কর্‌তে না পারে। সেই ভৈরবীটা এখনও আমাদের অনিষ্টের চেষ্টায় আছে। বাড়ীতে খুব সাবধান ক'রে যেও—কোনও ভৈরবী যেন বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে না পারে। ভৈরবীর কপালে সাধারণতঃ সিঁদুরের প্রকাণ্ড টিপ—পরণে গাঢ় লাল রঙের শাড়ী।

এখানে আস্‌বার কালে সঙ্গে একখানা কার্ড রেখো—তাতে যেন তোমার বাবার নাম ও ঠিকানা লেখা থাকে। কারণ, এই ঘটনার পর থেকে আমরা খুব সাবধান হয়েছি। যারা আমাদের

সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা দেখাতে পার্‌বে না তেমন কোন সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি এদিকে আস্‌তে গেলে বিপদে পড়্‌বে, সেরকম বন্দোবস্ত রয়েছে।

কিন্তু যাকে তাকে এই ঠিকানা দেখাবে না। সাবধানে বুক-পকেটে রেখে দিও। জামাতে D. R. লেখা কোন লোক যদি তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, কেবল তা'কেই কার্ডখানি দেখাবে—মনে রেখো, সে আমাদেরই লোক। খুব হুঁসিয়ার হয়ে শীগ্‌গির চলে আস্‌বে। ইতি—

দেবল্‌।

লেখা সম্পূর্ণ হইলে নগেন তাহা আগাগোড়া পাঠ করিল।

ভৈরবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হ'ল নগেন? ব্যাপার কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছ?"

"নিশ্চয়।"

নগেন দৃঢ়স্বরে কহিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয় কাজ হবে। এবার বাছাধনকে তার ঠিকানা প্রকাশ কর্‌তেই হ'বে। সুন্দর ফাঁদ পাতা হ'ল দেবি! চমৎকার আপনার বুদ্ধি!"

ভৈরবী গম্ভীরভাবে কহিলেন, "কিন্তু এর কৃতকার্য্যতা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তোমার ও চন্দনের হাতে।"

"কেমন ক'রে দেবি? আমরা এতে কি সাহায্য কর্‌তে পারব?"—নগেন আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল।

ভৈরবী কহিলেন, "যা' কিছু করবে, সব তোমাদেরই কর্‌তে

হ'বে নগেন! আপাততঃ চন্দনকে এই চিঠিখানি শান্তির হাতে পৌঁছে দিতে হ'বে। তারপর লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'বে, সে কখন্ কোন্ রাস্তায় রাঘববাবুর কাছে রওয়ানা হ'বার চেষ্টা করে। বুঝ্‌তেই পাচ্ছ, আমাদেরও তা'র অনুসরণ কর্‌তে হ'বে।

তার পর যখন যা করা দরকার সে আমি বল্‌বো। কিন্তু আমি তো নিজে কখনও তার কাছেই ঘেঁস্‌তে পার্‌ব না,—কারণ ভৈরবী যে তা'র বাবার শত্রু সে তো চিঠিতেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে অমন ভাবে চিঠি লেখালেন কেন?"

"তা'রও উদ্দেশ্য আছে নগেন!"—বলিয়া ভৈরবী একটু হাসিলেন।

তার পর তিনি আবার কহিলেন, "ওরা তোমাকে যেদিন চাব্‌কে মেরে ফেল্‌তে উদ্যত হয়েছিল, সেদিনকার কথা ভাবো নগেন! সেদিন একটা ভৈরবী এসেছিল, একটা গরিলা এসেছিল।

ঘটনাটা খুব অমানুষিক নয় কি?—অমানুষিক ব'লেই ঘটনাটা মুখে মুখে রাষ্ট্র হয়ে থাক্‌বার খুবই সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তার পরে আজ কেটেও গেছে অনেক দিন। কাজেই, শান্তি ওরা সেকথা শুনে থাক্‌লেও এই চিঠিখানাকে খুবই সত্যি এবং স্বাভাবিক বলেই মনে হ'বে। তার পর আরও একটা কারণ আছে নগেন!—আজ আমি অনেকক্ষণ সেখানে ছিলুম, অনেক

কথা তাকে জিজ্ঞেস্ করেছি ; কিন্তু কিছুই বা'র করতে পারি নাই।

এই চিঠি পেয়ে সে নিজেকে শতবার ধন্যবাদ দিবে যে, তা'র বাবার শত্রুটাকে সে কিছুই খুলে বলেনি'। ভবিষ্যতেও তা'র যত কিছু সন্দেহ সব কেবল এই ভৈরবীর দিকেই আস্‌বে—আর কারও দিকে নয়।—তাই ইচ্ছে ক'রেই আমি ভৈরবীকে তাদের প্রকাশ্য শত্রু ব'লে পরিচয় দিচ্ছি।"

নগেন অতি মনোযোগের সহিত সমস্ত কথা শুনিল, প্রকাশ্যে কহিল, "দেবি! আপনি ব্রতচারিণী ভৈরবী হয়েও অসাধারণ বুদ্ধিশালিনী। আপনার—"

বাধা দিয়া ভৈরবী কহিলেন, "থাক্—সে কথায় দরকার নেই। এখন এই চিঠিখানা পৌঁছে দেওয়া, আর শান্তির গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখ্‌বার ভার চন্দনের। চন্দন! দরকার হ'লে তোমাকে আজ সারারাত সেদিকেই কাটাতে হ'বে।

চল, আমি তোমায় রাঘব ডাক্তারের বাড়ীটা দূর থেকে দেখিয়ে দিব—আর শান্তিকে কি বলবে, না বলবে সে সব কথাও তোমার সঙ্গে রাস্তায় আলোচনা করব।"

ভৈরবী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চন্দন এবং নগেনও উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভৈরবী সকলের আগে যাইতে যাইতে একবার পেছন ফিরিয়া নগেনকে কহিলেন, "তুমি কিছুক্ষণ নিরিবিলি ব'সে

একমনে ঈশ্বরকে ডাকো নগেন! আমি ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে আস্‌ছি।”

মৃদু হাসিয়া ও ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া নগেন কহিল, “আচ্ছা।”

চন্দনকে লইয়া ভৈরবী চলিয়া গেলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, নগেন একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকাইয়া রহিল।

ভৈরবী চক্ষুর অন্তরাল হইলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নগেন কহিল, “অদ্ভুত! অদ্ভুত এই ভৈরবী! বুদ্ধিমান্ ও সাহসী ব'লে আমার খুব অহঙ্কার ছিল এতদিন। কিন্তু—দেবি! তোমার কাছে আমি আজ পরাজয় স্বীকার কচ্ছি। অতি অসাধারণ তোমার বুদ্ধি ও সাহস! কিন্তু—”

নগেনের চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। চক্ষু মুছিয়া নিজেকে সংযত করিয়া আবার কহিল, “কিন্তু দেবি! যদি কৃতকার্য্য হ'তে না পার,—তবে?—

হায়, রতীশ! তুমি জীবিত, না মৃত? দু'জনে একসঙ্গে এসেছিলুম। বড় আশা ছিল,—সুখ-দুঃখ দু'জনেই সমানভাবে ভাগ ক'রে নেব। কিন্তু—তা' পার্‌লুম কই রতীশ! আমি তো আজও বেঁচে রয়েছি! কিন্তু তুমি?—তুমি আজ কোথায়?—হায়, হায়! কেন আমি তোমায় নিরস্ত করিনি', রতীশ?

প্রবল উত্তেজনায় উত্তেজিত ক'রে একটা কচি ছেলেকে আমি আজ কোথায় ভাসিয়ে দিলুম ভগবান্! এ আমি কি করলুম?

হায়! হায়!—রতীশ! রতীশ রে! আমার যে নরকেও স্থান হ'বে না!”

চক্ষুর জলে নগেনের বক্ষ ভাসিয়া গেল—সে শোকে, দুঃখে ও অনুতাপে অভিভূত ও আত্মহারা হইয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ

জঙ্গলের পথে

সিঙ্গাপুর হইতে রওয়ানা হইবার কয়েকদিন পরে, শান্তি যখন রেঙ্গুন হইয়া পেগু সহরে নামিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রাত্রি সম্মুখে করিয়া সে তখন আর বনপথে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না, সুতরাং একটা হোটেলেই সে রাত্রি কাটাইবে মনস্থ করিল।

প্রবল দুশ্চিন্তায় ও কয়েকদিনের পথশ্রমে শান্তি খুব অস্বস্তি বোধ করিতেছিল—সুতরাং সারারাত সে তাহার ছোট্ট ব্যাগটি মাথায় দিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু ঘুম তাহার একেবারেই হইল না।

যাহা হোক, রাত্রিটা কোনরূপে কাটাইয়া সে অতি প্রত্যুষে কুলীর মাথায় ব্যাগটি চাপাইয়া বনপথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

শান্তি আর কখনও এই পথে আসে নাই। কিন্তু সে ইহা জানিত যে, খোঁজ করিলে তাহার পিতার সন্ধান পাওয়া অসাধ্য নহে।

পেগু সহরের পূর্ব্বদিক্ হইতেই ব্রহ্মের বিখ্যাত সুবিশাল জঙ্গল—'পেগুয়ামা' আরম্ভ হইয়াছে। শান্তি তাহার পিতার

কাছে বহুবার ইহার বর্ণনা শুনিয়াছে—কোন্ পথে অগ্রসর হইলে সে তাহাদের দেখা পাইতে পারে, সে সম্বন্ধেও তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা রহিয়াছে। সুতরাং এই পথে সে নূতন আগন্তুক হইলেও তাহার ভয়ের কি কারণ থাকিতে পারে ?—তবু সম্পূর্ণ একাকী গভীর জঙ্গলে যদিই বা ভয়ের কোন কারণ থাকে, এই ভাবিয়া সে বুদ্ধি করিয়া তাহার ক্ষুদ্র ব্যাগ্‌টির জন্যও একজন কুলী সঙ্গে লইতে ত্রুটি করিল না।

জঙ্গল প্রথমে দু'এক মাইল একটু ফাঁকা ফাঁকা। কিন্তু ক্রমশঃই তাহা নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে লাগিল। শান্তি ভাবিল, এই ভাবেই কি মাইল দশেক পথ হাঁটিতে হইবে ?

বন ক্রমশঃ নিবিড় হইলেও একটি পায়ে-হাঁটা পথের সরু রেখা বেশ্ স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছিল। মাঝে মাঝে দু'তিনটি কাঠুরিয়া দল বাঁধিয়া, কাঠের বোঝা মাথায় লইয়া সেই পথে আসা-যাওয়া করিতেছিল। একটি ভদ্রবেশধারী বাবুকে এমন ভাবে জঙ্গলে যাইতে দেখিয়া তাহারা একটু বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু কেহই কোন প্রশ্ন করিল না।

শান্তি কত কি ভাবিতেছিল! সে তখন অন্যমনস্ক। হঠাৎ কে একজন তাহার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

শান্তি মুখ তুলিতেই দেখিল, একটি বলিষ্ঠ যুবক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, বুকে তাহার পিতলের বড় অক্ষরে D. R. এই চিহ্ন রহিয়াছে। শান্তি তাহার দিকে চাহিতেই লোকটি কহিল, "কে তুমি ? কোথায় যাও ?"

শান্তি কোন কথা কহিল না, কেবল ধীরে ধীরে তাহার বুক-পকেট হইতে একখানি কার্ড বাহির করিয়া লোকটিকে দেখাইল। লোকটি অনুচ্চস্বরে তাহা পড়িল,

"ডাক্তার রাঘব রায়
খাল্‌সা প্রাসাদ
ইরাবতী-গড়, পেগুয়ামা।"

লোকটি নিজে পকেট হইতে একটি নোট বই বাহির করিয়া সেই কার্ডের লেখা অনুযায়ী সম্পূর্ণ ঠিকানাটি তাহাতে লিখিয়া লইল, তার পর সেই কার্ড খানিতে একটি অস্পষ্ট দস্তখৎ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল, ও কহিল, "যাও, কোনও ভয় নেই।"

শান্তি তাহার কুলী লইয়া আবার অগ্রসর হইল, লোকটিও অপর দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু কিছুদূর যাইয়াই সে আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার পূর্ব্বপথ ধরিয়া শান্তি যে দিকে গিয়াছে, সেই দিকেই চলিতে লাগিল।

পথের দুই ধারে সেগুন, শাল, আবলুস্ ও অনেক রকম গাছ জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ একটা গাছের গায়ে পেরেক পোঁতা দেখিয়া সে নিজমনে কহিল, "এই যে—এই তো সেই গাছ! আমার তো আর বেশীদূর যাওয়া নিষেধ, এইখানেই তো চন্দন বা দেবীর দেখা পাওয়ার কথা। কিন্তু কই তাঁরা?"

লোকটি আরও কয়েক মিনিট সেখানে তাহাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু চন্দন বা দেবী কেহই তো আসিলেন না! অথচ, এই ভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাও অসম্ভব। মাঝে মাঝে যে দু'তিন জন লোক সেই পথে যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা সকলেই যেন তাহাকে খুব সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিল।

সে একটু আড়ালে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়াইল, তার পর পকেট হইতে ছোট্ট একটি বাঁশী বাহির করিয়া তাহাতে তিনবার আওয়াজ করিল।

বাঁশীর শব্দ দিগ্ দিগন্তে মিলিয়া যাইবার পূর্ব্বে সে আবার তাঁহাদের অনুসন্ধানে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু সব বৃথা!

সে ভাবিল, "একি! এই পেরেক-পোঁতা গাছটারই আশে পাশে তাঁদের থাক্‌বার কথা; কিন্তু—কই তাঁরা? তবে আমি এখন—"

পেছন থেকে লাঠির এক প্রচণ্ড আঘাতে সে একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল—মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার সমস্ত স্মৃতিশক্তি ও ধারণাশক্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

"বটে রে শয়তান! এবার ফাঁকি দিবি?" বলার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। হাতে তাহার প্রকাণ্ড বংশদণ্ড।

অচৈতন্য লোকটিকে দেখিয়া সে আনন্দে এক গাল হাসিয়া

কহিল, "কেমন?—কেমন জব্দ? এই কেল্‌কারকে ফাঁকি দেওয়া? কেল্‌কার তা'র প্রতিশোধ নিতে কখনও ত্রুটি করে না জেনে রাখিস্। মূর্খ নগেন। চীন মুল্লুকের জ্বলন্ত আগুন থেকে রক্ষা পেয়ে আবার মর্‌তে এসেছিস্ এই ব্রহ্মের জঙ্গলে! এবার তার ফল দেখে যা। দেখে যা—ব্রহ্মের জঙ্গল কত ভীষণ, কত ভয়ঙ্কর!

সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং, রাঘব ডাক্তার আর দেবল্‌জীর কাছে তোকে হাজির কর্‌তে পার্‌লে হাজার গিনি পুরস্কার আমার হাতে হাতে। চল্—চল্ তবে", বলিয়া কেল্‌কার সেই অচৈতন্য নগেনের পা ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে কোথায় চলিয়া গেল!

কেল্‌কারের সেই ভীষণ চেহারা আর বীভৎস কাজ দেখিয়া গাছের ডালে পাখীগুলি বোধ হয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল—তাহাদের কলরবে বনস্থলীর নীরবতা কিছুক্ষণের জন্য ভাঙ্গিয়া গেল।

* * * * *

"কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর এই পথ!" বলিতে বলিতে ভৈরবী হঠাৎ সেই আঁকা-বাঁকা বনপথে আবির্ভূত হইলেন, সঙ্গে সেই বলিষ্ঠ সাঁওতাল যুবক—চন্দন।

ভৈরবী কহিলেন, "দেখ্‌ছ চন্দন, এই ব্রহ্মের জঙ্গল দেখ্‌ছ? ক্রমেই যেন বেশ গভীর হয়ে আস্‌ছে—সূর্য্যের আলো দিনেও এখানে ঢুক্‌তে সাহস করে না।

কই সেই পেরেক?—কই সেই পেরেক-পোঁতা গাছ? সেই পেরেক-পোঁতা গাছের পর থেকে জঙ্গল আরও ভীষণ!

সেখানে দু'দশটা খুন হ'লেও দশবছরেও তা'র কিনারা হওয়া মুস্কিল।"

হঠাৎ সম্মুখে এক গাছের দিকে চাহিয়া ভৈরবী কহিলেন, "ঐ—ঐ সেই গাছ। অতি কষ্টে এই পর্যন্ত এসে আমি একটা চিহ্ন রেখে গেছি। কিন্তু—একি! নগেন কোথায়? তা'র তো এই খানেই অপেক্ষা কর্‌বার কথা!"

চন্দন কহিল, "সে তো তিনবার বাঁশীতে আওয়াজও করেছে দেবি! কিন্তু আওয়াজ শুনেও আমাদের আস্‌তে একটু দেরী হয়ে গেল যে!"

"তা' ঠিক্। কিন্তু কি কর্‌বো চন্দন? লোকটা যে ভাবে আমাদের পিছনে লেগেছিল, তা'তে বন থেকে বেরুবার ভাণ না কর্‌লে আমাদের আর উপায় ছিল না!"—বলিয়া ভৈরবী একটু হাসিলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার একটু চিন্তিত ভাবে কহিলেন, "আমাদের আস্‌তে দেরী হ'লেও নগেন এইখানেই থাক্‌বে, এই ছিল তা'র উপর উপদেশ। কিন্তু কোথায় সে?"

ভৈরবী খুব চিন্তিত হইলেন। নগেনের অনুসন্ধানে তাঁহারা ইতস্ততঃ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথায় নগেন?—

হঠাৎ একটি জিনিষে লক্ষ্য পড়িতেই চন্দন চমকিত হইয়া কহিল, "এ কি? এ কি দেবী?"

চন্দন পিতলের একটি জিনিষ কুড়াইয়া লইয়া ভৈরবীর হাতে দিল।

ভৈরবী দেখিলেন, উহা একটি ইংরেজী অক্ষর D.

কম্পিত হস্তে ভৈরবী তাহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিলেন, তার পর একটু বিচলিত ভাবে কহিলেন, "চন্দন! আবার আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত! নগেন সম্ভবতঃ আবার কোন ফাঁদে পড়েছে।

এই অক্ষর যদি তা'র বোতামে আঁটা থাক্‌তো, তা'হলে কখ্‌খনো এমন ভাবে খুলে পড়্‌তো না—এর নীচের হুকে তা শক্তভাবে আঁটা থাক্‌তো।

কিন্তু নগেন এই অক্ষরটিকে খুলে তা'র পকেটে রেখেছিল। কোন রকমে তা' প'ড়ে গেছে ব'লে মনে হয়। এতে আরও বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, শান্তি নিশ্চয়ই এই রাস্তা পেরিয়ে সেই আড্ডার দিকে চলে গেছে। নগেন যদি শান্তিকে একবার পরীক্ষা না কর্‌ত, তা' হলে সে কখ্‌খনো এই অক্ষর খুলে রাখ্‌তো না। সুতরাং কোথায় সেই আড্ডা, নগেন নিশ্চয়ই তা'র ঠিকানা জানতে পেরেছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে নগেনকে খুঁজে বা'র করা।

কোনও বিপদ্‌ যদি হয়ে থাকে তবেই সর্ব্বনাশ!—হাঁ, হাঁ, চন্দন! এই দেখ—একি? কার এই রক্ত?"

ভৈরবী নীচু হইয়া একটা গাছের নীচে রক্তের দাগ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

কাছেই—সামান্য দূরে—আরও রক্ত, প্রচুর রক্ত!

চন্দন তাহা দেখিয়া ডাকিয়া কহিল, "দেবি! সর্ব্বনাশ হয়েছে—নগেন দা' কখ্খনো বেঁচে নেই। এই দেখুন, এদিকে এখনও কত রক্ত! রক্ত বোধ হয় ঢেউ খেল্‌ছিল, এখন জমাট্ বেঁধে গেছে!"

ভৈরবী তাহা দেখিলেন—বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিলেন।

ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল—তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত ও রক্তবর্ণ হইল।

তার পর হাতের শাণিত ত্রিশূল উর্দ্ধে তুলিয়া তিনি হুঙ্কার দিয়া কহিলেন, "হে দেবাদিদেব মহেশ্বর! আবার? আবার হত্যা? আবার রক্তপান?

তবে, তাই হোক্ প্রভু! আমার বক্ষ দৃঢ় কর, হস্ত সবল কর। দৈত্য-দানবের রক্তে আমার তর্পণের সাধ মিটাও মহেশ্বর!—"

ভৈরবী সেই রক্তের ফোঁটা লইয়া নিজে তিলক ধারণ করিলেন এবং চন্দনের কপালেও একটি রক্তের তিলক আঁকিয়া দিয়া কহিলেন, "যাও চন্দন! শীগ্‌গির এই পথ ধ'রে শাস্তির খোঁজে চলে যাও। ছোঁড়াটা খুব বেশী হ'লেও আধ মাইলের বেশী যেতে পারেনি'।

আট্‌কাও—আট্‌কাও তা'কে।

তা'র কাছে শয়তানী আড্ডার ঠিকানা পাওয়া যাবে;—

সেই ঠিকানা চাই—তা'কে চাই ; নগেনের এই রক্তের জামীন থাক্‌বে সেই রাঘব ডাক্তারের পুত্র শান্তি।

নগেনকে যদি জ্যান্ত ফিরে না পাই, তবে শান্তিকেও আর জ্যান্ত ফিরে যেতে হবে না, রাঘব ডাক্তারকে তা' হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব !

যাও,—যাও চন্দন ! যেমন ক'রে পার', যেমন সাজেই হোক শান্তিকে নিয়ে আস্‌বে—তা'কে নিয়ে আসা চাই-ই।

এই বনের পথে ডানদিকে যে পাহাড় দেখে এসেছি, সেই পাহাড়ের তলায়, আব্‌লুস গাছের নীচে গুহায় তা'কে বেঁধে রাখ্‌বে। পারো যদি, তা'দের ঠিকানা জেনে তুমি একা হ'লেও একবার শুধু সেই শয়তানের আড্ডা চিনে আস্‌বে চন্দন ! পার্‌বে? পার্‌বে তো চন্দন ?"

"হাঁ," বলিয়া চন্দন তখনই সেই বন-পথ ধরিয়া ছুটিতে লাগিল ; যাইবার সময় বলিয়া গেল, "শান্তিকে লইয়া আমি প্রথমে তা'কে গুহায় রেখে আপনার প্রতীক্ষা কর্‌বো ছ' তিন ঘণ্টা। এর ভিতর আপনার দেখা না পেলে আমি একাই সেই আড্ডায় রওয়ানা হ'ব। কিন্তু আবার এদিকে এসে সময় নষ্ট করব না। আমি সেখানেই অন্য কোন পোষাক প'রে আশে পাশে কোথাও থাক্‌বো। ছ'বার আপনার বাঁশীর-আওয়াজ শুন্‌লেই আমি হাজির হ'ব।"

ভৈরবী কহিলেন, "বেশ, সে বন্দোবস্তই ভালো।"

চন্দন ছুটিল—ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

ভৈরবী কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; তারপর নগেনের রক্ত অনুসরণ করিতে করিতে সেই ভীষণ জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

খালসা-প্রাসাদ

দেবলজীর গর্জ্জনে বিশাল ঘরখানি কাঁপিয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া কহিল, "শোন, যাদব বাবু! অনেকদিন তোমাকে দয়া দেখানো হয়েছে। কিন্তু দয়ার একটা সীমা আছে তো!

"রাঘব বাবুর ভাই তুমি—কাজেই তোমাকে বিন্দুমাত্র অত্যাচার করবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তুমি তো কিছুতেই আমাদের কথা শুনছ না, অদ্ভুত বেয়াড়া তুমি!"

তীব্র ক্রোধে ও ঘৃণায় বৃদ্ধ যাদব বাবুর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। কি একটা উচ্চারণ করিতে যাইয়াও তিনি নীরব হইলেন—শুধু একবার তাঁহার ঠোঁট দু'টি ঈষৎ নড়িয়া উঠিল।

রাঘব বাবুর দৃষ্টিতে তাহা ঠিক্ ধরা পড়িল। তিনি হিংস্র পশুর মত দাদার দিকে তাকাইয়া কর্কশ স্বরে কহিলেন, "অমন বিড়্ বিড়্ ক'রে কি বক্‌ছ দাদা? দেবলজীর কথার জবাব দাও।"

যাদব বাবু তাঁহার বিষণ্ণ মুখখানি তুলিয়া একবার যতীশ, ও

আর একবার রতীশের দিকে তাকাইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া দর্ দর করিয়া অশ্রুধারা বহিয়া গেল।

পিতার সম্মুখে পুত্রকে বন্দী দেখিলে কাহার না হৃদয় গলিয়া যায়? অতি বড় পাষাণ-হৃদয়ও তাহাতে বিচলিত হইয়া পড়ে।

যাদব বাবু দেখিলেন, যতীশ ও রতীশ—উভয়েরই হাত পা বাঁধা—দুইটি শক্ত লোহার খুঁটিতে তাহাদিগকে শিকল দিয়া আট্‌কাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের অমন সোণার রং, বলিষ্ঠ দেহ, ক্রমাগত অত্যাচারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

পুত্রদের অবস্থা দেখিয়া তিনি নিজের যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। ভাবের আতিশয্যে তিনি এবারও কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

রাঘব বাবু কহিলেন, "শোন দাদা? তোমাকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আর তো তোমাকে সময় দেওয়া চলে না। নীরবে অমন ছিঁচ্‌কাদুনী ভাব দেখ্‌লে তো আমাদের পেট চল্‌বে না দাদা! আমাদের তো আরও ঢের কাজ আছে।"

যাদব বাবু এবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না বিদ্রূপের সহিত কহিলেন, "আছে বৈ কি রাঘব! কোথায় কে টাকা জমিয়েছে, কেমন ক'রে তা'র সর্ব্বনাশ কর্‌বে, কা'র ছেলে গুলোকে চুরি ক'রে আন্‌বে, এসব কাজ কি তোমার কম?"

"চুপ্ থাকো দাদা! খবর্দ্দার, এখনও বল্‌ছি, ভাল হ'বে না।"—রাঘব ডাক্তারের কর্কশ স্বরে বিশাল ঘরখানি আবার কাঁপিয়া উঠিল।

ক্রোধে ও অপমানে যতীশের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। "কী! ছেলের সাম্‌নে পিতার অপমান!"—কিন্তু কি করিবে? লৌহ শৃঙ্খলে তাহার হাত পা আবদ্ধ, তাহার যে কোন উপায় নাই!

যতীশের বিরক্তি ও ক্রোধের ভাব দেবল্‌জীর লক্ষ্য হওয়া মাত্র সে তাহার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিল। দেবল্‌জীর পাশে দাঁড়াইয়াছিল একটা অসভ্য মগ। সে তাহা দেবল্‌জীর কোন হুকুমের ইঙ্গিত মনে করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে সঙ্গে যতীশ বুঝিল, সে তখন কত অসহায়!

রাঘব ডাক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মগের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "চুপ,—চুপ, রও!"

মগ নিরস্ত হইল, তৎক্ষণাৎ সে তাহার পূর্ব্বের জায়গায় যাইয়া দাঁড়াইল, দেবল্‌জীও বুঝি একটু সঙ্কুচিত হইল।

রাঘব ডাক্তার তারপর তাঁহার দাদার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "শোন দাদা, আবার তোমাকে বলছি, বেশী বাড়াবাড়ি করলে ভাল হবে না। তোমাকে দয়া দেখানো হয়েছে ঢের, কিন্তু আর নয়। দয়ার একটা সীমা আছে তা' ভুলে যেও না দাদা!"

ঘৃণার হাসি হাসিয়া যাদব বাবু কহিলেন, "বটে! তুমি আমায় দয়া দেখিয়েছ? তা' আর দয়া দেখাচ্ছ কেন রাঘব? তোমার সমস্ত মুখোস খুলে, নিজের শয়তানী বীভৎস মূর্ত্তি

ধ'রে, যা' তোমার সাধ্য তাই তুমি ক'রে যাও। সমস্ত অত্যাচার—সমস্ত লাঞ্ছনা—আমি নীরবে সহ্য কর্‌বার জন্য ঈশ্বরের কাছে শক্তি চেয়ে নিব, তবু তোমার কাছে দয়া চেয়ে নিজেকে আর অপমানিত করব না রাঘব!"

শেষের কথাগুলি রাঘব ডাক্তারের বুকে শেলের মত আঘাত করিল। একটা চঞ্চল ক্রোধের উত্তাপে তাঁহার মুখখানি রঙ্গীন হইয়া উঠিল; কিন্তু দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া তিনি তাঁহার উদ্যত ক্রোধের বহ্নি সংযত করিলেন,—কেবল সংক্ষেপে কহিলেন, "আচ্ছা ব'লে যাও।"

বৃদ্ধ যাদব বাবু বুঝিলেন, আজ তাঁহার শেষ স্বাধীনতা, বারুদের স্তূপে আগুন ধরিবার আর অল্পই বাকি আছে। কাজেই এদের কাছে আর কিসের দয়া?—

তিনি সংযমের বাঁধ হারাইয়া তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "বেইমান পিশাচ! তুই ভাই হয়ে ভাই-এর ব্যবহার ক'রেছিস্ খুব। তোর স্বার্থসিদ্ধির জন্য, তোরই ষড়যন্ত্রে আজ আমি বন্দী—আমার সমগ্র পরিবার তোর বন্দী। তবু বল্‌ছিস্, তুই আমায় দয়া দেখিয়েছিস্ রাঘব! এই তোর দয়া?—

"আমার দুর্ভাগ্য যে আমি বুঝ্‌তে পারিনি' 'ডি আর. কোম্পানীর অর্থ হচ্ছে দেবল ও রাঘবের কোম্পানী। সরকারী কাজে আমাকে জীবনের বেশীর ভাগই বনে বনে থাক্‌তে হয়েছিল। সুতরাং কোথায় হাতীর দাঁত, কোথায় দামী পাথর—এসব খবর আমি সাধারণ লোকের চেয়ে বেশী

জানতে পেরেছিলাম। কেবল তাই নয়, ওসব জিনিষ যারা সংগ্রহ ক'রে বিক্রী করতে চাইত, সেরকম অনেক লোক, ও অনেক কোম্পানীর সঙ্গেও আমি পরিচিত হয়ে পড়ি। আমার বড় দুর্ভাগ্য রাঘব যে, ডি. আর. কোম্পানীর সঙ্গেও আমার সেই ভাবেই পরিচয়।"

"তোমাদের কোম্পানীর বহু টাকার মাল আমি বড় বড় রাজা-মহারাজের কাছে বেচে দিয়েছি। তোমাদের সাধ্য ছিল না যে, তোমরা সে সব লোকের কাছে ঘেঁসতে পার। জোচ্চোর জোচ্চোরের কাছে যেতে পারে, সাধু ভদ্রলোক বা রাজা-মহারাজের কাছে নয়।"—

বাধা দিয়া সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং কহিল, "জুতোর তলায় যার প্রকৃত আসন, সেরকম লোকের মুখে এসব 'জোচ্চোর' গালি সহ্য করার অর্থ আমাদের দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"চুপ থাকো সর্দ্দার!" বলিয়া রাঘব বাবু কিছু তীব্র কণ্ঠে সর্দ্দারকে ধমক দিয়া আবার কহিলেন, "দু' চারটা গালি-গালাজে আমাদের বিন্দু মাত্র ক্ষতি হ'বে না, কাজেই আমি এ'কে বলবার স্বাধীনতা দিচ্ছি।

"আচ্ছা ব'লে যাও দাদা। তোমার যা-কিছু বলবার আছে বলতে পার। কিন্তু মনে রেখো, পরিণামে তোমাকে আমাদের কথা শুনতে হ'বে, নইলে নিস্তার নেই। কাজেই খুব বেশী গাল-মন্দ ক'রে আমাদের না চটানই ভাল।"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া যাদববাবু বলিলেন, "কেন ? চট্‌লে আমায় ফাঁসি দেবে রাঘব ? সে তুমি অনায়াসে পার। তোমার অসাধ্য কি আছে ?

"তোমাদের মাল বেচে দিয়ে আমি যেন এখন চুরির দায়ে ধরা পড়েছি ! আমার যা' ন্যায্য প্রাপ্য অংশ প্রতি একশ' টাকায় সাড়ে বারো টাকা,—এখন তাই আমাকে দিচ্ছ না ! তোমাদের হিসাবেই প্রায় বিশ হাজার টাকা তোমাদের কাছে আমার পাওনা আছে।

"সেই টাকা চাওয়ার ফলেই আমার আজ এই দুর্দ্দশা। রাতারাতি আমাকে ও আমার স্ত্রীকে চুরি ক'রে নিয়ে এসে আজ দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের উপর কত অত্যাচার কচ্ছ ! কেবল তাই নয় রাঘব ! মনে ক'রে দেখ, কত তোমাদের জুলুম !

"পাঞ্জাবের এক কোটিপতির এই খাল্‌সা-প্রাসাদ। হতভাগা বাড়ী তৈরী ক'রে এখানে কাঠের কার্‌বার কর্‌বে মনে করেছিল, কিন্তু তা'র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'বার আগেই তা'র শেষ হ'য়ে গেল !

"তার অনুপস্থিতির সময় আমি তা'র ব্রহ্মদেশের সমস্ত সম্পত্তি তদারক কর্‌তে পার্‌বো, যা' খুসী তাই কর্‌তে পার্‌বো —দরকার হ'লে রেহাণ বা দান-বিক্রয়ও কর্‌তে পার্‌বো, এই সংবাদ জান্‌তে পেরে তোমরা তা'কে পৃথিবী থেকে জন্মের মত সরিয়ে দিয়েছ ! এখন তোমাদের দাবী হচ্ছে, এই সম্পত্তি

আমি তোমাদের নামে লিখে দেব, আর তা'র হাতীর দাঁত ও হীরা-মুক্তার ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার তোমাদের দেখিয়ে দি'—তোমরা তা' লুটে পুটে খাও! কেমন? এই তোমাদের আসল্ কথা নয় কি?"

"হাঁ, এই আমাদের দাবী—এবং আমরা তা' সম্পূর্ণ আদায় কর্‌তে চাই"—দৃঢ়স্বরে রাঘব ডাক্তার এই বলিয়া তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

তেমনই দৃঢ়স্বরে যাদববাবু কহিলেন, "তা' অসম্ভব রাঘব, অসম্ভব। আমার নিজের প্রাপ্য বিশ হাজার টাকা ছেড়ে দেওয়ার কথা তবু বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু পরের সম্পত্তি তোমাদের কেমন ক'রে বিলিয়ে দেব—সে—অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব, রাঘব!"

"তবে, এই তোমার স্পষ্ট জবাব?"—ডাক্তারের কণ্ঠস্বর বজ্রের মত দৃঢ়।

"হাঁ, এই আমার স্পষ্ট জবাব। ঈশ্বর যেন কখনো আমায় তেমন অধর্ম্মে প্রবৃত্ত না করেন, এই আমার প্রার্থনা।"—যাদব বাবুর কথাগুলি অতি স্পষ্ট, অতি তীব্র।

ব্যঙ্গের সহিত রাঘব ডাক্তার কহিলেন, "ওঃ! কি এখন ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে! কিন্তু ভাইকে না দিয়ে বাপের ষোলো আনা সম্পত্তি একা ভোগ কর্‌তে লজ্জা হচ্ছিল না দাদা?

"অর্থহীন—সম্পত্তিহীন এই রাঘব ডাক্তারকে কতদিন অনাহারে থাক্‌তে হয়েছে সে খবর রেখেছ দাদা? আজ না

হয় রাঘব ডাক্তার নিজের কৃতিত্বে বহু টাকার মালিক। কিন্তু সে তা'র গত জীবন এখনো ভুলতে পারে নি'।

"রাঘব ডাক্তারের অত দুঃখ-কষ্টের জন্য কে দায়ী, বলতে পার?"

"দায়ী তুমি নিজে"—তীব্রকণ্ঠে, তেমনই উচ্চস্বরে যাদব বাবু কহিলেন, "দায়ী তুমি নিজে। নিজের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের জন্য—নিজের অবাধ্যতার জন্য, আমার মহাদেবের মত কোমল প্রাণ বাবাকে তুমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছ। তাই তো তিনি তোমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ক'রে গিছলেন, রাঘব!"

"না—তা' ভুল, তা' মিথ্যা" বলিয়া রাঘব ডাক্তার আবার কহিলেন, "তার প্রধান কারণ কি, সে কথা আমি বহুবার ভেবেছি, এবং প্রত্যেকটি যুক্তি খুব তন্ন তন্ন ক'রে বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি।

"তুমি যে কারণ দেখাচ্ছ, সাধারণ লোকে তাই সত্যি ব'লে মনে করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিমান্, যাঁরা বিচক্ষণ, তাঁরা বুঝবেন কেন তিনি ঐ কাজ করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। তা'র প্রধান কারণ হচ্ছে, তোমার মত অপর একটি ছেলের অস্তিত্ব। তুমি যদি না জন্মা'তে তা' হ'লে, আমার শত দোষ থাকলেও বাবা কখখনো এমন কাজ করতেন না। কিন্তু—আমার দুর্ভাগ্য, তুমি আমার আগেই জন্মেছিলে, এবং এখনও বেঁচে রয়েছ। তাই—একটা ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েও পুত্রশোক যে কি জিনিষ, তা' তিনি অনুভব ক'রে

যান নি'—সম্ভবতঃ একদিনের জন্যও তিনি অনুতপ্ত বোধ করেন নি'।

"কাজেই, বুঝ্তে পাচ্ছ দাদা, কেন তিনি ঐ রকম কাজ ক'রেছিলেন? অতএব, সংক্ষেপে বল্তে গেলে একথা আমি জোর গলায় বল্ব, দায়ী তুমি নিজে।"

"হাঃ! হাঃ!"—অট্টহাসির সহিত যাদব বাবু কহিলেন, "অদ্ভুত! অদ্ভুত তোমার যুক্তি!"

রাঘব বাবু আবার কহিলেন, "শোনো দাদা, বিদ্রূপ কর, আর যাই কর, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর, সেই বিশ্বাসে নির্ভর ক'রেই তোমায় শুনিয়ে দিচ্ছি, সে জন্য তোমাকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'বে।

"কাজেই আমাদের দাবী হচ্ছে—তোমার ও আমাদের মধ্যে যে চুক্তিপত্র হয়েছিল, যা'র বলে তুমি আজ বিশ হাজার টাকা দাবী কচ্ছ সে চুক্তিপত্র ফিরিয়ে দিতে হ'বে।

"রতীশের নিকট আমরা যে সব কাগজ-পত্তর পেয়েছি, তাতে দরকারী কাগজ অনেক আছে বটে, কিন্তু ঐ চুক্তিপত্র আমরা পাই নাই। চুক্তিপত্র যদি না পাওয়া যায়, তা'হলে তোমাকে একটা রসিদ লিখে দিতে হবে যে, তুমি আমাদের কাছ থেকে সব টাকা বুঝে পেয়েছ।

"তার পর আমাদের দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, কয়েক হাজার টাকায় তুমি এই খাল্সা-প্রাসাদ আমাদের কাছে বিক্রী কচ্ছ, এরূপ একটা দলিল সম্পাদন ক'রে দিতে হবে।

"আর, আমাদের তৃতীয় কথা হচ্ছে এই যে, সেই লাল সিং পাঞ্জাবীর রত্নভাণ্ডার আমাদের দেখিয়ে দেবে।

আমাদের এই তিনটি দাবী পূর্ণ করে দিলেই তুমি মুক্ত। তা'হলেই তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে দেশ ফিরে যেতে পার্‌বে। টাকা পয়সা লোক-জন নিয়ে তোমাদের সব্বাইকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা আমিই ক'রে দেবো।"

"ধন্যবাদ! রাঘব, ধন্যবাদ!"—

যাদব বাবুর কণ্ঠস্বরে তীব্র শ্লেষ ফুটিয়া বাহির হইল। তিনি কহিলেন, "রাঘব! আমার নিজের প্রাপ্য টাকা সম্পর্কে হয়তো আমি অনেক কিছু বিবেচনা কর্‌তে পার্‌তুম। কিন্তু এখন তোমার অদ্ভুত যুক্তি ও নির্লজ্জ দাবীর কথায় আমি অবাক্ হয়ে গেছি। শুধু তাই নয়, আমার মনে হচ্ছে, এমন নির্লজ্জ দাবীর কাছে মাথানীচু কর্‌লে একটা প্রকাণ্ড অধর্ম্ম হ'বে—তোমরাও মনে কর্‌বে যে, ভয় দেখিয়ে যাদব বাবুর কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় ক'রে নিলে!

"যে যাদব বাবু বনে বনে বাঘ-ভালুকের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াতে কোন দিন ভয় পায়নি', আজ সে তোমাদের কাছে—অত্যাচারের ভয়ে—মাথা নীচু কর্‌বে!—তা' অসম্ভব রাঘব, অসম্ভব!

"যতীশ! রতীশ! বাপ্‌রে' আমার!—আমার এই স্পষ্ট কথার ফলে হয়ত তোদের জন্মের মত হারাতে হ'বে।

ক্ষমা করিস্ বাপ্ ! আমি কিছুতেই তোদের বাঁচাতে পাচ্ছি না—তোদের মাকেও বাঁচাতে পাচ্ছি না। এই রাক্ষসের দল হয়তো তোদের শত অত্যাচার ক'রে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে—যে ভাবে লাল সিং পাঞ্জাবীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে ! এই বাড়ীরই এক ঘরে তা'কে না খাইয়ে তালাবন্ধ ক'রে মেরে ফেলেছে !

"মৃত্যু তোদের অনিবার্য্য, মর্‌বি তোরা নিশ্চয়। মর্—দুঃখু নেই ; কিন্তু জেনে যা যে, বাপ্ তোদের অধার্ম্মিক নয়, জীবনে সে ভয়ে কোন অন্যায় কাজ করেনি'—আজও কর্‌বে না।

"পার্‌বি ?—পার্‌বি মর্‌তে ?"—চোখের জলে যাদব বাবুর বুক ভাসিয়া গেল, তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না।

যতীশ ও রতীশের মধ্যে একবার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। উভয়েরই মুখ-চোখ উজ্জ্বল। পিতার দৃঢ়তা ও তেজস্বিতায়, শ্রদ্ধায় তাহাদের হৃদয় ভরিয়া গেল।

যাদব বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে রতীশ কহিল, "কিচ্ছু ভেবো না বাবা ! আমরা তোমারই ছেলে, তুমিই আমাদের আদর্শ।"

"সাবাস্—সাবাস্ রতীশ !" এই বলিয়া যতীশ তাহাকে উৎসাহিত করিল।

"বটে !"

বজ্রধ্বনির মত রাঘব বাবু চীৎকার করিয়া কহিলেন,

"বটে! এত দম্ভ! এত তেজ! তুমি ভেবেছ কি যে মরাটা এত সোজা, এত সহজ? ভেবেছ কি যে, মুহূর্ত্তের অত্যাচারে তোমরা মৃত্যুর কোলে এলিয়ে পড়বে? না—না, অমন সোজা মৃত্যুর বিধান আমাদের শাস্ত্রে কখনও খুঁজে পাবে না। আমাদের অত্যাচার যখন আরম্ভ হ'বে, তখন পৃথিবী কেঁপে উঠ্‌বে, বনের পশুপাখী পর্য্যন্ত ভয়ে চক্ষু বন্ধ কর্‌বে।

"আহাম্মুক বৃদ্ধ! ভেবেছ কি যে, বাঘ-ভালুকের সুমুখে দাঁড়াতে পার্‌লেই আমাদের সুমুখে দাঁড়াতে সাহস কর্‌বে?

"তোমার জন্য—কারণ, সম্পর্কে তুমি দাদা, তাই কেবল তোমার জন্য—আমি দেবলের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, কেল্‌কারের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। খুব শিক্ষা দিয়েছ আমায়!

"বেশ্‌। তবে আর কিসের দয়া? কিসের মায়া? স্বার্থ আমাদের মূলমন্ত্র। স্বার্থরক্ষা আমরা কর্‌বই—তা' যে ভাবেই হোক্ না কেন।

"উদ্ধত বৃদ্ধ! তবে সুস্থ শরীরে তোমার ছেলে দু'টোকে একবার শেষ দেখা দেখে নাও—বুকটাকে পাষাণ কর—কাণে তুলো এঁটে শ্রবণ-শক্তি বন্ধ কর।

"সর্দ্দার! ডাকো—এখনই লোক ডাকো—খুব শক্ত লোক ডাকো—"

"বাবুজি!"—বলিয়া হঠাৎ সুলতান সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

"কি খবর ?" রাঘব ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুলতান কহিল, "খবর ভাল নয়। একটা ভৈরবী, আর একটা লোক সঙ্গে নিয়ে বনপথে সহর থেকে এই দিকে আস্‌ছিল। আমার কিছু সন্দেহ হওয়ায় আমি তা'দের অনুসরণ কর্‌তে থাকি। কিন্তু তা'রা বোধ হয় সেটা বুঝ্‌তে পেরে আমাকে তাড়াবার জন্য আবার সহরের দিকেই চলে গেছে।

"অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম, কিন্তু তা'দের আর ফিরে আস্‌তে দেখিনি'। ভৈরবীর পরণে গাঢ় লাল শাড়ী, আর কপালে তার প্রকাণ্ড সিঁদূরের ফোঁটা।"

"বুঝেছি,—বুঝেছি। আর বল্‌তে হ'বে না সুলতান! আবার সেই ভৈরবী এসে জুটেছে ?" দেবল্‌জীর কথায় একটু ভয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

রাঘব বাবু কহিলেন' "তোমার ভয় হচ্ছে দেবল ? একটা ভৈরবী এসে তোমাদের দেখ্‌ছি কাঁপিয়ে তুলেছে! কিন্তু হতভাগিনী জানে না যে, রাঘব ডাক্তার এখনো মরেনি.' আর এই 'পেগুয়ামা' সম্পূর্ণভাবে তার করায়ত্ত! যে কেউ এখানে আস্‌বে, তা'কে আর এবার জ্যান্ত ফিরে যেতে দেবো না দেবল!"

"আমিও' দিই নি—আমিও তা'কে আধমরা ক'রে নিয়ে এসেছি" বলিতে বলিতে সেই মুহূর্ত্তে কেল্‌কার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

নগেন তখনও অজ্ঞান। কেল্‌কার তাহাকে ধপ্‌ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া কহিল, "এই যে বাবুজি! আমাদের একটা

প্রধান শত্রু নগেন—যা'কে আমি নিজের হাতে বন্ধ ক'রে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলুম, এই সেই হতভাগা নগেন !"

"নগেন !"—বিস্ময়ে সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং হতভম্ব হইয়া গেল। সে আবার কহিল, "নগেন ! সে ফিরে আস্‌বে কেমন ক'রে ? আমরা চলে আস্‌বার সময় বহুদূর থেকেও সেই প্রচণ্ড অগ্নিশিখা দেখ্‌তে পেয়েছি—দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বল্‌ছিল।

"সেই প্রচণ্ড আগুন থেকেও রক্ষা পেয়ে এসেছে ! —অদ্ভুত, অদ্ভুত এই শয়তানের দল ! এরা কি যাদু জানে দেবল্‌জী ?"

উত্তেজিত ভাবে রাঘব ডাক্তার কহিলেন, "কিছু জানে বৈ কি সর্দ্দার ! তা' নৈলে কি কেবল আগুন লাগিয়ে দিয়েই তোমরা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারতে ?

"তোমাদের যাদুই যদি না করতো তা' হ'লে এর শেষ পর্য্যন্ত ধ্বংস না দেখে তোমরা কখনো চলে আস্‌তে পার্‌তে না।

'সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং ! কত বড় মূর্খ তোমরা, তা' একবার নিজের চোখে দেখে নাও। তোমাদের বুদ্ধির দোষে আজ আগুনে-পোড়া মরা মানুষও বেঁচে উঠেছে !"

রাঘব ডাক্তারের তীব্র ভৎ'সনায় সর্দ্দার ও দেবল্‌জী উভয়েই লজ্জিত হইল।

ডাক্তার তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "সর্দ্দার ! মানসিক

উত্তেজনায় আমার ভাষা একটু কর্কশ হয়ে গেছে। তা'তে দুঃখু করো না ভাই! ভুল-চুক্ সকলেরই হয়। কিন্তু এখন হ'তে আর যাতে কোনও ভুল না হ'তে পারে, সেজন্য সতর্ক থেকো। তা' যাক্—ভালই হয়েছে। আগুন থেকে রক্ষা পেয়ে দেশে গিয়ে গল্প কর্‌তো,—সে সুযোগ একে দেবে কেন? সবগুলোকে একই সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া যাবে।

"হতভাগা—ঐ যে একটু একটু নড়্‌ছে।—জ্ঞান তা'র ফিরে আস্‌ছে দেখ্‌ছি। বেশ, ভালই হয়েছে।

"সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং! এদের সব ক'টাকে শায়েস্তা কর্‌বার ভার আমি তোমার উপর ছেড়ে দিচ্ছি।"

একটা মৃদু হাস্যে সর্দ্দার তাহার সম্মতি প্রকাশ করিল।

রাঘব ডাক্তার আবার তাঁহার দাদার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'দাদা! অনেকদিন অনেক আশায় তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছি—আমাদের শক্তির মাহাত্ম্য বিশেষ কিছুই তুমি বুঝ্‌তে পারনি'। কিন্তু এবার তা' হ'লে তৈরী হও। মর্‌বার আগে রাঘব ডাক্তারকে চিনে যাও—তা'র সমগ্র দলবলকে চিনে যাও—তা'র ডি. আর. কোম্পানীকে চিনে যাও।"'

ম্লান হাসি হাসিয়া যাদব বাবু কহিলেন, "আর বক্তিমে কর্‌তে হ'বে না রাঘব! তোমার যা' কিছু শক্তি, তুমি তা' প্রয়োগ কর্‌তে পার। সমস্ত যন্ত্রণা আমি নীরবে সহ্য কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বো।"

"আচ্ছা—বেশ, বেশ," বলিয়া রাঘব ডাক্তার একবার চারিদিকে তাঁহার সঙ্গীদের দিকে তাকাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেবলজী, সর্দ্দার, কেল্‌কার ও অন্যান্য সকলের সহিত তাঁহার দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল।

তার পর পকেট হইতে ছোট একটি বাঁশী বাহির করিয়া এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পরক্ষণে একবার তাহাতে আওয়াজ করিলেন।

দুম্ দাম্ করিয়া যেন কাঠের সিঁড়িতে আওয়াজ হইল—বিদ্যুদ্বেগে চারিটি লোক ঘরের মধ্যে উপস্থিত হইল! কিন্তু অদ্ভুত তাহাদের আকৃতি! অদ্ভুত তাহাদের বেশ!

মানুষেরই মত লম্বা,—মানুষেরই মত হাত-পা মুখ, কিন্তু পার্থক্যও যথেষ্ট।

মুখ তাহাদের কতকটা বানরের মত, পায়ে তাহাদের দীর্ঘ লোম, হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলিও অনেকটা বানরের মত লম্বা লম্বা।

একটা অপরূপ শব্দ করিয়া তাহারা বন্দী চারিজনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল এবং হুকুমের অপেক্ষায় ডাক্তারের দিকে ব্যগ্রভাবে তাকাইয়া রহিল।

রাঘব ডাক্তার কহিলেন, "দেখ, এখনও বল্‌ছি, সব লিখে দাও। তা' নৈলে বুঝ্‌তেই পাচ্ছ তোমাদের অদৃষ্টে কি আছে।"

যাদব বাবু পুঞ্জীভূত তেজের সহিত হুঙ্কার দিয়া কহিলেন, "চুপ্ থাক্ বেইমান! সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, গ্রামের ছেলে নগেন এসেছে আজ আমাদের জন্য মর্‌তে—আর আমি সে সব

কিছুমাত্র বিবেচনা না ক'রে প্রাণের ভয়ে তোর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ব আশা কচ্ছিস্‌ ?

রাক্ষস ! নরপিশাচ ! তোর—"

রাঘব ডাক্তার তাঁহাকে আর কথা বলিবার সুযোগ দিলেন না, মুহূর্ত্তের ইঙ্গিতে সেই বানরমুখো প্রাণীগুলি যতীশ, নগেন ও যাদববাবুর ঘাড়ে তাহাদের ধারালো নখগুলি বিঁধাইয়া দিয়া বরাবর কোমর পর্য্যন্ত সোজা টানিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমবেত কাতর চীৎকারে সমগ্র কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিল।

হাসিয়া রাঘব ডাক্তার কহিলেন, "হতভাগা নগেন ! দেবল্‌কে ফাঁকি দিয়ে তোর সাহস বেড়ে গেছে। কিন্তু এবার রাঘব ডাক্তারের হাতে পড়েছিস্‌। দেখে নে—দেখে নে তার ফল।"

অনেক পূর্ব্বেই নগেনের জ্ঞান হইয়াছিল। সমগ্র ব্যাপারটি বুঝিতে তাহার কিছুমাত্র বাকী ছিল না। যন্ত্রণায় অধীর হইলেও রাঘব ডাক্তারের কর্কশ কথা সে সহ্য করিতে পারিল না, সে তাহার মুখে কতকগুলি থুথু নিক্ষেপ করিল।

একটা বানরমুখো প্রাণী তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঘুসি মারিয়া ফেলিয়া দিল এবং তাহার বুকে বসিয়া তাহাকে দমাদম্‌ ঘুসি মারিতে লাগিল।

"চালাও—চালাও !" রাঘব ডাক্তারের উৎসাহ পাইয়া তাহারা অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল। একটা

যতীশের জিভ টানিয়া ধরিল, কেহ বা রতীশের নাকটা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, কেহ বা যাদববাবুর একটা চক্ষু উপড়াইবার জন্য চক্ষুর কোটরে তাহার নখ বিঁধাইয়া দিল।

যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সকলেই কাতরভাবে চীৎকার করিতে লাগিল ; কিন্তু নগেনের হাত-পা খোলা থাকায় বন্দীদের মধ্যে কেবল সে একা ঐ সব অত্যাচারের প্রতিবাদ-স্বরূপ ইতস্ততঃ চারিদিকে ঘুসি ও লাথি ছুঁড়িতে লাগিল।

নগেনের এই ব্যর্থ প্রয়াসে কেল্‌কার, সর্দ্দার ও দেবল্‌জী প্রভৃতি যেন কৌতুক উপভোগ করিতেছিল, তাহারা উচ্চ অট্ট-হাসিতে নগেনকে উপহাস করিতে লাগিল।

রাঘব ডাক্তার হুকুম দিলেন, "বেঁধে ফেল্—আগে বেঁধে ফেল্ এটাকে।"

কেল্‌কার ও সুলতান তাহাকে বাঁধিবার জন্য সাহায্য করিতে আসিল। কিন্তু নিকটে যাইতেই নগেন এক লাথিতে কেল্‌কারকে ভূমিসাৎ করিল।

"বটে!" বলিয়া রাঘব ডাক্তার নিজে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, এবং নগেনের হাত ধরিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতে করিতে কহিলেন, "দুঃসাহসী ছোক্‌রা! আমার লোককে মারতে সাহস কচ্ছিস্? ভেবেছিস্ কি, তোর ভৈরবী এসে এবারও তোকে বাঁচিয়ে দেবে?

"না, না—এবার আর অত সহজ নয়, মূর্খ! তোর ভৈরবী

এলেও এবার তা'কে দেখিয়ে দেব যে, এই ব্রহ্মার জঙ্গল 'পেগুয়ামার' একচ্ছত্র সম্রাট্ এই রাঘব।

ভাগ্যক্রমে এসে পড়্লেও সে বুঝে নেবে যে, তা'রও জীবন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর কচ্ছে এই রাঘব ডাক্তারের হাতে।"

"মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা,—রাঘব ডাক্তারের জীবন-মরণ এখন নির্ভর কচ্ছে সম্পূর্ণভাবে এই ভৈরবীর হাতে"—বলিতে বলিতে সেই রক্তাম্বরা ভীষণাকৃতি ভৈরবী বিদ্যুদ্বেগে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শাণিত ত্রিশূল রাঘব ডাক্তারের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইলেন।

"দেবি! দেবি! মহাদেবি!" বলিয়া নগেন প্রবল ঝাঁকুনিতে সকলের হাত ছাড়াইয়া এক লাফে ভৈরবীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভৈরবী সেদিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করিলেন না—তিনি তাঁহার বাম হস্তের তর্জ্জনী তুলিয়া রাঘব ডাক্তারকে শাসাইয়া কহিলেন, "খবর্দ্দার নরপিশাচ! একটা কথা বল্বি বা এক পা' কোন দিকে নড়্বি ত তৎক্ষণাৎ আমার এই ত্রিশূল তোর বুকের রক্তপান কর্‌বে।

"সংক্ষেপে জেনে রাখ্ নরপিশাচ! তোর ছেলে—শান্তি—তোর একমাত্র পুত্র শান্তি এখন আমার হাতে বন্দী। এই বন্দীদের উপর যদি বিন্দুমাত্র অত্যাচার করবি ত তা'কে আর জ্যান্ত ফিরিয়ে পাবিনে।

"সাবধান! সাবধান!—দেবল্‌জী! সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং!

কেল্‌কার ! সুলতান ! আর শোন্ তোরা ঐ হনুমানের দল !—এই মুহূর্ত্তে সমস্ত বন্দীকে মুক্ত ক'রে দিবি,—নইলে,—”

ভৈরবীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল ; যা'হোক্ নিজেকে সংযত করিয়া তিনি আবার কহিলেন “আমি একা আসিনি',—এই বাঘের গুহায়' আমি একা আসিনি' রাঘব ! চুপ,—সবাই চুপ, ক'রে দাঁড়া শয়তান ! কেউ একচুল নড়েছিস্ কি,—”

এ কি ?—

ঘরের মাঝখানটা যেন হঠাৎ কি এক যাদুমন্ত্রে নড়িয়া উঠিল,—একবার একটা 'টুং' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গৃহতলের কাঠের পাটাতন সমগ্রভাবে ঘুরিয়া গেল,—সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই বানরমুখো প্রাণীগুলি ও সমস্ত বন্দী—যাদববাবু, যতীশ ও রতীশ কোথায় কোন্ অনন্ত গর্ভে বিলীন হইয়া গেল !

নগেন তাহার দেবীর পাশে দেয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সুতরাং বন্দীদের মধ্যে কেবল সে একা রক্ষা পাইয়া গেল ।

“হাঃ ! হাঃ ! হাঃ”—

রাঘবের অট্টহাসিতে সমস্ত ঘরখানি কাঁপিয়া উঠিল ।

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তিনি কহিলেন, “ভয় দেখাতে এসেছিস্ আমাকে ? সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে শাস্তির এখানে আস্‌বার কোনও কারণ নেই ভৈরবি ! ওসব মিথ্যা কথায় ভয় পাবার মত প্রাণী এই রাঘব ডাক্তার নয় ।”

“এই ছাখ্ তা'র হাতের লেখা । তা'রই হাতে-লেখা তোর এই ঠিকানা থেকে কতকটা বুঝে নে নর-পিশাচ !”—

বলিয়া ভৈরবী একটি ঠিকানা-লেখা কার্ড তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন।

দেবলজী দেরাজ খুলিয়া কি একটা জিনিস বাহির করিতে যাইতেছিল। ভৈরবী তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধমক্ দিয়া কহিলেন, "খবর্দ্দার। কেউ পকেটে হাত দিবি, বা দেরাজ টান্‌বি, বা বিন্দুমাত্র নড়্‌বি,—তা'হলে তৎক্ষনাৎ এই পিস্তল দিয়ে তা'র মাথার খুলি উড়িয়ে দিব।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবী তাঁহার বামদিকে শাড়ীর ভিতর হইতে একটি পিস্তল বাহির করিলেন, এবং নিঃশব্দে তাহা নগেনের হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

নগেন সঙ্কেত বুঝিল—সে তৎক্ষণাৎ পিস্তল হাতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। রাঘব ডাক্তার করতলে সেই ঠিকানা-লেখা কার্ডখানির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আপন মনে কি যেন বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিলেন!

উত্তেজনায় তাঁহার সমস্ত দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভাগ্যচক্র

নীরব নিস্তব্ধ কক্ষতলে সকলেই কাঠের পুতুলের মত অবস্থান করিতে লাগিল। ভৈরবীর হাতে তখনও সেই ত্রিশূল, আর নগেনের হাতে পিস্তল।

রাঘব ডাক্তার তাঁহার জীবনে কখনও এমন অবস্থায় পড়েন নাই। সহস্র চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার দৃঢ় বক্ষ আন্দোলিত হইতে লাগিল, তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা গভীর অস্বস্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল।

ভৈরবী দেখিলেন, রাঘবের দেহ দুলিতেছে। ক্রমশঃ তাহা অধিকতর বেশী দুলিতে লাগিল।

ভৈরবী তীব্র কণ্ঠে কহিলেন, "ব'লে দে, ব'লে দে ডাক্তার —কোথায় তোর বন্দীর দল! কেল্‌কারকে ব'লে দে, সে সকলকে মুক্ত ক'রে নিয়ে আসুক। নইলে, এই মুহূর্ত্তে তোকে ইহলোক হ'তে সরিয়ে দেব রাঘব!"

রাঘব ডাক্তার কিছুই কহিতে পারিলেন না। ভৈরবী বুঝিলেন, মানসিক উত্তেজনায় ডাক্তারের দেহ অমন ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিতেছে!

হঠাৎ "মাগো!" বলিয়া একটা কাতর চীৎকারে ঘরখানি

প্রতিধ্বনিত করিয়া রাঘব ডাক্তার পড়িয়া গেলেন। তাঁহার বসিবার চেয়ারখানি তাঁহাকে লইয়া পশ্চাদ্দিকে উল্‌টাইয়া পড়িল—রাঘব ডাক্তারের মাথা রহিল ভূমিতলে, আর তাঁহার পা দু'খানি উপরদিকে প্রসারিত হইয়া গেল।

দেবল্‌জী ও কেল্‌কার প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইল; কিন্তু নগেন চিৎকার করিয়া হাঁকিল, "খবর্দ্দার, চুপ ক'রে দাঁড়া।" সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার পিস্তলটা তাহাদের দিকে উঁচাইয়া ধরিল। সুতরাং তাহারা নিরস্ত হইয়া নিঃশব্দে পূর্ব্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

রাঘব ডাক্তারকে সাহায্য করিতে আসিলেন, ভৈরবী। তিনি দৃঢ়হস্তে রাঘব ডাক্তারের হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিলেন। রাঘব ডাক্তার মাতালের মত টলিতে টলিতে সোজা হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, কিন্তু ভৈরবীকে এত কাছে পাইয়া মুহূর্ত্তের সুযোগে রাঘব ডাক্তার তাঁহাকে এমন ভীষণ পদাঘাত করিলেন যে, ভৈরবী প্রায় পাঁচ হাত দূরে যাইয়া পড়িলেন।

চক্ষুর পলকে দেবল্‌জী ও কেলকার একসঙ্গে নগেনের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল—নগেনের হাতের পিস্তল গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "গুড়ুম্—গুম্!"

ভূমিতে পড়িবার পরক্ষণেই ভৈরবী মাটি হইতে উঠিতে-ছিলেন; কিন্তু রাঘব ডাক্তার ও সেই সঙ্গে আবার কতকগুলি বানরমুখো প্রাণী হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া,—একসঙ্গে

তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল—ভৈরবী প্রচণ্ড শক্তিতে তাহাদের সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিলেন—নীরব নিস্তব্ধ ঘরখানি প্রবল সংঘর্ষের কলরবে আবার প্রতিধ্বনিত হইল।

ভৈরবী কোনরূপে তাহার হাতখানি ছাড়াইয়া লইলেন, তারপর বুকের ভিতর হইতে ছোট্ট একটি বাঁশী বাহির করিয়া একে একে তুইবার তাহাতে আওয়াজ করিলেন।

ব্যাপার কি, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই হঠাৎ একটা প্রচণ্ড পদাঘাতে ঘরের দরজা খুলিয়া গেল—সমস্ত ঘরখানি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল একটা বিকটাকার গরিলা! গরিলার হাতে বিশাল একটা কলাগাছ।

ঘরে ঢুকিয়াই সে একবার চারিদিক্ বেশ্ করিয়া দেখিল। দেখিল, নগেন তখন প্রায় বন্দী; কিন্তু চার পাঁচটি প্রাণী মিলিয়াও ভৈরবীকে তখন পর্যন্ত কেহ বন্দী করিতে পারে নাই।

গরিলাকে দেখিবামাত্র সেই বানরমুখো প্রাণীগুলি বিকট চীৎকার করিতে করিতে ঘর হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইল, কিন্তু হঠাৎ পিছনেও আবার এক ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া তাহারা একচুল নড়িতে সাহস করিল না।

সমস্ত কাজ হইল চক্ষুর পলকে। চক্ষুর পলকেই একদল সশস্ত্র পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘরের মধ্যে বেগে প্রবেশ করিল, এবং কেহই কিছু বুঝিবার আগে পুলিশ-সাহেব বজ্রকণ্ঠে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ডি. আর. কোম্পানীর সভ্যগণ!

সবাই হাত তুলে দাঁড়াও। নইলে কুকুরের মতো গুলি ক'রে মার্‌বো।"

রাঘব ডাক্তার, দেবলজী, কেল্‌কার, সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং, সুলতান ও সেই বানরমুখো প্রাণীগুলি এবং মগ প্রভৃতি যে কেউ সেখানে ছিল, সকলেই উপর দিকে হাত তুলিয়া দাঁড়াইল।

পুলিশ-সাহেব গম্ভীর ভাবে আদেশ করিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর! গ্রেপ্তার করো।"

সকলেরই হাতে হাতকড়া ও পায়ে শিকল পরানো হইল। পুলিশ-সাহেব আবার আদেশ করিলেন, "নিয়ে এসো ছোঁড়াকে।"

ইন্‌স্পেক্টর বাহিরে গেলেন। পরক্ষণেই তাঁহার সঙ্গে দুইজন কনষ্টেবল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল—আর সেই সঙ্গে প্রবেশ করিল রাঘব ডাক্তারের পুত্র শান্তি। হাতে তাহার হাতকড়ি, ও কোমরে দড়ি বাঁধা।

"বাবা! বাবা!" বলিয়া শান্তি রাঘব ডাক্তারের কাছে ছুটিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ইন্‌স্পেক্টরের এক ধমকে সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শান্তি কাতরভাবে একবার সেই ভৈরবীর দিকে, আর একবার সেই গরিলার দিকে তাকাইতে লাগিল।

বিজয়-গর্ব্বে মৃদু হাসিয়া পুলিশ-সাহেব কহিলেন, "ডাক্তার বাবু! তোমরা কি করেছ, না করেছ, সে সব আলোচনার জায়গা এটা নয়—বিচার-কালে সবই প্রকাশ পাবে।

কিন্তু আপাততঃ একটা জবাব দাও ডাক্তার, "তুমি এই অদ্ভুত প্রাণীগুলিকে কোথায় পেলে ?"

রাঘব বাবু কহিলেন, "আমার ইচ্ছা হ'লে আপনার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েও আমি থাক্‌তে পারি ! কারণ, আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কোনও প্রীতির সম্বন্ধ নয়। কিন্তু তবু— ভদ্রতার অনুরোধে আমি আপনার কথার জবাব দিচ্ছি।

"এই অপরূপ জীবগুলি ব্রহ্মের জঙ্গলেরই অধিবাসী। সম্ভবতঃ এরাই আদিম অধিবাসী। বন-জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় অনেক কিছু দুর্লভ জিনিষ খুঁজতে যেয়ে আমি প্রথমে এদের কতকগুলি কঙ্কাল দেখ্‌তে পাই।

তার পর, কেবল কঙ্কাল কেন, কোন কোন পর্ব্বত-গুহায় মাটির তলায় এদের টাট্‌কা দেহও খুঁজে পাওয়া গেল।

আমি বুঝতে পারলুম্‌, এই প্রাণীগুলি দেখ্‌তে কতকটা ইতর প্রাণীর মত হ'লেও একেবারে অসভ্য নয়—কেউ ম'রে গেলে তা'কে গোর দেবার রীতি এদের মধ্যেও প্রচলিত আছে।

টাট্‌কা মৃতদেহ দেখে আমি বুঝ্‌লুম, এইজাতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব এখনও একেবারে মুছে যায়নি'—ব্রহ্মের জঙ্গলে, খুঁজে বা'র করতে পার্‌লে এখনও এদের দেখা পাওয়া যায়।

তার পর আমি অনেক অনুসন্ধান করেছি। অবশেষে অনেক খুঁজে এই চারটি মাত্র প্রাণী আমি কয়েকটা পর্ব্বত-গুহা থেকে সংগ্রহ করেছি এবং অতি কষ্টে তাদের পোষ মানিয়ে নিজের কাজে লাগিয়েছি। সাহেব ! এত হিংস্র এদের স্বভাব, আর

এত দ্রুত এরা ছুটতে পারে যে, তোমাদের সাধ্য ছিল না, এদের গ্রেপ্তার কর। কিন্তু এরা নরম হয়েছে শুধু ঐ গরিলাকে দেখে। গরিলাকে এরা বড্ড ভয় করে। আর, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে ভৈরবীর অনুচরই হয়েছে একটা গরিলা—এদের বংশানুক্রমিক শত্রু।"

হাসিয়া সাহেব কহিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর! এদেরও ছাড়া হবে না। বেশ্‌ নজর রেখো এদের দিকে।"

তার পর ভৈরবীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "দেবি! তা' হ'লে আমাদের কাজ তো এখন শেষ হয়ে এল!"

"কেমন ক'রে?" ব্যগ্রভাবে ভৈরবী কহিলেন, "কেমন ক'রে শেষ হ'ল সাহেব? এখনও যে অনেক লোক আছে—যারা এতদিন এখানে পচে মর্‌ছে—তাদের উদ্ধার করা হয়নি, যাদব বাবু, যতীশ, রতীশ ও যাদব বাবুর স্ত্রী—এঁরা সবাই যে এখনও এই প্রাসাদে বন্দী রয়েছে সাহেব! তাদের ওপর ভীষণ অত্যাচার চল্‌ছিল। কিন্তু আমি আস্‌তেই ঘরের মেঝের এই কাঠের পাটাতন ঘুরিয়ে তাদের কোন্‌ পাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে! এই বানরমুখো প্রাণীগুলিও সেই সঙ্গে পাতালে চালান হয়ে গিছ্‌লো।"

ভৈরবী গৃহ-তলের সেই কাঠের পাটাতন সাহেবকে দেখাইলেন এবং বন্দীদের সাথে ছিল ব'লে সেই বানরমুখো প্রাণীগুলিকে সনাক্ত করিলেন।

"বটে!" পুলিশ-সাহেব গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "বটে!

এখনও চালাকী! বল্ পিশাচ, কোথায় সেই বন্দীর দল?” সাহেব প্রচণ্ড শক্তিতে রাঘবের গলা টিপিয়া ধরিলেন।

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে রাঘব ডাক্তার কহিলেন, “আমাকে খুন করলেও তাদের আর ফিরিয়ে আনতে পারবেন না।”

“তবে রে শয়তান!” বলিয়া সাহেব এইবার তাহাকে ছাড়িয়া বজ্রমুষ্টিতে শান্তির ঘাড় ধরিলেন এবং তাহাকে প্রায় তদবস্থায় মাটি হইতে শূন্যে তুলিয়া ফেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “বল্ তা'রা কোথায় আছে? নইলে, এখনই এক আছাড়ে তোর ছেলেকে মেরে ফেলে দেব।”

ভীষণ যন্ত্রণায় শান্তি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—রাঘব ডাক্তার কাতর ভাবে কহিল, “বলছি—সব বল্‌ছি, ওকে ছেড়ে দিন।”

“বল্—বল্ শীগ্‌গির,” বলিয়া সাহেব শান্তিকে ছাড়িয়া দিলেন।

রাঘব ডাক্তার নিরুপায় হইয়া বলিতে লাগিল, “তা'রা এতক্ষণে বেঁচে নেই। ভৈরবীর মনে থাকতে পারে, মানসিক উত্তেজনায় টল্‌তে টল্‌তে আমি একবার ধপাস ক'রে প'ড়ে গিছ্‌লুম। কিন্তু সে আমার ইচ্ছাকৃত কাঁপুনী। একটা মতলব ক'রেই আমি এমন করেছিলুম। চেয়ার শুদ্ধু পেছন দিকে পড়ে গিয়ে, মাটিতে এই খানটায় ঠিক এই যন্ত্রটির নলে মুখ লাগিয়ে আমি পাতালপুরীতে হুকুম্ জানিয়ে দিয়েছি যে, তা'দের সব কটাকে তখনই শেষ করতে হ'বে। সে তো অনেকক্ষণের কথা। তবে আর গোপন ক'রে লাভ কি?

যাও সাহেব—এই খানটা দিয়ে যাও—গিয়ে দেখ, নীচে বরাবর পশ্চিম দিকে ইরাবতী নদীর ধারে কতকগুলি ফাঁসি-কাঠ ঝুল্‌ছে—সেই খানে তাদের চারটি মৃতদেহ দেখ্‌তে পাবে। সাহেব! এই প্রকাণ্ড বাড়ী তৈরী ক'রে গেছে লালসিং পাঞ্জাবী। কিন্তু এমন সব ব্যবস্থা—এই যে দুরন্ত কাঠের মেঝে, এই যে পাতালপুরী, ফাঁসি-কাঠ,—এসবই আমার নিজের বুদ্ধিতে তৈরী। সেজন্য আমায় প্রশংসা করবে না সাহেব?"

বলিয়া রাঘব ডাক্তার একবার "হো! হো!" করিয়া অট্টহাস্য করিলেন।

"ডুম্‌মন্!" সাহেবের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রেগে কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল সহ রাঘব ডাক্তারের দেখানো রাস্তায় পাতাল-পুরীতে যাইতে উদ্যত হইলেন।

বাধা দিয়া ভৈরবী কহিলেন, "না, না,—অমন ভাবে যাবেন না। শয়তান্‌কে বিশ্বাস করবেন না সাহেব! কোথায় কোন্ চালাকী আছে কে জানে? যদি আর ফিরে না-ই আসেন?

কাজেই যেতে হ'লে সবশুদ্ধ চলুন—এই শাস্তি ছোঁড়াটাকে নিয়ে চলুন। কেবল কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল্ এই বানরমুখো জন্তুগুলিকে পাহারা দিলেই চলবে! যদি মরতে হয়, সবাই মরবো—রাঘব ডাক্তারও নির্ব্বংশ হ'বে।"

"ধন্যবাদ দেবি! তোমার বুদ্ধির আমি প্রশংসা কচ্ছি"—পুলিশ সাহেব তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

একটু হতাশ ভাবে রাঘব ডাক্তার কহিলেন, "আমিও প্রশংসা কচ্চি ভৈরবি! আমিও তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে পাচ্ছি না।

"সাহেব! যথার্থই তোমার একটা বিপদ্ কেটে গেলো। এই রাস্তায় নাম্‌লে তোমরা কেউ আর ফিরে আস্‌তে না কারণ, এই দিকের সিড়ি সর্ব্বদাই কেবল দূষিত গ্যাস্ দিয়ে ভরপূর ক'রে রাখা হয়।

"আচ্ছা, চলো তবে, আমিই তোমাদের রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি। কি করবো? শাস্তি সাথে রয়েছে, তা' নইলে তোমাদের চালাকী সব কিছু আমি দেখে নিতুম!"

তার পর হাতে পায়ে শিকল-পরা অবস্থায়ই রাঘব ডাক্তার এক পাশে একটি সরু পথ দেখাইয়া চলিলেন, তাঁহার পেছনে পেছনে পুলিশ সাহেব শাস্তিকে লইয়া অগ্রসর হইলেন। অন্যান্য বন্দী, ভৈরবী ও নগেন সকলেই তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল।

উপসংহার

ইরাবতী নদীর ধারে সুদীর্ঘ শালগাছ হইতে সারি সারি কয়েকটি দড়ি ঝুলিতেছিল। কবে—কতদিন আগে কে সেখানে দড়ি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল, কেহই তাহা জানিত না। দূর হইতে সেগুলি দেখিয়া কেহ ভাবিত প্রকৃতই দড়ি, আবার কেহ বা অনুমান করিত সেগুলি কোন বন্য লতা হইবে।

কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য কেহই সে বিষয়ে কখনও কোন অনুসন্ধান করিয়া দেখে নাই—অমন জঙ্গলের ভিতর নামিয়া অনুসন্ধান করাও বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন মনে করিত।

ব্রহ্মের নদীতে মগ্ দস্যুদের উৎপাত ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল; জল-পুলিশ শত চেষ্টা করিয়াও কোন কিনারা করিতে পারে নাই। জল-পুলিশের সাহেবেরা ছোট ছোট মোটর-বোট্ লইয়া তাহাতে কেবল বৃথাই যাতায়াত করিত।

সেদিনও তেমনই ভাবে এক সাহেব তাহার মোটর-বোটে কয়েকজন সঙ্গী লইয়া ইরাবতী নদী দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার কানে আসিল 'গুড়ুম্ গুড়ুম্' করিয়া কয়েকটি পিস্তলের শব্দ।

কেল্‌কার ও দেবল্‌জী যখন নগেনের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে,

নগেনের হাতের পিস্তল তখন বিশৃঙ্খল ভাবে ক্রমাগত আওয়াজ করিতেছিল। জল-পুলিশের সাহেব সেই পিস্তলের শব্দে চমকিত হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন, "কি এ! তীরে এমন পিস্তলের শব্দ কেন?"

তিনি তাঁহার মোটর-বোটখানি একটি ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়া নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

একটু পরেই দেখিলেন, কতকগুলি লোক চারিটি বন্দীকে সেই নদীর ধারে লইয়া আসিল—বন্দীদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। তারপর তাহারা ইতস্ততঃ চারিদিকে চাহিয়া কতকগুলি ডালপালা টানিয়া আনিয়া নদীর সেই দিকটা একটু আড়াল করিয়া লইল এবং বন্দীদিগকে ঐ দড়িগুলিতে ঝুলাইবার আয়োজন করিতে লাগিল!

সাহেব বুঝিলেন, একটা সাঙ্ঘাতিক কার্য্যের উদ্যোগ হইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার পিস্তলের শব্দে চারিদিক্ কাঁপাইয়া যেখানে তাঁহার মোটর-বোট সেইখানে ছুটিয়া গেলেন।

বন্দীদিগকে যাহারা ঝুলাইতে আসিয়াছিল, তাহারা ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাহেব তাঁহার অনুচরদিগকে লইয়া তীরে নামিলেন তারপর বন্দীদিগের বাঁধন খুলিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

বন্দীরা তখন প্রহারে জর্জ্জরিত, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। যাদববাবু অতি কষ্টে সংক্ষেপে তাঁহাদের অবস্থা বুঝাইলেন।

ব্রিটিশ রাজত্বে এখনও এমন শয়তানের আড্ডা থাকিতে পারে, ইহা ভাবিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি দয়া-পরবশ হইয়া আরও পুলিশ আনিবার জন্য চিঠি দিয়া একজন অনুচরকে অপর তীরে নামাইয়া দিলেন।

মুমূর্ষু বন্দীদিগকে সুস্থ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য যত্ন লইলেন এবং তাহাদের রক্ষার জন্য পিস্তল হাতে নিজে সেখানে পাহারা দিতে লাগিলেন।

এমনই সময় খাল্‌সা প্রাসাদের উপর হইতে সমগ্র বন্দী লইয়া পুলিশ সাহেব ও ভৈরবী প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত হইলেন—একটা আনন্দের বন্যা বহিয়া গেল।

পুলিশ সাহেব জল-পুলিশের সাহেবকে কহিলেন, "এতে আমাদের গৌরব করবার কিছু নেই। এই গৌরবের একমাত্র অধিকারিণী এক নারী—এই ভৈরবী।

তিনিই তাঁ'র এক ভৃত্য চন্দনকে দিয়ে আমাকে একখানা চিঠি পাঠিয়ে সমস্ত ব্যাপার জানিয়েছিলেন এবং কাতরভাবে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন এই পিশাচ ডাক্তারের কচি ছেলে শান্তিকে।

আমি শান্তিকে বেশ কয়েক ঘা দিতেই সব-কিছু জানতে পারলুম। তার পর সদলবলে শান্তিকে নিয়ে এদের আড্ডায় এসে হানা দিয়েছি।

ভৈরবীর চিঠি আর চন্দনের কাতরতা ও ব্যগ্র অনুরোধে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। তা' নইলে এমনভাবে কাজে হাত দিতুম কি না সন্দেহ।

কিন্তু দেবি! কোথায়, কোথায় তোমার চন্দন? এই ভীষণ গরিলাকেই বা তুমি কেমন ক'রে পোষ মানালে?"

হাসিয়া ভৈরবী কহিলেন, "সাহেব! তোমাদের দয়ায় ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

"আমার গরিলা—আমার এই গরিলাই সেই চন্দন—"

ভৈরবীর ইঙ্গিতে গরিলা তাহার বুকের একটা জায়গা ধরিয়া টানিতেই তাহার দেহ হইতে গরিলার আবরণ খুলিয়া পড়িল—বলিষ্ঠ যুবক চন্দন ভিতর হইতে বাহির হইয়া হাসি-মুখে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

"চন্দন! চন্দন!"—নগেন আনন্দে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

ভৈরবী কহিলেন, "চন্দনের অসাধারণ শক্তি, দীর্ঘ দেহ—কাজেই গরিলা সাজাবার উপযুক্ত পাত্র ব'লে আমি একেই বেছে নিয়েছিলুম।

এই সাঁওতাল যুবক চন্দনকে আমি ছেলেবেলা হ'তেই জান্‌তুম—এর বাপ্-দাদা সবাই আমাদের প্রজা ছিল।"

"প্রজা! দেবি, আপনার প্রজা? আমার বাপ্-দাদা আপনাদের প্রজা? কে আপনি দেবি!" বলিয়া চন্দন অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল।

"কে আমি? চন্দন!" বলিতে বলিতে ভৈরবী তাঁহার রক্তাম্বর খুলিয়া ফেলিলেন, মাথার জটাজূট শুদ্ধ সমগ্র চুল টানিয়া তুলিলেন।

সেই ভৈরবীর ভয়ঙ্কর পোষাকের ভিতর হইতে বাহির হইল—দৃঢ় মাংস-পেশীবহুল এক বলিষ্ঠ যুবক। তাহার পরণে হাফ্‌প্যাণ্ট্‌, মাথায় এক রাশ কোঁক্‌ড়ান চুল।

"নীরুদা'। নীরুদা'!—নীরু!"

নগেন, রতীশ ও যতীশ সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "নীরুদা'! নীরুদা!—নীরু!"

বিস্মিত পুলিশ কর্ম্মচারীর দল মুগ্ধ হইয়া সেই মধুর দৃশ্য দেখিলেন, কেবল রাঘব ডাক্তার নিতান্ত হতাশ ভাবে মনে মনে তাহার সর্ব্বনাশ কামনা করিতে লাগিলেন। পুলিশ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু! তুমি পুরুষের বেশে এলে না কেন?"

নীরুদা' কহিল. "সাহেব! এরা যে ভাবে আমাদের চোখে চোখে রাখ্‌ছিল, তা'তে এদের সঙ্গে আসা, অথবা পুরুষের বেশে আসা আমার পক্ষে খুবই অসম্ভব ছিল। তা'তে আমি কোন কাজই কর্‌তে পার্‌তুম না; কারণ কেল্‌কার প্রভৃতি এদের দলের কেউ কেউ আমাকে বাড়ী থাক্‌তেই চিনে নিয়েছিল। কাজেই, নগেন ও রতীশের দলে না থেকে—বাইরে থেকে কাজ করাই আমি সুবিধাজনক মনে কর্‌লুম।

"চন্দনকে মাঝে মাঝে গরিলা সাজানো কাজেও আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল।

"নিরস্ত্র বাঙ্গালী আমরা—যত সাহস, যত শক্তিই আমাদের থাক্‌না কেন, তা' কি এই শয়তানের দলের সমবেত শক্তির কাছে সামান্য নয়? কাজেই ভাব্‌লুম, এমন একটা সঙ্গী চাই, যা'কে দেখ্‌লেই তা'র সঙ্গে আর কোন লড়াই কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা না হয়। আমার গরিলা-সৃষ্টি সেই কারণেই।'

"সাবাস্! সাবাস্!" বলিয়া পুলিশ-সাহেব তাহার পিঠ চাপড়াইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

দুর্ব্বৃত্ত শয়তানের দল গ্রেপ্তার হইয়া বিচারের জন্য হাজতে চলিয়া গেল—কিন্তু পলাইয়া বাঁচিল কেবল সেই বানরমুখো প্রাণীগুলি।

ইন্‌স্পেক্টরকে এক মুহূর্ত্ত অমনোযোগী দেখিয়া তাহারা হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল—কন্‌ষ্টেবল্‌গুলিও তাহাদিগকে আট্‌কাইতে পারিল না। জন্তুগুলি হাতে পায়ে লোহার বেড়ী লইয়াই লাফাইতে লাফাইতে ব্রহ্মের জঙ্গলে কোথায় পলাইয়া গেল, তাহার খোঁজ পাওয়া গেল না।

বিশাল 'খাল্‌সা-প্রাসাদ' সুরক্ষিত করিয়া যাদব বাবু তাঁহার স্ত্রী-পুত্র, নগেন, নীরু ও চন্দনকে লইয়া—ছোট্ট মোটর-বোট-খানি পূর্ণ করিয়া জল-পুলিশের সাহেবের সঙ্গেই যখন রেঙ্গুনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন, তখন সে এক করুণ দৃশ্য!

সশস্ত্র পুলিশ-পাহারায় বন্দীদিগকে চালান দিয়া পুলিশ-সাহেব বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ইরাবতী নদীর বক্ষে সেই ছোট্ট মোটর-

বোটখানির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, সুদূর বাংলাদেশের কয়েকটি সাহসী যুবক আসিয়া ব্রহ্মের জঙ্গল যেন কিছুক্ষণের জন্য তোলপাড় করিয়া গেল !

ব্রহ্মের পার্ব্বত্য নদী ইরাবতী সেদিন কয়েকটি অমূল্য সম্পদ্ বক্ষে লইয়া, যে অপূর্ব্ব গৌরব ও গর্ব্বের সহিত ভারত মহাসাগরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল তেমন ভাবে উহা আর কখনও প্রবাহিত হয় নাই।